ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানতাপস ভাষাচার্য ডক্টর মুঃ শহীদুল্লাহ এই উপমহাদেশে বাংলা, সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষক বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পাশ করার পর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ১৯১২ সালে এম. এ. এবং পরবর্তীকালে ১৯২৮-এ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ও ডিপ্লোমা ইন ফনেটিক্স ডিগ্রী আনা ছাড়াও, ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়করূপে যোগদান থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরিটসরূপে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাবিদ্ জীবনে তিনি ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ও কলা বিভাগের ডীনরূপে কর্মরত ছিলেন।

জন্ম : পিয়ারা, হাড়োয়া, ২৪ পরগনা, ২৭শে আষাঢ়, ১২৯২ ; ১০ জুলাই, ১৮৮৫। মৃত্যু : ঢাকা, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৭৬ ; ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণের পর বাংলা একাডেমীর আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান, ইসলামী বিশ্বকোষ এবং করাচির উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের উর্দু অভিধান সম্পাদনাও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক্। তাঁর বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পদ্মাবতী, বিদ্যাপতি শতক, রুবাঈৎ-ই-উমর খায়্যাম, দীওয়ান-ই-হাফিজ, শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ, কুরআন প্রসঙ্গ, ইসলাম প্রসঙ্গ, ইক্‌বাল, নবী করীম হযরত মুহম্মদ, ছোটদের রসূলুল্লাহ প্রভৃতি বহু পুস্তক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে ও ইংরেজিতে Buddhist Mystic Songs, Traditional Culture in E. Pakistan, Pearls from the Holy Prophet তাঁর রচিত পুস্তক। তিনি কয়েকটি সাময়িকীর সম্পাদনাকর্মের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ তাঁর অপূর্ব অবদানের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করে। পাকিস্তান আমলে তাঁকে বাংলা সাহিত্য সাধনার জন্য 'প্রাইড অভ পারফর্মেন্স পদক' ও দশ হাজার টাকা পুরস্কার এবং মরণোত্তরকালে 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। ফরাসি সরকার তাঁকে 'সেভলেয়র দ্যে লা অর্দার দ্যেস আর্টস এত দ্যে লেতর্স' উপাধি প্রদান করেছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স তাঁকে সম্মানিত সদস্য (ফেলো) রূপে মনোনয়ন করে, কিন্তু পাকিস্তান সরকারের অনুমতির অভাবে সেটা তিনি গ্রহণ করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরণোত্তর সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধি দিয়েছে এবং প্রাচীনতম ছাত্রাবাসকে তাঁর নামে নামকরণ করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কলাভবনটিও তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত। ১৯৮০-তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক ও ১০ হাজার টাকা পুরস্কারও তাঁকে মরণোত্তর দেওয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

বিদ্যাবাচস্পতি : এম-এ., বি-এল. (ক্যাল) ; ডিপ্লো-ফোন., ডি-লিট (প্যারীস)

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

মাওলা ব্রাদার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখকের উত্তরাধিকারীগণ

অষ্টম মুদ্রণ
মে ২০১৪
প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ
জুলাই ১৯৯৮

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড ঢাকা ১১০০

দাম
একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 410 108 5

BANGALA BHASHAR ITIBRITTA by Dr. Muhammad Shahidullah. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka One Hundred Sixty only.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর
সহানুভূতিশীল স্মৃতি স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আজ স্মরণ করি প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে, তিনি ১৯১৯ সালের জুন মাসে আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগে শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণা সহায়ক (Research Assistant) রূপে নিযুক্ত করেন। যদিও আমি ইহার পূর্ব হইতেই নানা কাজের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলাম, এখন এই গবেষণা হইল আমার একমাত্র ধ্যান। আমি ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পত্রিকায় আমার An Historical Grammar of the Bengali Language-এর ভূমিকা প্রকাশ করি। ১৯২১ সালের জুনে আমি নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত হই। ১৯২৪ সালের আগষ্ট পর্যন্ত আমি এখানে একেশ্বর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করি। তাহার পরও আমি ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার অধ্যাপকরূপে এবং বাঙলা একাডেমীর পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের প্রধান সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছি। আমার গবেষণার ফল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। সুহৃদ্‌বর ভাষা বিজ্ঞানবিদ্ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কীর্তিস্তম্ভ The Origin and Development of Bengali Language আমাকে গবেষণা ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমি তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করি। কিন্তু তাহা ছাত্রদের জন্য ঢাকায় অনায়াসলভ্য না হওয়ায় আমি তাহাদের জন্য ১৯৪১ সালে বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দান করি। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সাহিত্য-পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হয়। কিন্তু তখন আমি করাচিতে উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের সম্পাদকরূপে ব্যাপৃত থাকায় তাহার সংশোধনে কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করিতে পারি নাই। ফলে তাহাতে অনেক মারাত্মক মুদ্রণ-রাক্ষস রহিয়া যায়। বর্তমানে বাঙলা একাডেমী তাহার প্রকাশনভার লওয়ায় তাহা এবার প্রথম সংস্করণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপে প্রকাশিত হইল। আমি এ জন্য বাঙলা একাডেমীর নিকট কৃতজ্ঞ। "নাসৌ মুনির্যসা মতং ন ভিন্নম্" ন্যায় অনুসারে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার যে মতানৈক্য আছে, তাহা আমি ইহাতে প্রকাশ করিয়াছি। সুধীগণ মতদ্বৈধের বিচার করিবেন। আমি এই আলোচনায় অনুভব করিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার এখনও বহু ক্ষেত্র আছে; আমি তাহা আমার পুস্তকে উল্লেখ করি ছি। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক ব্যতীত বিশেষরূপে আমি আমার প্রাক্তন অধ্যাপক যুল্ ব্লক এবং আর পিশেল-এর পুস্তকদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

বাঙ্লা একাডেমী — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
১৪ই আশ্বিন ১৩৭২, ৩০/৯/১৯৬৫

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

পূর্ব সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ দূর করিয়া এবং পরিশিষ্টে 'হিন্দ-আর্য মূলভাষা বা আদিম প্রাকৃত' প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়া এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। আমি অসুস্থ থাকায় পরিকল্পিত কার্য ব্যাহত হইতে ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনবোধে আমার স্নেহাস্পদ পুত্র সফিয়্যুল্লাহ্ আমার পক্ষে সব রকম দায়িত্ব ও যত্ন লইয়া ইহার প্রকাশনার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাকে তজ্জন্য দোয়া করি। বন্ধুবর ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক্ ছাপা হইবার পর ভ্রান্তিপূর্ণ অশুদ্ধিগুলির জন্য একটি শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন।

'পিয়ারা হাউস' — গ্রন্থকার
৭৯, বেগমবাজার, ঢাকা-১
২৩ কার্তিক, ১৩৭৫। ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ-কথা

মহান আল্লাহ্ তায়ালার হাজার শোকর পঁচিশ বছর পর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের অভিমতানুসারে জ্ঞানতাপসের জীবিতকালে প্রকাশিত ১৯৬৮ সালের সংস্করণটি পুনর্মুদ্রণ করা হ'ল। উক্ত সংস্করণের পরিশিষ্টে প্রয়াত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কৃত একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণটি শুদ্ধিপত্রানুসারে সংশোধন কার্য্য সমাধা করে ছাপা হয়েছে।

'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানুরাগীদের তাগিদে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মাওলা ব্রাদার্সের পরিচালক জনাব আহমেদ মাহমুদুল হকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে।

ঢাকা
১৩ জুলাই ১৯৯৮

মুহম্মদ তকীয়ূল্লাহ্
জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	
বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১১ — ২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	
হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত ক্রমিকধারা	২৪ — ২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত সংস্কৃত এবং বাংলা—গৌড়ী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা—মাগধী গৌর অপভ্রংশ—নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক	২৭ — ৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের প্রাচ্য শাখা	৩৮ — ৪০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর	৪১ — ৪৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য প্রভাব	৪৯ — ৫৮
বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব ১। ধ্বনিতত্ত্ব ২। রূপতত্ত্ব ৩। পদক্রম ৪। শব্দকোষ ৫। উপসংহার	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
বৈদেশিক প্রভাব	৫৯ — ৬১
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
বাঙ্গালার উপভাষা সমূহ পাশ্চাত্য উপভাষা—প্রাচ্য উপভাষা	৬২ — ৬৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব	৬৫ — ৬৮
নবম পরিচ্ছেদ	
আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি	৬৯ — ৭০
দশম পরিচ্ছেদ	
স্বরাঘাত	৭১ — ৭৩
একাদশ পরিচ্ছেদ	
প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন উদ্বৃত্ত স্বর—উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ— উদ্বৃত্ত স্বর মিলিত হইয়া সন্ধিস্বর— স্বতোনাসিক্যীভবন—সাধারণ অনুনাসিক	৭৪ — ৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন — ৮৮

আদি ও অনাদি স্থানে—

অনাদি স্থানে—যুক্তাক্ষরের বিবর্তন

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কারক-বিভক্তির ইতিহাস ৮৯ — ৯৯

কর্তৃকারক—কর্মকারক—করণ কারক—

সম্প্রদান—অপাদান—সম্বন্ধ—অধিকরণ

বহুবচনের কারক ৯৯ — ১১৫

কর্তৃকারক—কর্মকারক এবং সম্বন্ধ পদ—সর্বনাম—

উত্তম পুরুষ—মধ্যম পুরুষ—প্রথম পুরুষ—

সংখ্যাবাচক শব্দ—ভগ্নাংশ সংখ্যা—

পূরণবাচক শব্দ—

ক্রিয়াপদ— ১১৬ — ১৩৫

ধাতুরূপের গণ বর্তমানকাল নির্দেশভাব—

বর্তমানকালের আদেশভাব—

সামান্য অতীত, নিত্য প্রবৃত্ত অতীত ও

ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূল—

আধুনিক বাঙ্গালার ক্রিয়াবিভক্তি—

উড়িয়া ক্রিয়াবিভক্তি—আসামী ক্রিয়াবিভক্তি—

বাঙ্গলা ক্রিয়াবিভক্তির উৎপত্তি

কয়েকটি বাঙ্গলা ক্রিয়াপদ

হ ধাতু—আছ্ ধাতু—বট্ ধাতু—

রহ্ ধাতু—যা ধাতু—লে ধাতু—

দে ধাতু—আস্ ধাতু

কর্মবাচ্য ১৩৫ — ১৩৬

প্রযোজক ক্রিয়া ১৩৭

অসমাপিকা ক্রিয়া ১৩৭ — ১৩৮

যুগ্ম ক্রিয়া ১৩৮ — ১৩৯

বাঙ্গলা কৃৎ প্রত্যয় ১৩৯ — ১৪১

ভাববাচ্যে—কর্তৃবাচ্য-কর্মবাচ্যে—

করণবাচ্যে—অধিকরণবাচ্যে

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় ১৪১ — ১৪৭

বিশেষ্য ও সর্বনামের সহিত

স্ত্রী প্রত্যয় ১৪৮ — ১৪৯

লিঙ্গ প্রকরণ ১৪৯ — ১৫০

শব্দাবলী ১৫০ — ১৫১

বাক্য রীতি ১৫১ — ১৫২

পরিশিষ্ট

হিন্দ-আর্য মূলভাষা বা আদিম প্রাকৃত ১৫৫ — ১৬০

বাঙ্গালা ভাষার কুলজী ১৬১

গ্রন্থপঞ্জী ১৬৩ — ১৬৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা। কেবল বিভাগপূর্ব বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে প্রচলিত। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ, রাঁচি. হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম ও মানভূমে বাঙ্গালা দেশভাষা। আসামের কাছাড় ও ধুবড়ী জেলার ভাষা বাঙ্গালা। বর্মার আরাকানের ভাষাও বাঙ্গালা। ভাষাভাষীর সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা।

ভাষার জীবন্ত রূপ তাহার কথ্য ভাষায়। স্থানভেদে বাঙ্গালার কথ্যরূপ নানাবিধ। "একজন লোকের দুইটা ছেলে ছিল" ইহা সাধু ভাষা। এই বাক্যটী নানা স্থানের কথ্য ভাষায় যে রূপ লইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে—

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান	—	অ্যাক জন লোকের দুটি ছেলে ছিলো।
মেদিনীপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম)	—	এক লোক্কার দুটা পো থাইল।
মালদা	—	য়্যাক ঝোন্ ম্যান্শের দুটা ব্যাটা আছ্লো।
মানভুম	—	এক লোকের দুটা বেটা ছিলো।
রাঁচি (সরাকী)	—	এক লোকের দু বেটা রাহে।
সিংহভুম (ধলভুম)	—	এক লোকের দুটা ছা ছিল।
খুলনা, যশোহর	—	অ্যাক জন মান্শির দুটো ছাওয়াল ছিলো।
বগুড়া	—	য়্যাক ঝনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল।
রঙ্গপুর	—	এক জর্ন মান্শের দুইক্না ব্যাটা আছিন্।
ঢাকা	—	এক জন মান্শের দুইডা পোলা আছিল।
ময়মনসিংহ	—	য়্যাক জনের দুই পুৎ আছিল্।
সিলহেট	—	এক মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল্।
কাছাড়	—	এক জন মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল।
মণিপুর (মায়াং)	—	মুনি আগোর পূতো দূগো আসিল্।
চট্টগ্রাম	—	এগুয়া মানশের দুয়া পুয়া আছিল্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম (চাকমা)	—	এক জন তুন দিবা পোয়া এল্।
নোয়াখালি	—	এক জনের দুই হুত আছিল।

এই কথ্য ভাষাগুলিতে আমরা দেখিতে পাই যে উচ্চারণ, শব্দ ও ব্যাকরণের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধুভাষা মধ্য-বঙ্গের কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের ভাষা হইলে আমরা "ছেলে" স্থানে "ছাইল্যা" শব্দ দেখিতাম। উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের ভাষা হইলে "ছিল" স্থানে "আছিল" হইত। ছ, ড়, ঢ়, ঘ, ধ, ভ প্রভৃতি উচ্চারণ, "আমাকে," "আমাদের" ইত্যাদি শব্দরূপ এবং "আমি করিব" "সে করিবে" ইত্যাদি ধাতুরূপ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বর্তমান সাধুভাষা উত্তর বা পূর্ব-বঙ্গের কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "আমারে," "করিবেক," ইত্যাদি রূপ পদ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় চালাইয়াছিলেন। কিন্তু "আমারে" পূর্ব-বঙ্গের এবং "করিবেক" বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের কথ্যরূপ, মধ্য-বঙ্গের নহে ; এইজন্য এইরূপ পদও বর্তমানে সাধুভাষা হইতে বর্জিত হইয়াছে।

সাধু বাঙ্গালা কেন মধ্য-বঙ্গের কথ্যভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল, তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ আছে। মধ্যযুগের লেখকগণ যথা—চণ্ডীদাস, শাহ মুহম্মদ সগীর, কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের প্রভাবে তৎকালীন সাধু ভাষায় পশ্চিম-বঙ্গের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়া যায়। তারপর জন্মিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার জন্মস্থান মধ্য-বঙ্গের নদিয়া। তিনি নিজের কথ্য ভাষার গৌরব করিতেন। অন্য স্থানের কথ্য ভাষা তাঁহার নিকট হাসি-ঠাট্টার বস্তু ছিল।

"সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে ॥
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালের কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

এই নদের চাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল। তাঁহার অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত লেখা হইল। অসংখ্য পদাবলী রচিত হইল। এই সমস্তই মধ্য-বঙ্গের ভাষায়। এখন নদিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন্দ্র। চৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই নদিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥"
(চৈতন্য ভাগবত)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। তারপর কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী হয়। সেখানে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০ খ্রীঃ অঃ)। তারপর তদানীন্তন পশ্চিম-বঙ্গের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শক্তিশালী মনীষী লেখকগণের প্রভাবে আমরা আমাদের বর্তমান সাধুভাষার রীতি পাইয়াছি। কলিকাতা রাজধানীর প্রভাবে ঐ অঞ্চলের কথ্যভাষাও সমস্ত বাঙ্গালীর সাধারণ কথাবার্তা ও নাটকের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল কেহ কেহ সাধারণ সাহিত্যেও এই কথ্যভাষা প্রয়োগ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম আশীর্বাণী এই কথ্যভাষারই শিরে বর্ষিত হইয়াছে।

ইহা খুবই সত্য যে নানা প্রাকৃতিক দ্রব্যের ন্যায় ভাষা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে চলিতেছে। এইজন্য আমরা নিজেদের জীবৎকালে ভাষার পরিবর্তন বুঝিতে পারি না। লিখিত ভাষায় অনেক সময় কথ্যভাষার পরিবর্তন অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব প্রচলিত ভাষার রূপ রক্ষা করা হয়। তবুও ভাষার পরিবর্তন লেখায় ধরা পড়ে। আমরা এখন সাধুভাষায় চেয়ে (রামের চেয়ে), এস, জেলে, জ'লো প্রভৃতি এমন শব্দ ও ব্যাকরণের রূপ ব্যবহার করি, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কথ্যভাষা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। সাধুভাষার রীতি অনুসারে ইহাদের রূপ "চাহিয়া", "আইস", "জালিয়া", "জলুয়া" হওয়া উচিত ছিল।

বাঙ্গালা ভাষাকে কাল অনুসারে চারি যুগে স্থাপিত করা হইয়াছে।—

নব্যযুগ (১৮০০ খ্রীঃ অঃ হইতে)
মধ্যযুগ (১৩৫০—১৮০০ খ্রীঃ অঃ)
সন্ধিযুগ (১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ অঃ)
প্রাচীনযুগ (৬৫০—১২০০ খ্রীঃ অঃ)

১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োগ ধর্তব্য নহে। এই জন্য ১৮০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে নব্যযুগ গণনা করা হয়। এই নব্যযুগের বর্তমান কাল ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কেননা প্রায় এই সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য আধুনিক রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইয়াছে। বর্তমানকালে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজি দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভাষায় অনেক ইংরেজি শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। সম্প্রতি ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইলেও ইংরেজি প্রভাবের অবসান হইতে বিলম্ব আছে। বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচলিত কতকগুলি ইংরেজি শব্দ এই—অফিস, ইঞ্চি, উল, কোট, কোম্পানী, গিনি, গিল্টি, গেলাস, চেয়ার, জেল, টিকিট, টিন, ট্রাম, ডাক্তার, ডিসমিশ, থিয়েটার, নোট, পুলিশ, পেনসিল, ফেল, বল, বিল, বেঞ্চি, ব্রাকেট, ব্লটিং, ভিজিট, মেম, রেল, লাইন, লাট, লণ্ঠন, সিনেমা, স্কুল, ষ্টীমার, হন্দর, হাসপাতাল ইত্যাদি।

নব্যযুগের পূর্ব যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়। ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী ১২০১ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ বা নদিয়া সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধিকারে আসিতে আরও শত বৎসর লাগে। ১৩৫২ খ্রীঃ অব্দে শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হন। ইহার পূর্বে ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত সন্ধি যুগ। সুতরাং ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ হইতে মধ্যযুগের আরম্ভ গণ্য করা যাইতে পারে। এই সময় সমস্ত বাঙ্গালা দেশে মুসলিম অধিকার কাল। এইজন্য মধ্যযুগকে মুসলিম যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে বাঙ্গালী এক বৈদেশিক সংস্কৃতিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইল। এই নূতন সংস্কৃতির বাহন ছিল পারসী। এইজন্য পারসী ভাষা হইতে অনেক শব্দ বাঙ্গালায় ঢুকিয়া গেল। আর এই পারসীর মধ্য দিয়া কতক আরবী শব্দও পারসী উচ্চারণে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিল। কিছু তুর্কি শব্দও প্রবেশ করিল। কেবল শব্দে নয়, বাঙ্গালা ব্যাকরণেও -খোর, -দার, -দান প্রভৃতি প্রত্যয়ে পারসী প্রভাব লক্ষিত হয়। মধ্যযুগের আদিকবি চণ্ডীদাস পর্যন্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে[১] কতকগুলি আরবী, পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা, কামাণ (ধনু), খরমুজা, বাকী, মজুর, মজুরিআ, লেম্বু (নেবু), আফার (প্রচুর)।

মধ্যযুগের একজন যুগপ্রবর্তক পুরুষ ছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহার পূর্বে গৌড়ের সুলতান ও রাজপুরুষগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। এইজন্য মধ্যযুগকে দুইটী কালে বিভক্ত করা যায়। গৌড়ীয় বা স্বাধীন পাঠান কাল (১৩৫০—১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দ)। ২। চৈতন্যপর বা মুগল কাল (১৫৭৫—১৮০০ খ্রীঃ অব্দ)।

গৌড়ীয় কালে বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সমকালে শাহ্ মুহম্মদ সগীর ইউসুফ জুলেখা কাব্য রচনা করেন। এই কালে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের অনুবাদ করেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অবলম্বন

---

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদক প্রদত্ত আধুনিক নাম। সুপরিচিত বলিয়া আমরা এই নাম গ্রহণ করিয়াছি। এই পুঁথির সহিত প্রাপ্ত বিষ্ণুপুর রাজ গ্রন্থাগারের একখণ্ড কাগজে ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (সন্দর্ভ) লিখিত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণয়ন করেন। তিনি গৌড়ের সুলতান কর্তৃক গুণরাজ খান উপাধি পান। যশোরাজ খান বজ্রবুলিতে সর্বপ্রথম পদ রচনা করেন। কাণা হরিদত্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই এবং বিজয়গুপ্ত মনসার মাহাত্ম্যসূচক পালা রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সর্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ করেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। শ্রীকর নন্দীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র পরমেশ্বর। খুব সম্ভবতঃ এই গৌড়ীয় কালে চণ্ডীমঙ্গলের আদি লেখক মাণিক দত্ত এবং রসুলবিজয়ের কবি যয়নুদ্দী বিদ্যমান ছিলেন।

চৈতন্যপর কালের বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য ও পদাবলী সঙ্গীতে। অবশ্য পদাবলী গৌড়ীয় কালেও ছিল, কিন্তু তাহার উপচয় ঘটে এই কালে। সহস্রাধিক কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে শতাধিক মুসলমানও ছিলেন।

চৈতন্যপর কালে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ইহার ফলে বাঙ্গালা শব্দাবলীতে বহু বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করে। গৌড়ের সুলতান হুসয়ন শাহের রাজত্ব কালে পর্তুগীজেরা প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসে (১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে)। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে, সৈনিকবৃত্তির জন্য কিংবা ধর্মপ্রচারার্থ তাহারা বসবাস করিতে থাকে। এক সময়ে পর্তুগীজ ভাষা বর্তমানে ইংরেজির ন্যায় বাঙ্গালায় অনেকে বুঝিতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষায় শতাধিত পর্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করিয়া বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজ হইতে আগত কতকগুলি শব্দ এই— আতা, আনারস, ইস্পাত, কপি, কাবাব, কামরা, কেরানী, গরাদে, গামলা, গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তিজেল, তোলো, নিলাম, নোনা, পেঁপে, পেয়ারা, পেরেক, ফালতো, ফিতা, বরগা, বারান্দা, বালতি, বিস্তি, বেসালি, বেহালা, মিস্ত্রী, রেস্ত ইত্যাদি।

পর্তুগীজের পরে ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার এবং সর্বশেষে ফরাসী জাতি ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করে। ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি ডাচ ও ফরাসী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ডাচ ভাষার প্রায় সকল শব্দ তাসখেলা সম্বন্ধে ; যথা,—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ। তাহারা এই খেলা এদেশে জনপ্রিয় করে। ইংরেজ অধিকারে বহু ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে চৈতন্যপর কালে কোন ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে নাই। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমান সকলেই রাজভাষা রূপে পারসীর চর্চা করিতে থাকে। ইহার ফলে প্রায় ২৫০০ পারসী ও পারসী উচ্চারণে আরবী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। পারসীর সহিত কতকগুলি তুর্কি শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। পারসীর প্রভাবে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ স্থানচ্যুত হইয়াছে, যেমন মেলানি (বিদায়), রাতা (লাল), রঙ্ক (গরিব), মাঝা (কোমর), কাঁখতলি (বগল), শশারু (খরগোস), সয়চান (বাজপাখী), গোহারী (নালিশ), রাখী (জামিন), মুদ্রা (মোহর), বুহিত (জাহাজ), পসার (দোকান), জোখ (ওজন), কাণ্ড (তীর), কড়িয়ালি (লাগাম), ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈতন্যপর কালে বাঙ্গালা দেশে এক রাষ্ট্র পরিবর্তন ঘটে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পাঠান সম্রাট দাউদ শাহ্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক পরাজিত হন এবং মুগল রাজত্বের সূত্রপাত হয়। এই জন্য ইহাকে মুগল কালও বলা যায়। মুগল রাজত্বে পূর্বের ন্যায় পারসী রাজ ভাষা থাকিলেও দিল্লীর প্রভাবে হিন্দী-উর্দুতে মিশ্রণ বাঙ্গালা ভাষায় আরম্ভ হয়। ফলে সত্যপীরের পাঁচালিতে সত্যপীরের বচনে এবং ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যে হিন্দী-উর্দু শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত আত্মীয়তাবাচক শব্দগুলি (একমাত্র খালা শব্দ ভিন্ন) হিন্দী হইতে গৃহীত। যথা, ভাই, বোন ; ভাবী, চাচা, চাচী ; ফুপা, ফুফু ; মামা, মামী ; দাদা, দাদী ; নানা, নানী ; শালা, শালী ; শ্বশুর, শাশুড়ী ইত্যাদি।

মধ্যযুগের পূর্ববর্তী সন্ধি যুগ ১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ। এই যুগের কোন রচনা আমরা পাই নাই। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্গালা; আসামী ও উড়িয়ার ছন্দের সাদৃশ্যে মনে হয় সন্ধিযুগেও কাব্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সন্ধিযুগের পূর্বে প্রাচীন বা বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ ৬৫০—১২০০ খ্রীঃ অঃ। বৌদ্ধকাল ৬৫০—১১০০ খ্রীঃ অঃ এবং হিন্দুকাল ১১০০—১২০০ খ্রীঃ অঃ। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট সম্ভবতঃ সন্ধিযুগে বর্তমান ছিলেন।

আমরা হিন্দুকালের কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেনরাজগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যেতর ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার আদিম বাঙ্গালা পদ্ধতি রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই কালে বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যায় জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের চর্চা ছিল। সংস্কৃতির ঐক্যের কারণে এই তিন দেশে লোকসাহিত্য ও ছন্দের ঐক্য দেখা যায়। খনার বচন, ডাকের বচন এবং ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের আদি কাব্য এই কালে রচিত হইয়াছে। তাহার প্রভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দে লক্ষিত হয়।

আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। নাথ-গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধযুগে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই। আমরা বৌদ্ধযুগের একটি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। ইহার নাম আশ্চর্যচর্যাচয়।[২]

ইহাতে ২৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের ৫০টি চর্যাপদ বা ধর্মসঙ্গীত ছিল। বর্তমান খণ্ডিত পুস্তকে তিনটি (২৪, ২৫, ৪৮ নং) চর্যাপদের পাতা নাই। এই সমস্ত সিদ্ধাচার্যের মধ্যে লুইকে আশ্চর্যচর্যাচয়ের টীকায় "আদি সিদ্ধাচার্য" বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি আদি হইতে পারেন না। তাঁহার গুরু শবর পা। এই শবর পার দুইটি চর্যাপদ আশ্চর্যচর্যাচয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা শবর পার সময় স্থির করিতে পারি। তিনি কমলশীলের জন্য দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। কমলশীল

২. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামে এই পুস্তক "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামক গ্রন্থ সংগ্রহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত করেন (১৩২৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিব্বতরাজ খ্রি-স্রোঙ্-ল্দেউ-ব্চনের রাজত্ব সময়ে ৭৬২ খ্রীঃ অব্দে তিব্বতে গিয়াছিলেন। অতএব শবর পা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী হইবেন। একটি (৮ নং) চর্যাপদের রচয়িতা কম্বলাম্বর। তিনি ইন্দ্রভূতির দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইন্দ্রভূতি পদ্মসম্ভবের পালকপিতা। পদ্মসম্ভব তিব্বতের ধর্ম ইতিহাসে সুবিখ্যাত। কমলশীল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। পদ্মসম্ভবের জন্মকাল ৭২১/২২ খ্রীঃ অঃ। সুতরাং ইন্দ্রভূতির জন্ম ৭০০ খ্রীঃ অব্দের পরে হইতে পারে না। তাঁহার গুরু কম্বলাম্বর অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন।

আশ্চর্যচর্যাচয়ের টীকায় মীননাথের একটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকই (ধোকে) ন ভমরা ॥

অর্থাৎ—

কহেন গুরু পরমার্থের বাট
কর্মের রঙ্গ সমাধির পাট ॥
কমল বিকসিল কহিও না জোংড়াকে (শামুককে)।
কমল মধু পান করিতে ভুল করে না ভোমরা ॥

AMARBOI.COM

মীননাথের নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের লোক। তাঁহার রচিত পূর্বোক্ত কবিতাটিও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায়। ফরাসী পণ্ডিত Sylvain Levi-র মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গমন করেন। ইহাতে আমরা আমাদের বর্তমানে সাক্ষ্যপ্রমাণে ৬৫০ খ্রীঃ অব্দকে বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভকাল বলিয়া ধরিতে পারি। সপ্তম শতকের যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল, তাহার একটি বাহ্য প্রমাণ আছে। এই সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে "আগচ্ছ" এর প্রতিশব্দ "আইশ" (অইশ) লেখা হইয়াছে। এই "আইশ" শব্দ বাঙ্গালা। ইহাতে আরও কয়েকটি প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ আছে, যথা,—লই (লইয়া), ফেড় (দূর কর), পর্হণ (পরা), বেশশ্ (বসা), মোট্ট (মোটা)। অষ্টম শতকের একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায়—আট (আটা), চোল (চাউল), মুগ, খট (খাট), মস (মাছ), হট (হাট), এহ (এই), মইশ (বইশ, উপবেশন কর), ভাতার (স্বামী) মোট্ট (মোটা)।

ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষায় জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। ভাষা নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষা-প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ের ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নূতন নামকরণ হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা বাঙ্গালা ভাষা বলিতেছি, তাহার ঠিক পূর্বে কি ভাষা ছিল, এখন এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার পূর্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃতপিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মানসোল্লাসে এই গৌড় অপভ্রংশের কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি ১১২১ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রের রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের আদেশে রচিত হয়। এখানে উদাহরণ স্বরূপে কাহ্নের দোহাকোষ হইতে একটি দোহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

আগমবেঅপুরাণেহি পংডিঅ মান বহন্তি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহিরিত ভুময়ন্তি ॥

অর্থাৎ—

আগম বেদ পুরাণে পণ্ডিত মান বহেন।
পাকা শ্রীফলে অলি সকল যেমন বাহিরেতে ঘোরে ॥

কেহ কেহ অপভ্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খ্রীঃ অব্দে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার আরম্ভ ৫০০ খ্রীঃ অব্দেরও পূর্বে। দণ্ডী (ষষ্ঠ শতাব্দী) তাঁহার কাব্যাদর্শে (১।৩২)) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সাহিত্যিক ভাষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে অপভ্রংশে রচিত কতকগুলি গীত দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই যে বলভীর রাজা গুহসেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের (৫৫৯—৬৯ খ্রীঃ) এক অনুশাসনে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন। "অপভ্রংশ" শব্দের ব্যবহার আমরা পতঞ্জলির (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) মহাভাষ্যে দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন গৌঃ পদের অপভ্রংশে গাবী, গোণী, গোতা, গোপতলিকা ইত্যাদি শব্দ হয়। এই গাবী হইতে বাঙ্গালা গাই, গাভী। গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্বপ্রথম মৈথিলী উৎপন্ন হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়। তৎপরে উড়িয়া, তৎপরে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে, গৌড় অপভ্রংশের রূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। যথা,—অম্হেহি রোট্টিআ খাইঅব্বী (আমি রুটি খাইব), রাহিআ কহিঁ গইল্লী (রাই কোথায় গেল), গচ্ছকের ফল গচ্ছহু মট্টিআএ পড়ই (গাছের ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়ে)।

গৌড় অপভ্রংশের পূর্ববর্তী ভাষা গৌড়ী প্রাকৃত। দণ্ডী এই প্রাকৃতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় ইহাতে র, স, স্থানে ল, শ, হইত না। ইহার উৎপত্তি অনুমান ২০০ খ্রীঃ অব্দে আমরা ধরিতে পারি। আমরা গৌড়ী প্রাকৃতের কোনও নিদর্শন পাই নাই। তবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ইহার পুনর্গঠন সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌড়ী প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত ছিল। অশোকের অনুশাসনে ইহার কোনও নিদর্শন নাই। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের র স্থানে ল দেখা যায়। এমন কি বগুড়ার মহাস্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপিতে র স্থানে ল আছে। কিন্তু এই প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃতে 'র' অপরিবর্তিত ছিল। গৌড়ী প্রাকৃতের ন্যায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতও এই প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃতের শাখা। এই প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃত হইতে প্রাচীন সিংহলী ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।[৩] ইহার উৎপত্তি আমরা ৫০০ পূর্ব খ্রীঃ অব্দে ধরিতে পারি। সম্ভবতঃ এই ভাষায় বুদ্ধ ও মহাবীর কথাবার্তা বলিতেন।

এই যুগে বাঙ্গালা দেশে পশ্চিম হইতে আগত আর্য জাতির সঙ্গে অনার্য কোল জাতির সংস্রব ঘটে। ফলে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী কোল জাতি আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি ক্রমশঃ গ্রহণ করে। অন্য পক্ষে তাহাদের দ্বারা আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতিও অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষার গোড়াপত্তন হয়। বিবাহ সম্বন্ধীয় আচারে গায়ে হলুদ, সধবার সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি আচার এবং ভূতপ্রেত, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্বাস সম্ভবতঃ এই কোল প্রভাবের ফল। কুড়ি, পণ ও গণ্ডা শব্দ এই কোল ভাষা হইতে গৃহীত। অজ্ঞ লোকে যে কুড়ি হিসাবে গণণা করে, তাহাও এই কোল প্রথা। আমাদের মাছ ভাত খাওয়া কোলদিগেরই রীতি। বাঙ্গালা ভাষায় চাউল, লড়াই, ঢাল, ডোঙ্গা, বড়শি, বোকা, কানা, মোটা, রাঁড় প্রভৃতি শব্দ কোল ভাষা হইতে আগত। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যে শব্দের সহিত অনুশব্দ ব্যবহার করি, যেমন গোলমাল, ধূমধাম, ছুরিটুরি, ইহাও কোল ভাষার রীতি।[৪]

প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃতের পূর্বে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত পাই। ইহা হইতে দারদিক ভাষা গোষ্ঠী ব্যতীত সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচীন প্রাকৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতের বাহিরের সিংহলী, মালদ্বীপী ও বেদিয়া ভাষা সমূহ পরিণামে ইহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা সংস্কৃতের সহিত ধ্বনিতত্ত্বে প্রায় এক হইলেও ব্যাকরণে, বাগ্‌ধারায় ও শব্দাবলীতে তাহা হইতে অনেকটা বিভিন্ন ছিল। সং. যুয়ং ঘোটকং (অশ্বং) পশ্যথ ; আদিম প্রাকৃত, *তুম্মে ঘোটকং *দৃক্ষথ। সং. সোহত্তি ; আদিম প্রাকৃত, স খাদতি। সং. রামস্য গৃহমস্তি ; আদিম প্রাকৃত, রামকার্যং ঘরং অচ্ছতি। সং. তীর্থ, জীর্ণ, পূর্ণ, ভদ্র, ক্ষুদ্র, পুরুষ, দত্ত, গণ্ড ; আদিম প্রাকৃত, *তৃথ *জৃণ*পৃণ*ভদ্র, * ক্ষুর্ত, *পুর্ষ, *দিন্ন, *গল্ল। সং. স চকার ; আদিম প্রাকৃত, তেন কৃতম্। সং. স্বসা, দুহিতা, শ্বা, অশ্ব, বৃক্ষ, নাসিকা. দোঃ বৃহৎ ; আদিম

---

৩. মদীয় The First Aryan Colonization of Ceylon, Indian Historical Quarterly, Vol, IX, P. 742.

৪. মদীয় Munda Afinities of Bengali, Proceedings of the Sixth All-India Oriental Conference, Patna, 1930.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকৃত, ভগিনী, *ধীতা, কুৰ্কুর, ঘোটক, রুক্ষ, নক্ষ, স্কন্ধ, বড্ড। সংস্কৃতের দ্বিবচন এবং ধাতুরূপে লঙ্ (অনদ্যতন অতীত, যথা,—অগচ্ছৎ), লিট্ (পরোক্ষ অতীত, যথা—জগাম), লুট্ (নিকট ভবিষ্যৎ, যথা—গন্তা), লৃঙ্ (সম্ভাব্য অতীত, যথা—অগমিষ্যৎ) রূপগুলি এই কথ্য ভাষায় ছিল না।

সংস্কৃত কেবল শিষ্ট বা ব্রাহ্মণগণের ব্যবহৃত কথ্য ভাষা ছিল। রামায়ণে আমরা দেখি ইল্বল অসুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥"৫৬
(অরণ্যকাণ্ড, একাদশ সর্গ)

"সেই নির্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিত।"

অশোক বনে সীতাকে দেখিয়া হনুমান্ ভাবিতেছেন—

"যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥১৮
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ ॥
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা।"১৯
(সুন্দরকাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ)

"যদি আমি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বাক্য বলি, তাহা হইলে আমাকে রাবণ মনে করিয়া সীতা ভীতা হইবেন। সুতরাং অর্থবান্ মানুষবাক্য বলা আবশ্যক। অন্যথায় আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হইব না।"

এই মানুষ বাক্যই প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত। ইহা বহুবিস্তৃত হওয়ায় অবশ্য ইহার প্রাদেশিক রূপভেদ ছিল। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে আর্যদের গম্ ধাতু স্থানে কম্বোজ দেশে শবতি, সুরাষ্ট্রে হম্মতি, প্রাচ্যমধ্যে রংহতি প্রচলিত ছিল। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রে "প্রাচাং" ও "উদীচাং" বলিয়া পূর্বদেশের ও উত্তর দেশের লৌকিক ভাষাভেদের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার যাস্কও কম্বোজ, প্রাচ্য ও উদীচ্যের ভাষা-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ৮০০ হইতে ৫০০ পূর্ব খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃতের যুগ নির্দেশ করিতে পারি। সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর (অনুমান ১০০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দ) অসংখ্য আর্য লোকক্ষয়ের পর শূদ্র প্রভাবে এই কথ্যভাষার প্রচলন হইয়াছিল। মূলে ইহা ব্রাত্যদের ভাষা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা (প্রা. ভা. আ.) বিদ্যমান ছিল। এই ভাষারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ আমরা বর্তমান বেদে দেখিতে পাই। যথা, প্রা. ভা. আ.—যূয়ম্ অশ্বং *স্পশ্যথ, বৈদিক ও সংস্কৃত—যূয়ম্ অশ্বং পশ্যথ। কথ্য—স করতি, সং—করোতি, প্রা. ভা. আ.—স কৃণোতি, বৈদিক স কৃণোতি (করোতি)। আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যযুগ ১২০০—৮০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভারতে আর্য আগমনের সময় ১৫০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ এবং বেদ সংগ্রহের সময় ১০০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ বলিয়া ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি ইহা গ্রহণীয় বিবেচনা করি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার পূর্বে আর্যকাল। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বেদের বিখ্যাত—

তৎ সবিতু র্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ

গায়ত্রী মন্ত্রকে নিম্নলিখিতরূপে আর্যযুগের ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন—

tat sawituz warainiam
bhargaz daiwasya dhimadhi
dhiyaz yaz nas pra kaudayat.

আর্য ভাষা হইতে তিনটি শাখা নির্গত হয়। একটি পাশ্চাত্য শাখা বা ঈরানিক, দ্বিতীয় মধ্যবর্তী শাখা বা দারদিক এবং তৃতীয় প্রাচ্য শাখা বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য। ঈরানিক শাখা হইতে আবেস্তিক, প্রাচীন পারসিক, পহ্লবী, আধুনিক পারসী, পোষ্তো প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। দারদিক শাখা হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ষিণা, বাশগালী, খোওয়ার প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই আর্য ভাষার কাল ২০০০—১২০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ গণনা করিতে পারা যায়।

আর্য ভাষার পূর্বে আমরা পাই শতম্ ভাষা। এই ভাষা হইতে (১) আর্যভাষা ভিন্ন আরও তিনটি শাখা ভাষা নির্গত হইয়াছে। (২) বাল্টো-স্লাবোনিক, (৩) আলবানী, (৪) আরমানী। পরে বাল্টো-স্লাবোনিক ভাষা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বাল্টিক ও স্লাবোনিক ভাষায় পরিণত হয়। বাল্টিক ভাষা হইতে প্রাচীন প্রুসীয়, লিথুয়ানীয় এবং লেট্ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। স্লাবোনিক ভাষা হইতে রুস, বুল্গার, পোল, চেখ, সার্ব, ক্রোয়াট প্রভৃতি ভাষা জন্মিয়াছে। এই শতম্ ভাষার যুগে মূলভাষার তালব্যবর্ণ স্থলে উষ্মবর্ণ হয়। "তুমি ঘোড়া দেখ" এই বাক্যটি শতম্ ভাষায় হইবে "য়ূস্ এশ্বোম্ স্পেশিএথে"। এই শতম্ ভাষার সময় অনুমান ২৫০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতম্ ভাষার পূর্বে আমরা মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ[৫] ভাষা পাই। এই ভাষা পরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কেন্তুম্[৬] ও শতম্ ভাষায় পরিণত হয়। কেন্তুম্ ভাষা হইতে কতকগুলি ভাষার সৃষ্টি হয়, যথা—গ্রীক্, ইতালো-কেল্‌টিক, টিউটোনিক, হিত্তী (Hittite) ও তুখারী (Tokharian)। ইতালো-কেল্‌টিক পরে ইতালিক ও কেল্‌টিক দুই ভাষায় পরিণত হয়। ইতালিক হইতে লাতিন প্রভৃতি ভাষা জন্মে। কথ্য লাতিন ভাষা হইতে বর্তমান ফরাসী, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, স্পেনিশ, রুমানিয়ান প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কেল্‌টিক ভাষা হইতে আইরিশ, ওয়েলশ প্রভৃতি ভাষা আসিয়াছে। টিউটোনিক ভাষা হইতে ইংরেজি, ডচ, ডেনিশ, জর্মান প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

হিত্তী ভাষা ১৫০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে এসিয়া মাইনরে বর্তমান ছিল। তুখারী ভাষা চীনীয় তুর্কিস্থানে ৮০০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিল। হিত্তী ও তুখারী ভাষা এক্ষণে বিলুপ্ত। যদিও এই দুইটিকে দুই পৃথক্ ভাষা রূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ হিত্তীগণ এসিয়া মাইনর হইতে আসিয়া চীনীয় তুর্কিস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তুখারী ভাষায় দুইটি ভেদ পাওয়া গিয়াছে। তুখারী ভাষার সহিত হিত্তী ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে যথা,—

AMARBOI.COM

হিত্তী	তুখারী খ	তুখারী ক	অর্থ
কেনু	কেনি	×	জানু
অকু	য়োক্	য়োক্	পান করা
কস্‌জ	কষ্‌ত	×	ক্ষুধা
পন্‌কুস্	পুক	×	সকল
কেসর্	শর্	ৎসর্	হস্ত
এসহর্	য়্‌সার্	য়্‌সার্	রক্ত
পহর্	পুবর্, পার্	পোর্	অগ্নি
বতর্	বর্	বে'র্	জল
য়	য়ম্,য়	য়	করা
বেস্	বে'স্	×	পরিধান করা
হ্বেস্	×	বষ্‌ত(গৃহ)	বাস করা
পপর্‌সজি	×	পপে'র্‌স	সে ছিটায়
হন্তেস্	য়েন্তে	বন্ত	বাতাস

অধ্যাপক হেন্‌রী সুঈটের মতে ১০,০০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে এই মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষা কথিত হইত। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ৩৫০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দ অনুমান করেন। ইহার নীড় কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা পূর্ব-

৫. ইউরোপ শব্দের উত্তর তদ্ধিত আয়ন প্রত্যয়ে য়ুরোপায়ণ।
৬. Centum লাতিন শব্দ, অর্থ শত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপ এবং মধ্য-এসিয়ার পশ্চিম, এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে কোনও স্থানে ছিল, তাহা একরূপ স্বীকৃত।

Brugmann প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিরাট পুস্তক লিখিয়াছেন। এই মূল ভাষায় য়ূস্ এক্বোম্ স্পেক্যিএথে "তুমি ঘোড়া দেখ" বাক্যের অনুবাদ হইবে।

বর্তমান কাল (১৮৬০ খ্রীঃ হইতে)	— তুমি ঘোড়া দ্যাখো।
নব্যযুগ (১৮০০ " ")	— তুমি ঘোড়া দেখ।
মধ্যযুগ (১৩৫০—১৮০০ খ্রীঃ)	— তুম্হি ঘোড়া দেখহ।
সন্ধিযুগ (১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ) } প্রাচীন যুগ (৬৫০—১২০০ ") }	— তুম্হে ঘোড়া দেখহ।
গৌড় অপভ্রংশ (৪৫০—৬৫০ খ্রীঃ)	— তুম্হে ঘোড়অ দেক্খহ।
গৌড়ী প্রাকৃত (২০০—৪৫০ খ্রীঃ)	— তুম্হে ঘোড়অং দেক্খহ।
প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃত (৫০০ পূঃ খ্রীঃ—২০০ খ্রীঃ) (এবং পালি)	— তুম্হে ঘোটকং দেক্খথ।
আদিম প্রাকৃত (৮০০—৫০০ পূঃ খ্রীঃ)	— তুম্মে ঘোটকং দৃক্ষথ।
[সংস্কৃত	— য়ুয়ং ঘোটকং (অশ্বং) পশ্যথ]
প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১২০০—৮০০ পূঃ খ্রীঃ)	— য়ুয়মশ্বং স্পশ্যথ।
[বৈদিক	— য়ুযমশ্বং পশ্যথ]
আর্য (২০০০—১২০০ পূঃ খ্রীঃ)	— য়ুস্ অশ্বম্ স্পশ্যথ।
শতম্ (২৫০০—২০০০ " ")	— য়ুস্ এশ্বোম্ স্পেশিএথে।
হিন্দ-য়ুরোপায়ণ (৩৫০০—২৫০০ পূঃ খ্রীঃ)	— য়ুস্ এক্বোম্ স্পেক্যিএথে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত ক্রমিক ধারা

ভাষা ও জাতি এক নয়। আমরা যখন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করি, তখন আমাদের এ কথাটি স্পষ্ট মনে রাখা দরকার যে, যে আদিম ভাষা হইতে ক্রমশঃ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা আসিয়াছে, সেই আদিম ভাষাভাষী জাতি ও বর্তমান বাঙ্গালী জাতি যে এক হইবে, তাহার কোনও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নাই। বরং নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কথা মানিতে গেলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক মূলভাষা বহু যুগের বহু স্থানের বহু লোকের মুখে মুখে ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে আমাদের বর্তমান বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

আজ হইতে ন্যূনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বে এক জাতি ইউরোপের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণ পূর্বাংশ ভূভাগে বাস করিত, এবং তাহারা মোটামুটি একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাষাকে হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষা (Indo-European Parent Speech) বলিব। এই মূল ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি বিভাগ (groups) ছিল। পণ্ডিতেরা একটিকে কেন্তুম্ (Centum) এবং অপরটিকে শতম্ (Satam) বিভাগ নাম দিয়াছেন। ইউরোপের হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আলবানী এবং বাল্টোস্লাবোনিক ভিন্ন অপর সকলগুলি ভাষা কেন্তুম্ বিভাগ হইতে উৎপন্ন। এশিয়া মহাদেশেও কেন্তুম্ বিভাগের দুইটি শাখা এক সময়ে বিদ্যমান ছিল। তাহার একটির নাম হিত্তী (Hitti) ভাষা। ইহা এশিয়া মাইনরে প্রায় দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বে প্রচলিত ছিল। অপরটি তুখারী (Tokharian) ভাষা। ইহা মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। প্রায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত এই ভাষা জীবিত ছিল। কেন্তুম্ বিভাগের সহিত আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু শতম্ বিভাগ হইতে যে আর্য শাখা উদ্ভূত হয় তাহার সহিতই বাঙ্গালার সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিয়াছে। আর্য শাখার স্বাবিভাগীয় শাখাগুলি এই, যথা ঃ—আলবানী, বাল্টোস্লাবোনিক (Boltoslavonic), আর্মানী। আর্য শাখার দুইটি প্রধান প্রশাখা স্বীকার করা হইয়াছে ঃ—একটি ঈরানী এবং অপরটি ভারতী। ঈরানী প্রশাখা হইতে আবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসী ভাষা, পহ্‌লবী বা মধ্য পারসী ভাষা, আধুনিক পারসী ভাষা, কুর্দ্দিস্তানী, বলোচী, আফগানী বা পোশ্‌তু, ওসেটিক, পামিরী প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতীয় আর্য প্রশাখা হইতে ক্রমশঃ বিবর্তন ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার বর্তমান রূপ আমরা পাইয়াছি। এই দুই প্রশাখার মধ্যবর্তী একটি প্রশাখাকে দারদী (Dardic) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাফিরী ভাষাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় আর্য ভাষাকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি ঃ—

(১) আদিম স্তর ঃ— প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan) এবং আদিম প্রাকৃত (১২০০—৫০০ পূঃ খ্রীঃ)।

(২) মধ্য স্তর ঃ— মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা (Middle Indo-Aryan)। ইহার তিনটি উপস্তর আছে।

(ক) প্রথম উপস্তর ঃ— অশোকের অনুশাসন লিপি, সাঁচি ও বার্হুতের প্রস্তর লিপি, খারবেল লিপি প্রভৃতির ভাষা। পালি ইহার একটি সাহিত্যিক রূপ। সংস্কৃত এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাহিত্যিক ভাষা ছিল। ইহা আদিম ও মধ্য স্তরের অন্তর্বর্তী। ৫০০ পূর্ব খ্রীঃ হইতে ১০০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই উপস্তর। আমরা ইহাকে প্রাচীন প্রাকৃত বলিতে পারি।

সন্ধি উপস্তর ঃ— (Transitional stage) ঃ—নাসিক গুহার লিপি। পল্লব লিপি, সাতবাহন লিপি প্রভৃতির ভাষা। ১০০ খ্রীঃ হইতে ২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত।

(খ) দ্বিতীয় উপস্তর ঃ— নাটকীয় প্রাকৃত ভাষা। ২০০ খ্রীঃ হইতে ৪৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত। আমরা ইহাকে মধ্য প্রাকৃত বলিতে পারি। পরে ইহা সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটকে ও জৈন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গ) তৃতীয় উপস্তর ঃ— অপভ্রংশ। ৪৫০ খ্রীঃ হইতে ৬৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত। নাটকীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ বস্তুতঃ সমকালীন। কিন্তু আদিতে অপভ্রংশ ব্রাহ্মণেতর অর্থাৎ বৌদ্ধ বা জৈন সমাজে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ সম্মতীয় মতের বৌদ্ধগণ সর্বপ্রথম অপভ্রংশ ব্যবহার করেন। পরে বাহ্মণ্য সমাজেও অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আধুনিক স্তর ঃ— আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির (New Indo-Aryan) প্রাচীনতম রূপ ৬৫০ খ্রীঃ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত। বাঙ্গালা ভাষা প্রাচীন রূপ (Old Bengali) পরিবর্তন করিয়া মধ্য বাঙ্গালায় (Middle Bengali) পরিণত হয়। এই মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার (Modern Bengali) উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ৬৫০ খ্রীঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। সন্ধিযুগ ১২০০ খ্রীঃ ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত। মধ্যযুগ ১৩৫০ খ্রীঃ হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। নব্যযুগ ১৮০০ খ্রীঃ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত। নব্যযুগকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। ১৮০০ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত পুরাতন কাল এবং ১৮৬০ খ্রীঃ হইতে এখন পর্যন্ত বর্তমান কাল।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত স্তরগুলির কালক্রম[৭] নিম্নলিখিতরূপে অনুমান করিয়াছেন—

(১) হিন্দ-য়ুরোপায়ণ, আনুমানিক ২৫০০ পূঃ খ্রীঃ ;
(২) হিন্দ-ঈরানী, আনুমানিক ১৮০০ পূঃ খ্রীঃ ;
(৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক উপভাষাসমূহ), আনুমানিক ১২০০ পূঃ খ্রীঃ ;
(৪) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচ্য শাখার বিবর্তন, আনুমানিক ৭০০ পূঃ খ্রীঃ ;
(৫) মগধের মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার আদি স্তর (প্রাচীন মাগধী), আনুমানিক ৩০০ পূঃ খ্রীঃ ;
(৬) মগধের পরিবর্তনশীল মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, খ্রীষ্টাব্দের প্রায় সমকালীন ;
(৭) মগধের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর ; আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ ;
(৮) মগধ এবং বাঙ্গালার অর্বাচীন মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা মাগধ অপভ্রংশ ; আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ ;
(৯) প্রাচীন বাঙ্গালা, আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ ;
(১০) আদি মধ্য বাঙ্গালা, আনুমানিক ১৪০০ খ্রীঃ ;
(১১) অর্বাচীন মধ্য বাঙ্গালা, আনুমানিক ১৬০০ খ্রীঃ ;
(১২) নব্য বাঙ্গালা বা আধুনিক বাঙ্গালা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর।

তিনি তাঁহার পরবর্তী Indo-Aryan and Hindi পুস্তকে হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষার সময় ৩৫০০—৩০০০ পূঃ খ্রীঃ অনুমান করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমি ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত কাল নির্ণয় স্বীকার করিতে পারি না।

হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাষাগুলির সম্পর্কের একটি তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

---

৭ O. D. B. L. *p. 1053.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা। স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে এই দুই মতের সমালোচনা করিব।

॥ সংস্কৃত এবং বাংলা ॥

প্রথমে আমরা বাঙ্গলা সংস্কৃতের দুহিতা কি না—এই মত পরীক্ষা করিব। জননী হইতে যেমন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা জন্মিয়াছে এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না, কারণ ভাষাপ্রবাহের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার পূর্বে অপভ্রংশ, তাহার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা। পতঞ্জলির কথিত শিষ্ট বা ব্রাহ্মণ্য সমাজে ইহার প্রচার থাকিলেও ব্রাত্য বা জনসাধারণের মধ্যে যে ইহার ব্যবহার ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত যুগ বলিয়া আমরা একটি পৃথক্ যুগ কল্পনা করিতে পারি না। প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ, যাহার সাহিত্যিক রূপ আমরা পালি ভাষায় দেখি। প্রাচীন প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ। এই কালের ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত জনসাধারণের কথ্য ভাষাকে আদিম প্রাকৃত বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত শব্দের দ্বারা ইহার উদাহরণ দিব। বাপ, মা, বোন, গরু, নাক, হাত, পা, গাছ, দেখে, শুনে—এই বাঙ্গালা শব্দগুলি সংস্কৃত পিতা, মাতা, ভগিনী, গো, নাসিকা, হস্ত, পদ, বৃক্ষ, পশ্যতি, শৃণোতি শব্দ হইতে সাক্ষাৎভাবে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাদের প্রাকৃতরূপ যথাক্রমে বপ্‌প, মাআ, বহিণী, গোরূঅ, নক্ক, হত্থ, পাঅ, গচ্ছ, দেখ্‌খই, সুণই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই প্রাকৃত শব্দগুলির বিকারে বা ক্রমশঃ পরিবর্তনে আমরা বাঙ্গালা শব্দগুলি পাইয়াছি। বাস্তবিক প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের মাধ্যমে আমরা তাহা পাইয়াছি। একটি সাধারণ বাঙ্গালা বাক্য হইতে আমরা দেখাইব যে সংস্কৃত হইতে কোন ক্রমেই সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গালা উৎপন্ন নহে।

বাঙ্গালা—'তুমি আছ' ; সংস্কৃতে যূয়ং স্থ ; কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) তুম্‌হে অচ্ছথ ; মধ্য প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে তুম্‌হে অচ্ছহ ; প্রাচীন বাংলায় তুম্‌হে আছহ ; মধ্য বাংলায় তোহ্মে বা তুহ্মি আছহ ; আধুনিক বাংলায় 'তুমি আছ'। ইহা হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত 'তুম্হে অচ্ছথ' পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে।

আমরা আদিম প্রাকৃত হইতে বাংলা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর দেখিলাম। সুতরাং 'তুমি আছ' কিছুতে সংস্কৃত 'যূয়ং স্থ' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা নহে, তবে দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া বটে। যদিও আদিম প্রাকৃত ও সংস্কৃত এক নহে, তথাপি আদিম প্রাকৃতের অনেক শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ দূরীকৃত করিয়াছে। অশ্ব প্রাঃ. ভাঃ. আঃ. ভাষা, কিন্তু ঘোটক আদিম প্রাকৃত। ইহা হইতেই বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্য বা দেশী ভাষায় ঘোড়া হইয়াছে।

॥ মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ॥

যাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের ভিতর দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদের মতের সমালোচনা করিব। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা ভাষা আসামী, উড়িয়া এবং বিহারী ভাষাগুলির সহোদরাস্থানীয়া এবং ইহাদের মূল একই। আমরাও ইহা স্বীকার করি। বাঙ্গালায় আমরা কেবল মাত্র 'শ' কারের উচ্চারণ দেখি (আস্তে, কাস্তে প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন), যদিও বানানে তিনটি শ, ষ, স দেখা যায়। আমাদের উচ্চারণে 'সে' 'আঁষ' (আমিষ শব্দ জাত), 'আঁশ' (অংশু শব্দ জাত) এই তিন স্থানেই আমরা তালব্য শ-কারের উচ্চারণ করি, যদিও তাহাদের মূলে যথাক্রমে দন্ত্য, মূর্ধন্য ও তালব্য বর্ণ আছে। এইরূপ "সবিশেষ" শব্দে তিনটি স, শ, ষ এর একই শ উচ্চারণ। মাগধী প্রাকৃতেরও এই লক্ষণ। মাগধী প্রাকৃতে কর্তায় 'এ' কার হয়। বাঙ্গালাতেও কোনও কোনও স্থলে কর্তায় 'এ' কার দেখা যায়। যেমন, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বাঙ্গালার 'মড়া' শব্দ মাগধী প্রাকৃতের 'মড়' হইতে আসিতে পারে। এইগুলি বাঙ্গালার (এবং তাহার সহোদরা ভাষাগুলির) পক্ষে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইবার প্রধান প্রমাণ মনে করা হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে আমাদের বক্তব্য পরে বলিতেছি।[৮]

মাগধী প্রাকৃতে যেমন তিনটি উষ্মবর্ণ স্থানে শ কার হয়, সেরূপ 'র' স্থানে 'ল' হয়। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র (৮।৪।২৮৮) "রসো র্লশৌ"। বাঙ্গালার সহোদরা স্থানীয়া কোনও ভাষাতেই এই শ-কার ও র স্থানে ল-কার দুই পরিবর্তন এক সঙ্গে দেখা যায় না। বাঙ্গালাতে শ-কার থাকিলেও ল-কার (র স্থানে ল) নাই। যে অল্প কয়েকটি স্থানে 'র' স্থানে 'ল' দেখা যায়, সেগুলি মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতের মধ্য দিয়াও বাঙ্গালায় আসিতে পারে, যেমন, হলুদ (বা হলদি) প্রাঃ <হলদ্দী <প্রাঃ ভাঃ আঃ হরিদ্রা। সুতরাং কেবল মাত্র শ-কারত্ব দেখিয়া ধ্বনির দিক্

৮. মদীয় প্রবন্ধ *Magdhi Prakrit and Bengali Vide Indian Historical Quarterly*. Vol. I, No. 3 PP. 433–442.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলা চলে না। বাঙ্গালায় 'শ'-কারত্ব মূল প্রাচ্য কথ্য অপভ্রংশের সমকালীন নয়। সমকালীন হইলেও বাঙ্গালার সহোদরা ভাষাগুলিতেও শ-কারত্ব দেখা যাইত। কিন্তু উড়িয়া এবং বিহারীতে স-কার এবং আসামীতে হ-কার দৃষ্ট হয়। এমন কি বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তের ভাষায় এখনও দন্ত্য স উচ্চারণ প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার বাহিরে হিন্দী, নেপালী, গুজরাটী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষাতেও শ ষ স স্থানে কেবল স ধ্বনি আছে। শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেও এই স ধ্বনি ছিল। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসন লিপিতে এবং পালিতে এই স-কারের অস্তিত্ব প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতে স-ধ্বনি প্রমাণিত করে। আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অশোকের পূর্বদেশীয় অনুশাসনলিপিতে ল-কারত্ব আছে, কিন্তু শ-কারত্ব নাই। আমরা শ-কারত্ব ও ল-কারত্ব উভয়ই কেবল রামগড়ের সুতনকা লিপিতে দেখি। সুতরাং বাংলা ভাষার শ-কারত্ব অনেক পরবর্তী যুগের স্বতঃ উৎপন্ন, যেমন, পূর্ববঙ্গ ও আসামের উপভাষায় শ ষ স স্থানে হ-কার আরও পরবর্তী কালের ধ্বনি-পরিবর্তন।

কর্তৃকারকের 'এ' কার সম্বন্ধে আমরা বলিব যে ইহা মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ লক্ষণ নয়। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনে এবং অর্ধমাগধীতেও এই 'এ'কার দেখিতে পাওয়া যায়। ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলেন যে, প্রয়াগ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতে কর্তায় একার হয়।

AMARBOI.COM

গঙ্গা-সাগর মধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।
একারবহুলাং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ ॥[৯] (১৭/৫৮)।

সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় 'এ'কার আসামী ভাষায় নিয়মিতরূপে দেখা যায়। কিন্তু অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় বিভক্তি লোপ হয়। যেমন, আসামী ভাষায়—"রামে বোলে" কিন্তু "রাম হ'ল"। পূর্ব-বঙ্গের কোনও কোনও বাংলা উপভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এইরূপ স্থলে কর্তায় এ-কার করণকারকের একার (মূলে এঁকার) হইতে আসিয়াছে। 'রামে দেখিল' (সং রামেণ দৃষ্টম্) হইতে সাদৃশ্য দ্বারা রামে দেখে (সং রামঃ পশ্যতি) প্রয়োগ আসিয়াছে। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালের কর্মবাচ্য প্রয়োগ হইতে বর্তমান কালের কর্তৃবাচ্যে এ-কার আসিয়াছে। ইহার সহিত মাগধীর কর্তায় এ-কারের কোনও সম্পর্ক নাই। মড়া শব্দ মাগধী প্রাকৃত ভিন্ন অন্য প্রাচ্য প্রাকৃতে থাকা সম্ভব ছিল। সংস্কৃত কৃত, গত স্থানে মাগধীতে কড়, গড় হয়। কিন্তু বাংলায় তাহা হয় না। কেবল মাত্র কতকগুলি শব্দের প্রমাণে ভাষার উৎপত্তি স্থির করা বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ এক উপভাষা (dialect) হইতে অন্য উপভাষায় শব্দের ঋণ গ্রহণ সাধারণ ঘটনা।

৯. গঙ্গা ও সাগরের মধ্যে যে দেশ সকল প্রখ্যাত। তাহাতে একারবহুল ভাষা যে সে বিষয়ে জ্ঞানী অবশ্য প্রয়োগ করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাগধী প্রাকৃতের ধ্বনিতত্ত্বের আর একটি লক্ষণ সংস্কৃতের বর্গীয় জ স্থানে য় এবং অন্য প্রাকৃতের অনাদিভূত জ্জ স্থানে য়্য় হয়। যেমন সংস্কৃত জল, মাগধী য়ল ; সং কার্য, মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি কজ্জ, কিন্তু মাগধী 'কয়্য' ; সংস্কৃত 'অদ্য', মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে 'অজ্জ', কিন্তু মাগধী 'অয়্য'। বাঙ্গালায় আমরা 'জল', 'কাজ', 'আজ', এইরূপ দেখি ; ইহা মাগধী প্রাকৃত হইতে আসিতে পারে না। একমাত্র 'আই' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াই ইত্যাদি শব্দে) শব্দ মাগধী প্রাকৃত 'অয়্যিআ' <'আয়্যিগা' <সং আর্য্যিকা' হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাকে কৃতঋণ (borrowed) শব্দ বলিব। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় কৈল, কএল ; মৈল, মএল ; প্রাকৃতের যথাক্রমে কঅ <সং কৃত ; মঅ < সং মৃত ; গত <সং গত শব্দের সহিত স্বার্থে 'ইল' <প্রা ইল্ল যোগে হইয়াছে। এইগুলি মাগধী প্রাকৃতের 'কড়', 'মড়', 'গড়' হইতে আসে নাই। 'কৈল' ইত্যাদি শব্দগুলি এত সাধারণ যে এইগুলি ধার করা চলে না। অবশ্য 'মড়া' শব্দটি মাগধী হইতে কৃতঋণ (borrowed) শব্দ হইতে পারে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের একবচনে আমরা 'হউঁ' রূপ দেখিতে পাই। ইগা মাগধীর হকে, হগে <সৎ অহকম্ <অহম্ হইতে আসিতে পারে না। ইহা অশোকের প্রাচ্যলিপি হকং <অহকম্ <অহম্ হইতে আসিয়াছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধগানের ভাষাকে শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন। কিন্তু সর্বনাম শব্দের ও ক্রিয়া রূপের ঋণ অসম্ভব। যাহা বলা হইল ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে বাংলা তথা তাহার সহোদরা ভাষাগুলি মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। A.B. Keith প্রভৃতি মনীষিগণও এই মত পোষণ করেন।[১০]

AMARBOI.COM

॥ গৌড়ী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে কোন প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে বৈয়াকরণদিগের বর্ণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত এই মূল ভাষার ঐক্য পাওয়া যাইবে না। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুবিধার অনুরোধে আমরা ইহাকে গৌড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি। দণ্ডী (অনুমান খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে) তাঁহার কাব্যদর্শে গৌড়ী প্রাকৃতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। "শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যাচ তাদৃশী। যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্।" (৯। ৩৫) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সংক্ষেপে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ নিম্নলিখিতরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহাতে পৈশাচীর ন্যায় ণ ন স্থানে হইবে। শব্দের আদিতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব বর্গীয়রূপ ছিল। ৩। ইহাতে মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতের ন্যায় আদি য় স্থানে জ,

১০. "Traces of Magadhi in Bengali is extremely difficult to establish, with any cogency (M. Shahidullah. I.H.Q.I., 433ff)." A. B. Keith —*A History of Sanskrit Literature*. p. 35.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাদিভূত দ্য, র্জ, র্য্য, প্রভৃতি স্থলে জ্জ হইত। র বর্ণের প্রায় পরিবর্তন হইত না। সম্ভবতঃ ইহাতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ন্যায় (শ ষ সস্থানে) স ছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি বাংলা ভাষার সর্বত্র 'শ' কারত্ব অর্বাচীন কালের বাংলার নিজস্ব ধ্বনি বিবর্তন। যদি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষা পুনর্গঠিত হইতে পারে, তবে এই মূল 'গৌড়ী প্রাকৃত'ও পুনর্গঠিত হইতে পারে।

॥ গৌড় অপভ্রংশ ॥

গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ। প্রাকৃতে বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃতপিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

(১) এই গৌড় অপভ্রংশে সাধারণতঃ কর্তা ও কর্মে বিভক্তি লোপ হইত।
(২) নামযুক্ত বাক্যে (Nominal Sentence) কর্তায় ও বিধেয় বিশেষণে কখনও কখনও অকারান্ত শব্দে একার যোগ হইত।
(৩) সম্বন্ধ পদ বিশেষণের ন্যায় সম্বন্ধীয় বিশেষ্যের লিঙ্গভাগী হইতে।
(৪) সকর্মক ক্রিয়ার অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়া কর্মের লিঙ্গভাগী হইতে।
(৫) অকর্মক ক্রিয়ার অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়া কর্তার লিঙ্গ অনুসরণ করিত। করণে এঁ, সম্বন্ধে কের এবং ক, সম্প্রদানে ক, অপাদানে হু এবং অধিকরণে এ, ত্ত, হি বিভক্তি হইত। অতীতকালে ইল্ল এবং ভবিষ্যতে ইব্ব প্রত্যয় যুক্ত হইত। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা গৌড় অপভ্রংশের এই রূপ নির্ণয় করিতে পারি। এখানে উচ্চারণ দিতেছি ঃ—

(১) বুদ্ধ ঘোড়অ দেক্খই (বুদ্ধ ঘোড়া দেখে)।
(২) এহু গচ্ছে বড্ডে (এই গাছ বড়)।
(৩) রামকেরী বাড়ীত্ত বহুত্ত গচ্ছানি আচ্ছন্তি (রামের বাড়ীতে বহুত গাছ আছে)।
(৪) মইঁ তেন্তিলী খাইল্লী (আমি তেঁতুল খাইলাম)। মইঁ দিব্বি পিরিচ্ছা (আমি পৃচ্ছা দিব)।
(৫) বহিনী ঘরে গইল্লী (বোন ঘরে গেল্)।

এই গৌড় অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এই জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে এক সময়ে গৌড়ীয় ভাষা বলা হইত।

॥ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক ॥

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ নিম্নে প্রদত্ত (Table) পীঠিকা হইতে বোধগম্য হইবে। ইহা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী।[১১]

১১. O. D. B. L. Vol. I. PP 6.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা

↓

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা

↓

- **উদীচ্য**
  - ১। ইয়োরোপ ও আর্মেনিয়ান বেদিয়াগণের ভাষা (Gypsy)
  - ২। সিন্ধী
  - ৩। লাহন্দী
  - ৪। পূর্ব পাঞ্জাবী
  - ৫। পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)
- **প্রতীচ্য**
  - ১। সিংহলী
  - ২। মালদিবী
  - ৩। গুজরাতী
  - ৪। রাজস্থানী
- **মধ্যদেশীয়**
  - ১। হিন্দুস্থানী
  - ২। হিন্দী, উর্দু
  - ৩। ব্রজভাষা প্রভৃতি
- **প্রাচ্য**
  - ১। পূরবীয়া
  - ২। বিহারী (মৈথিলী, মাগহী, ভোজপুরী)
  - ৩। বাঙ্গালা
  - ৪। আসামী
  - ৫। উড়িয়া
- **দাক্ষিণাত্য**
  - ১। মারাঠী
  - ২। কোঙ্কনী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সম্বন্ধ নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

- প্রতীচ্য
  - ১। সিন্ধী
  - ২। লাহন্দী
  - ৩। কাশ্মিরী
- মধ্যদেশীয়
  - ১। পশ্চিমা হিন্দী
  - ২। পাঞ্জাবী
  - ৩। রাজস্থানী
  - ৪। গুজরাতী
  - ৫। পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)
- মধ্যবর্ত্তী
  - পূরবীয়া (আওধী ইত্যাদি)
- প্রাচ্য
  - ১। বাঙ্গালা
  - ২। আসামী
  - ৩। উড়িয়া
  - ৪। বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া)
- দাক্ষিণাত্য
  - ১। মারাঠী
  - ২। কোঙ্কনী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মনে করি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ঃ—

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

- প্রতীচ্য
  - ১। সিন্ধী
  - ২। লাহন্দী
  - ৩। পূর্ব পাঞ্জাবী
  - ৪। কাশ্মিরী
- মধ্যদেশীয়
  - ১। হিন্দুস্তানী (হিন্দী, উর্দু)
  - ২। রাজস্থানী
  - ৩। গুজরাতী
  - ৪। পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)
  - ৫। বজ্রভাষা (খড়ী বোলী)
- মধ্যবর্তী
  - ১। আওধী
  - ২। বাঘেলী
  - ৩। ছত্তিসগঢ়ী
  - ৪। নাগপুরিয়া
- প্রাচ্য
  - ১। বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া)
  - ২। ওড্র-বঙ্গ-কামরূপী
    - উড়িয়া
    - বঙ্গ-কামরূপী
      - বাঙ্গালা
      - আসামী
- দাক্ষিণাত্য
  - ১। মারাঠী
  - ২। কোঙ্কনী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহলী ও বেদিয়া মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন সিংহলী হইতে আধুনিক সিংহলী ও মালদ্বীপী উৎপন্ন হইয়াছে।

স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিকে অন্তর্বর্তী (inner) ও বহির্বর্তী (outer) এই দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করিয়া প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য গোষ্ঠীকে বহির্বর্তী বিভাগে এবং মধ্য দেশীয় ভাষাগুলিকে অন্তর্বর্তী বিভাগে স্থাপিত করিয়াছেন। মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি এই দুই শাখার মধ্যস্থল। কিন্তু ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রীয়ারসনের এই প্রকার অন্তর্বর্তী ও বহির্বর্তী বিভাগ যুক্তি সহকারে নিপুণতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন।[১২]

দারদী (Dardic) ভাষাগুলি ব্যতীত সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার উৎপত্তি একটি সাধারণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা হইতে হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহাকে আদিম প্রাকৃত নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রাচীন সাধারণ কথ্য ভাষা যে ভারতের সর্বত্র সম্পূর্ণ একাকারে ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। নিশ্চয়ই তাহার প্রাদেশিক রূপ ছিল। হয়ত একই প্রদেশে আর্য ও ব্রাত্যভেদে বা আর্য ও অনার্যভেদে সামাজিক উপভাষা (dialect) ভেদ ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে সিন্ধী হইতে পূর্বে আসামী ভাষা পর্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মিরী হইতে দক্ষিণে মারাঠী কিংবা সিংহলী ও মালদ্বীপ ভাষা পর্যন্ত এমন কি ভারতের বহির্দেশে বেদিয়া (Gypsy) ভাষা পর্যন্ত সমস্ত ভাষার মূল এক সাধারণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা (আদিম প্রাকৃত)। ইউরোপের রোমান্স ভাষা বলিয়া অভিহিত ফরাসী, প্রভেঁসাল, ইতালীয়ান, স্পেনিশ, কাতালোনীয়ান, পর্তুগীজ, লাদীন এবং রুমানিয়ান ভাষাগুলি যেমন সাহিত্যিক লাটিন হইতে উদ্ভূত না হইয়া লাটিনের একটি কথ্য ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বৈদিক যুগের পরবর্তী এক আদিম কথ্যভাষা হইতে নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র আছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই প্রাচীন সাধারণ ভাষার লক্ষণ ও শব্দকোষ নির্ণয় করিতে পারি।[১৩]

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদিয়াদের (Gypsies) ভাষাগুলিকে উদীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়াছেন ; কিন্তু ডক্টর আর. এল. টার্নার ইহাদিগকে মধ্যবর্তী শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।[১৪] তবে তিনি ইহা স্বীকার

---

১২. O. D. B. L. Vol, PP. 30–32, PP. 150–160.

১৩. এই সম্বন্ধে মদীয় প্রবন্ধ *The Indo-Aryan Parent Speech* (Indian Linguistics, Turner Jubilee Vol. II. PP. 112–117, 1959) এবং ইহার অনুবাদ হিন্দ-আর্যমূল ভাষা বা আদিম প্রাকৃত (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৭) পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত। পরপৃষ্ঠার পীঠিকা দ্রষ্টব্য।

১৪. *Vide Indian Historical Quarterly,* Vol. IX. PP. 742–50.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াছেন যে, ইহারা উদীচ্য গোষ্ঠীর ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ডক্টর টার্নার আরও মনে করেন যে, এই ভাষাগুলি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় সিংহলী এবং মালদ্বীপী ভাষাকে প্রতীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, সিংহলী ভাষা প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।[১৫]

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ী ভাষাগুলিতে উদীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন ইহাদিগকে মধ্যদেশীয় শাখায় স্থান দিয়াছেন। আমরা এই মতই গ্রহণ করি। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় পূরবীয়া অর্থাৎ আওধী, বাঘেলী ও ছত্তিসগঢ়ী ভাষা সকলকে পশ্চিমা হিন্দীর দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী ভাষাগোষ্ঠীতে (Intermediate Group) স্থান দিয়াছেন। আমরা ইহাই সঙ্গত মনে করি।

AMARBOI.COM

---

১৫. Vide *Journal of the Gypsy Lore Society*, Vol. V. No. 36. III Series.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

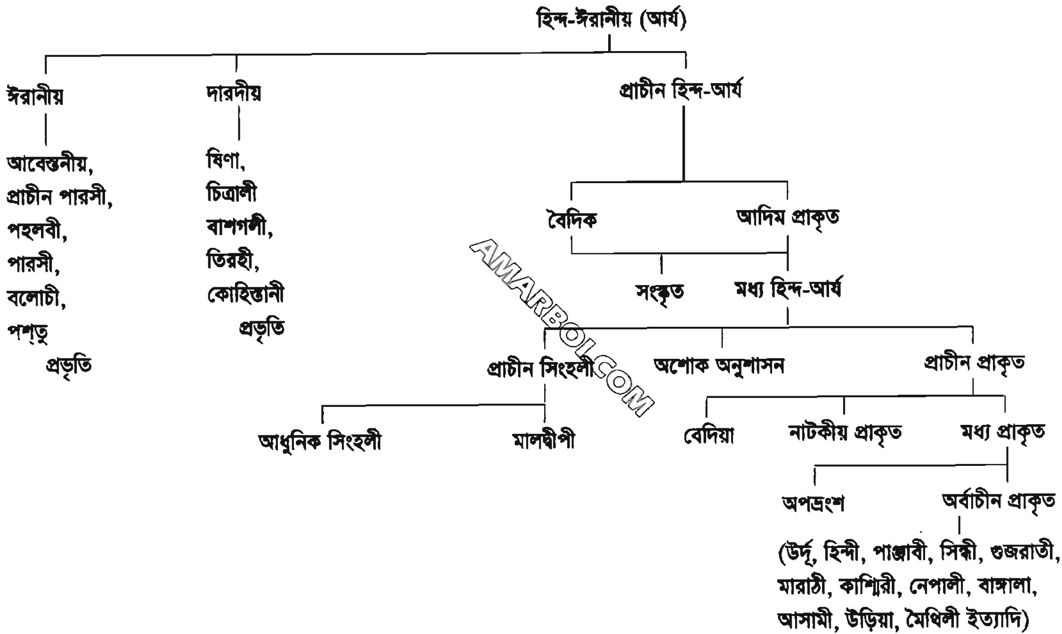

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের প্রাচ্য শাখা

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরিয়া ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহাদিগকে আধুনিক মাগধী ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ইহাদিগকে নিম্নলিখিতরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।[১৬]

(১) পূর্ব-মাগধী—বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া।
(২) মধ্য-মাগধী—মৈথিলী, মগহী। } বিহারী।
(৩) পশ্চিম-মাগধী—ভোজপুরিয়া (নাগপুরিয়া সহ)।

এই প্রাচ্য ভাষাগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে। এই সাধারণ লক্ষণগুলি এই গোষ্ঠীকে অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

১। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)	'অ' কারের উচ্চারণ সংবৃত (অর্থাৎ 'not' এর 'o' এর ন্যায়), কিন্তু বিহারীতে হিন্দী ইত্যাদির ন্যায় বিবৃত 'অ' (অর্থাৎ 'but' এর 'u' এর ন্যায়)।
২। রূপতত্ত্ব (Morphology)	কর্তৃকারকে বিভক্তি লোপ বা 'এ' কারবিভক্তি ; করণে 'এ' বা 'এঁ' ; সম্বন্ধে 'ক' এবং 'র' ; অধিকরণে 'এ' ; অতীত কালে 'ল' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ামূল এবং ভবিষ্যৎ কালে 'ব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ামূল।
৩। পদক্রম (Syntax)	সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ন্যায় কর্মের সহিত ক্রিয়াপদের লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের অন্বয় হয় না। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ স্থলে কর্ম বাচ্যের প্রয়োগ ছিল। যথা—'তোহর অন্তরে মই ঘালিলি হাড়েরি মালি' (বৌদ্ধগান)। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূলের সহিত পুরুষ ও বচনভেদে বিভক্তি যোগ হয়। এই বিভক্তিগুলি বিভিন্ন ভাষায় এক না হইলেও বিভক্তি যোগের প্রয়োগটি সাধারণ। অবশ্য ইহাদের মূল প্রাচ্যভাষায় কোন পুরুষ বা বচনবাচক বিভক্তি ছিল না। এইরূপ স্থলে সকর্মক ক্রিয়ার সহিত কর্মের অন্বয় হইত এবং অকর্মক ক্রিয়ার সহিত কর্তার অন্বয় হইত। যেমন সংস্কৃতে—ময়া ইদং কর্ম কৃতম্, ময়া ইয়ং ক্রিয়া কৃতা ; হিন্দী-উর্দুতে—মৈঁনে ভাত খায়া, মৈঁনে রোটি খায়ী। সংস্কৃতে—ভ্রাতা গতঃ, মাতা গতা, ভ্রাতারো গতাঃ ; হিন্দী-উর্দুতে—ভাঈ গয়া ; মাঈ গয়ী, ভাইয়োঁ গয়ে।

১৬. Vide O. D. B. L. Vol. I, PP 91-96

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। শব্দকোষ (Vocabulary) কতকগুলি শব্দ হিন্দী ইত্যাদি হইতে পৃথক্ এবং এই গোষ্ঠীর জন্য সাধারণ। যেমন, বাং. চোখ, কিন্তু হিন্দি আঁখ ; বাং. মাথা, কিন্তু হিন্দি সির, সর ; বাং. চুল কিন্তু হি. বাল ইত্যাদি। ইহা গবেষণার বিষয়। এ পর্যন্ত কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

মধ্যবর্তী ভাষাগোষ্ঠীতে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূলে 'ব' দেখা যায় এবং দাক্ষিণাত্যের ভাষায় যথা মারাঠীতে অতীত কালের ক্রিয়ামূলে 'ল' দেখা যায়। কিন্তু প্রাচ্য ভাষাগোষ্ঠী ভিন্ন অন্যত্র ভবিষ্যৎ কালে 'ব' ও অতীতকালের 'ল' একত্রে দেখা যায় না। মারাঠীতে 'ল' আছে, 'ব' নাই ; পূরবীয়া ভাষায় 'ব' আছে 'ল' নাই।

॥ প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের তুলনা ॥

পূর্ব মাগধী ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ — সম্বন্ধের 'র' বিভক্তি ; অতীতকালের ক্রিয়ামূলে 'ইল' বিভক্তি ; ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূলে 'ইব' বিভক্তি। অধিকরণে 'তে' ('ত') কেবল বাংলা ও আসামীতে দৃষ্ট হয়।)

উড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব — বহুবচনে 'মানে' প্রত্যয়, যথা পুরুষমানে, আম্ভে মানে (আমরা)। অপাদানের 'রু' বিভক্তি, যথা, ঘররু (ঘর হইতে) সম্বন্ধের বহুবচনে 'ঙ্ক', 'ঙ্কর' বিভক্তি, যথা পুরুষঙ্ক, পুরুষঙ্কর। অধিকরণে 'রে' বিভক্তি, যথা ঘররে (ঘরে)। 'আছ' ধাতুর অর্থে 'অট' ধাতু এবং 'ছিল' স্থানে 'থিল'।

আসামীর বিশেষ লক্ষণ — বহুবচনে 'বিলাক', 'বোর', 'হোঁৎ' বিভক্তি। অপাদানে 'পরা' কারক অব্যয়, ঘরর পরা (ঘর হইতে)।

বাংলার বিশেষ লক্ষণ — বহুবচনে 'রা' 'এরা' 'গুলি' 'গুলা' বিভক্তি ; কর্মে বহুবচনে—'দিগকে' বিভক্তি ; সম্বন্ধের বহুবচনে 'দিগের', 'দের' বিভক্তি। অপাদান কারকে 'হইতে' 'থেকে' কারক-অব্যয় (Post-position)।

আধুনিক উড়িয়া, আসামী ও বাংলায় যত পার্থক্য দেখা যায়, প্রাচীন কালে সেইরূপ ছিল না।

মধ্য মাগধী ভাষার সাধারণ লক্ষণ — কর্তা ও কর্মের সম্মান ভেদে ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন। ক্রিয়াপদে মূল 'ন্ত' স্থানে 'থ', যেমন মূল চলন্তি > চলথি (বাং—চলেন) ; মূল চলন্ত > চলথু (বাং—চলুন)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম মাগধী ভাষার লক্ষণ

'অ' কারের বিবৃত উচ্চারণ (ইং 'but' এবং 'u' এর ন্যায়)। বর্তমান কালের প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদে 'অস্‌ বিভক্তি ; যেমন—দেখস্‌ (সে দেখে) ; দেখলস্‌ (দেখিল) ; দেখতাস্‌ (সে দেখিত)। বর্তমান কালে নির্দেশ ভাবে এবং ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের সহিত 'ল' স্বার্থে প্রত্যয়, যেমন—দেখলোঁ (আমি দেখি) ; দেখেলো (সে দেখে)। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষে 'ব' এর পরিবর্তে 'হ' প্রত্যয়, যেমন—'দেখল' স্থানে 'দেখহ'। ক্রিযার সহিত 'খে' প্রত্যয়, যেমন,—'নাহিখে' কিংবা 'নেইখে' (নাহিক)। হো ধাতুর সহিত যেগে 'হোখে' (হয়)।

মধ্য মাগধী ও পশ্চিম মাগধীর অর্থাৎ বিহারীভাষার সাধারণ লক্ষণ

মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরিয়া সাধারণতঃ বিহারী নামে অভিহিত হয়। বর্তমান কালে 'থ' ধাতু, যেমন, 'থিক', 'থক', (আছ অর্থে)। (বাংলায় সে থাক, সে থাকুক দুই প্রয়োগই দেখা যায়। 'থাক' প্রাচীন 'থাউক' পদ হইতে উৎপন্ন)। সম্বন্ধে 'কের' বিভক্তি যেমন রামকের (প্রাচীন বাংলায় এইরূপ)। বিশেষণসূচক সর্বনামে 'হেন' প্রত্যয় ; যেমন 'যেহেন' তেহেন।' (প্রাচীন বাঙ্গালায় এইরূপ, আধুনিক বাঙ্গালায় যেমন, তেমন) অধিকরণে 'মেঁ' বিভক্তি (ঘরমেঁ), অপাদানে 'সে' বিভক্তি (ঘরসে)। এই মেঁ, সে বিভক্তি দুইটি হিন্দী ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়। 'শ' স্থানে 'স' উচ্চারণ। 'ল' কার স্থানে 'র', যেমন 'মূলা'> 'মূরা', 'হল'> 'হর', 'কলা'> 'কেরা'। শব্দের স্বার্থে বিভিন্ন রূপ, যথা—'ঘোর', 'ঘোরা', 'ঘোরোয়া', 'ঘোরৌয়া' (বাং-ঘোড়া)। সর্বনামে সম্বন্ধে 'কর' বিভক্তি, যথা—'কেকর'। অতীত কালের ক্রিয়ামূলে 'অল' প্রত্যয়, যথা—চলল (বাং. চলিল)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূলে 'অব' প্রত্যয়, যথা—চলব (বাং. চলিব)। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে (Verbal Noun) 'অল', 'অব' প্রত্যয়, যেমন—'চলল', 'চলব' (বাং চলা)।[১৭]

১৭. O. D. B. L. p. 96

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর

অপভ্রংশ অবস্থা হইতে পরিবর্তিত হইয়া ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালায় পরিণত হয়। এই প্রাচীন বাঙ্গালার সময় নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'ছয় শত হইতে হাজার' খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপভ্রংশ যুগ, তৎপরে বাঙ্গালা ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার উৎপত্তি। সাহিত্যের ভাষারূপে অপভ্রংশ হাজার খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎপরে প্রচলিত থাকিলেও পরবর্তী স্তরে কথ্যভাষা (নব্য ভারতীয় আর্যভাষা) ইহার বহু পূর্বেই উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আশ্চর্যচর্যাচয়ের (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের) পদগুলি যে বাঙ্গালা ভাষার আদিম রচনা, তাহা সর্ববাদিসম্মত। চর্যাপদের অতিরিক্ত বাঙ্গালাদেশে রাজগণের তাম্রশাসনে ভূমির সীমা নির্দেশে এবং বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের অমরকোষের টীকায় (টীকাসর্বস্ব) প্রাচীন বাঙ্গালার কতকগুলি শব্দ রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের অতিরিক্ত দুইটি সংস্কৃত চৈনিক অভিধানে (ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর) কয়েকটি দেশী শব্দ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যে বাঙ্গালা তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্চর্যচর্যাচয়ের টীকায় মীননাথের পরদর্শন হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই ঃ

AMARBOI.COM

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকে ণ ভোমরা ॥"

(চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, ৩৮ পৃঃ)

এই শ্লোকে আমরা ষষ্ঠী বিভক্তির 'এর', 'কু' 'ও' 'ক' পাইতেছি। অতীতকালে 'ইল' ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটিকে আমরা অনায়াসে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিতে পারি। মীননাথের নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় লইয়া মতভেদ আছে ; কিন্তু এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভীর মত সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয়। তাঁহার মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীঃ নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে যান।[১৮] এই মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তথা হইতে কামরূপে এবং পরে নেপালে যান। কেহ কেহ তাঁহাকে কামরূপের লোক

১৮. *Le Nepal*, Vol. I, p 347.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ও কামরূপের ভাষা অভিন্ন ছিল। অবশ্য তাহাতে সামান্য আঞ্চলিক ভাষাভেদ ছিল। ইহাকে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা এই শ্লোকটিকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে পারি। ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে গিয়া পড়ে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় অপভ্রংশের উৎপত্তি ৬০০ খ্রীঃ ধরিয়াছেন। অধ্যাপক যুল ব্লক অপভ্রংশকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী মনে করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বলভীর রাজা গুহসেন খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এই তিনটি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ সাহিত্যিক অপভ্রংশের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কথ্যরূপে অপভ্রংশ নিশ্চয়ই ইহার পূর্বে ছিল। পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তাঁহার মহাভাষ্যে অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন—"একৈকস্য শব্দস্য বহবোহপভ্রংশাঃ তদ্‌যথা গৌরিত্যস্য গাবী গোতা গোপতলিকেত্যাদয়োহপভ্রংশ।" (এই গাবী শব্দ হইতে বাঙ্গালা গাই, গাভী উৎপন্ন)। চর্যাপদের লেখক কাহ্নপাদ ও সরহ অপভ্রংশ ভাষায় দোঁহা রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সমকালেও সাহিত্যের ভাষারূপে অপভ্রংশের ব্যবহার ছিল। আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার সময় ৬৫০ খ্রীঃ অঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত গণ্য করিতে পারি।

১২০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিতে প্রায় ১০০ বৎসর লাগে। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে আরও প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়া যায়। এই ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক শূন্য স্থান। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা মধ্যযুগের প্রথম কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুস্তকখানির কবির অব্যবহিত পরবর্তী কালে যে প্রতিলিপি হয়, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকৃর্তন' নামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ।' এই পুস্তকের ভাষা অনেকাংশে রচয়িতার ভাষা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আশ্চর্যচর্যাচয়ের ভাষা যদি প্রাচীন বাঙ্গালার শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষার আদিম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু এই দুই ভাষার মধ্যে একটি ব্যবধান রহিয়াছে। চর্যাপদসমূহের ছন্দের রীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের রীতি এক নয়। তবে চর্যাপদের ছন্দের ক্রমবিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত গ্রন্থের প্রধান প্রধান ছন্দ উড়িয়া ও আসামী ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্বর্তী সময়ে এই বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। ভাষার দিক্ হইতেও আমরা আশ্চর্যচর্যাচয়ের ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে এক ব্যবধান দেখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপতত্ত্ব (morphology) ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং কিয়ৎ পরিমাণ নূতন রূপের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীন যুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের ভাষা হইলে এই নূতন রূপগুলি তাহাতে দৃষ্ট হইত না। আমরা ১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ অঃ সন্ধিযুগ গণণা করিতে পারি। সম্ভবতঃ এই সময়ে বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আসামী ভাষার ছন্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সময়ের কোনও সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। ডাক ও খনার বচন এই সময়ের বা তাহাদের পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। সম্ভবতঃ মঙ্গলকাব্যগুলির আদিরূপ এই সময়ে গঠিত হয়।

১৩৫০–১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত আমরা বাঙ্গালা ভাষার মধ্যযুগ গণ্য করিতে পারি। এই মধ্যযুগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। ১৩৫০ হইতে ১৫৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত গৌড়ীয় যুগ বা স্বাধীন পাঠান যুগ ঃ প্রথম ভাগে বাঙ্গালা ভাষা গৌড়ের পাঠান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কিন্তু পরসী প্রভাব অতি অল্প পরিমাণে ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। এই ভাগের শেষে চৈতন্য প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু এই সময় বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রভাব পড়ে নাই।

২। ১৫৭৫—১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত চৈতন্য পরযুগ ঃ এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সময় পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী শব্দ কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। ইহার শেষ সময়ে পারসী এবং উর্দু-হিন্দীর প্রভাবে তথাকথিত মুসলমানী বাঙ্গালার প্রচলন হয় এবং দোভাষী পুথি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়।

আমরা ১৮০০ খ্রীঃ হইতে বাঙ্গালা ভাষার নব্য যুগের সূত্রপাত গণ্য করিতে পারি। এই সময় ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০ খ্রীঃ) এই কালের পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্য রীতির প্রবর্তন হয়। ১৮০০ খ্রীঃ এর পূর্বে পর্তুগীজ পাদ্রীরা বাঙ্গালায় রোমান অক্ষরে গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের রচনার ধারা পরবর্তী কালে কোনই প্রভাব রক্ষা করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের সময় হইতেই বাঙ্গালা গদ্য রচনার যে ধারা সৃষ্টি হয়, তাহাই নানা পরিবর্তনের ও সংস্করণের মধ্য দিয়া এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮০০ খ্রীঃ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত আমরা এই নব্যযুগের আদিকাল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য ও পদ্য রচনার একটি পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা গদ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অক্ষয়কুমার দত্তে এবং পদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাই নানান সংস্কারের মধ্য দিয়া বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন হইয়াছে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই ত্রিতয় আধুনিক বাঙ্গালার যুগ প্রবর্তক। এই সময়ে মীর মোশার্রফ হোসেন মুসলমান সমাজে সাধু বাঙ্গালা জনপ্রিয় করেন। এই জন্য আমরা ১৮৬০ খ্রীঃ হইতে নব্যযুগের বর্তমান কালের গণনা আরম্ভ করি। নব্যযুগের ইংরাজী প্রভাব এবং ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙ্গালা ভাষায় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে যখন ইংরাজী ভাষা পারসীর পরিবর্তে রাজভাষার স্থান অধিকার করে, তখন হইতে মুসলিম প্রভাবের অবসান হইয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্রগতি বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষিত হইতে থাকে। আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। ইহা পাশ্চাত্য ভাবধারারই এক বাঙ্গালা রূপ মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্য নিজের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে ; কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য দরবারে সে আপন স্থান গ্রহণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের রাজদরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। স্বাধীন পাক-ভারতে পশ্চিম ও পূর্ব বাঙ্গালায় ভাষা ও সাহিত্যের কি রূপ হইবে, তাহা কেবল ভবিতব্যই নির্ধারণ করিতে পারে।

প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমরা এক্ষণে ধারাবাহিকরূপে এই ভাষা পরিবর্তনের কথা বলিব।

AmarBoi.com

প্রাচীন যুগ—৬৫০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত ঃ

ইহার মধ্যে ১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ সন্ধিযুগ। এই প্রাচীন যুগে অপভ্রংশ যুগ পার হইয়া ভারতীয় আর্য ভাষাকে আমরা নব্য ভারতীয় রূপে দেখি। কাজেই অপভ্রংশের চিহ্ন তখনও ভাষায় বিদ্যমান ছিল কারণ কারকের 'এঁ', অপাদানের 'হু', অধিকরণের 'হি' এই সকল বিভক্তি অপভ্রংশের সহিত অভিন্ন। অপভ্রংশ প্রভাবে কর্তৃকারকে কদাচিৎ 'উ'কার বিভক্তি লক্ষিত হয়। বর্তমান কালের নির্দ্দেশক ভাবে (Indicative mood) উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'হুঁ' বিভক্তি এবং আদেশভাবে মধ্যমপুরুষের বহুবচনে 'হুঁ' বিভক্তি অপভ্রংশ হইতে আগত। উত্তম পুরুষে 'হুঁ' বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই ; কিন্তু ইহা মধ্যযুগের রচনায় দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 'হোঁ' বিভক্তি এই 'হুঁ' বিভক্তি হইতে আগত ; যথা, প্রণমহোঁ—আমরা প্রণাম করি।

প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্মবাচ্য বুঝাইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপ তত্ভব আকারে দৃষ্ট হয়। যথা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা দৃশ্যতে > পালি দিস্সতি > প্রাঃ. দীসই > প্রাং. বাং. দীসই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা *কার্যতে (সং. ক্রিয়তে) > প্রাং. করীঅই, > অপভ্রংশ করিঅই > প্রাং. বাং. করিঅই। এতদ্‌ভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশ্র ক্রিয়া দ্বারা কর্মবাচ্য বুঝাইবার রীতিও দেখা যায় ; যেমন—ধরণ জাই, লেপন জাই, উঠি গেল ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ভবিষ্যৎকালে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার 'স্য' বিভক্তিযুক্ত রূপের তদ্ভব আকার ছিল ; যথা প্রা. ভা. আ. ভা. করিষ্যসি > প্রাং. করিঅসি > প্রাং. বাং. করিহই ; প্রা. ভা. আ. ভা. করিষ্যতি > প্রা. করিহিই > প্রাং. বাং. প্রাকৃতের 'ইঅ', 'ইআ' বিভক্তির রূপ প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত ছিল। অতীতকালের 'ইঅ', 'ইল' প্রত্যয়ান্তে ক্রিয়ামূল অপেক্ষা এই সকল অর্থাৎ—'ইউ', 'ইঅ', 'ইআ' বিভক্তি অধিক প্রচলিত ছিল। 'ইল' প্রত্যয় সাধারণতঃ প্রা. ভা. আ. ভাষার 'ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত যুক্ত হইত। যথা সং. সুপ্ত > প্রাং. সুত > প্রাং. বাং. সুত + ইল = সুতিল (পরবর্তী শুইল)। এইরূপ সং. কৃত > কঅ + ইল, কৈল (পরবর্তী করিল) ; মৃত > মঅ + ইল = মৈল (পরবর্তী রূপ মরিল)। কখনও কখনও বর্তমান কালের ধাতুমূলক (base) সহিতও 'ইল' ব্যবহৃত হইত ; যথা—দেখ + ইল = দেখিল (প্রাচীন দীঠা > সং দৃষ্ট) ; শুন + ইল = শুনিল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সন্ধিস্বর (Diphthong) ছিল না। ইহা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার অনুরূপ। যথা চলই (তিন অক্ষর Syllable যুক্ত) <সং. চলতি। প্রত্যেক শব্দ স্বরান্ত ছিল। বর্তমান উড়িয়া ভাষায় এইরূপ বর্তমান আছে। ইহাও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার অনুরূপ। খুব সম্ভব প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বরাঘাত (accent) প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই ; যথা প্রাচীন বাঙ্গালা উষ্ণা (সং. উচ্চ), দীঠা (সং. দৃষ্ট)। এইরূপ স্থলে অন্ত্য স্বরাঘাতের কারণে অন্ত্য 'আকার' আসিয়াছে। এইরূপ হিন্দী উর্দুতে ছোটা, বড়া, উঁচা ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় শব্দগুলি স্বরান্ত হইয়াছে।

পদক্রম (Syntax) আমরা সম্বন্ধ পদকে সম্বন্ধীয় পদের পূর্বে ব্যবহৃত হইতে দেখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্বন্ধ পদগুলি হিন্দী ইত্যাদি ভাষার বিশেষণের ন্যায় সম্বন্ধীয় পদের লিঙ্গের অনুসরণ করিত, যথা—বৌদ্ধগানে, হাড়েরি মালি, তোহরি কুড়িয়া, কাহেরি নাবে ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ন্যায় ব্যাকরণগত লিঙ্গ (Grammatical Gender) কিছু পরিমাণে প্রাচীন বাঙ্গালায় অবশিষ্ট ছিল, যথা—ভলি দাহ, নিশি আন্ধারি। কোনও কোনও স্থলে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ন্যায় বিশেষণ বিশেষ্যের কারক বিভক্তি প্রযুক্ত হইত, যথা—খরে সোন্তে—খর স্রোতে। অতীত কালে 'ইল'-যুক্ত অকর্মক ক্রিয়া বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। এই জন্য ১ম পুরুষে কর্তায় স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়ার স্ত্রীপ্রত্যয় হইত, যেমন—লাগেলি আগি, লাগেলি ডালি, বঙ্গালী ভৈলী। (এইরূপ স্ত্রী প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়।) 'ইল' যুক্ত সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ন্যায় ক্রিয়াতেও স্ত্রী প্রত্যয় হইত। ইহা প্রা. ভা. আ. ভা. কর্মবাচ্যের রূপ স্বরূপে ব্যাকরণসঙ্গত ছিল। যেমন—সবরো রাতি পোহাইলি, সবরো সেজি ছাইলি, যথাক্রমে সং. শবরেণ রাত্রিঃ প্রভাতিতা, শবরেণ শয্যা ছাদিতা। নিষেধার্থে 'না' ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হইত; যথা—ধরণ ন জাই। কোনও কোনও স্থলে 'না' ক্রিয়ার পরেই ব্যবহৃত হইত, যথা—উহ লাগে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার শব্দকোষের অধিকাংশ তদ্ভব ছিল তবে সাহিত্যে কিছু পরিমাণ তৎসম শব্দেরও প্রচলন ছিল, যেমন—পারগামী, অজরামর, তথাগত ইত্যাদি। অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত কিছু শব্দ ছিল, যথা—ডোম্বী, ডমরু, ঠাকুর ইত্যাদি।

প্রাচীন বাঙ্গালার ছন্দ অপভ্রংশের ন্যায় মাত্রানুযায়ী ছিল। ইহাতে 'এ'কার 'ও'কার হ্রস্ব বা দীর্ঘ গণ্য করা হইত। অধিকন্তু প্রা. ভা. আ. ভাষার 'আ'কার, 'ঈ'কার ও 'উ'কার কখন কখন, হ্রস্ব বা একমাত্রা ধরা হইত। সাধারণতঃ ষোল মাত্রাযুক্ত পাদাকুলক ছন্দ ব্যবহৃত হইত।

মধ্য বাঙ্গালা যুগ মধ্য বাঙ্গালা যুগের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালা যুগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে একটি সন্ধিযুগ ছিল, যাহার কোনও নিদর্শন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্বে মধ্যযুগের ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এখানে প্রথম ভাগের ভাষা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ধ্বনিতত্ত্বে প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় প্রত্যেক শব্দের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হইত। বর্তমানে উড়িয়াতে এইরূপ হয়। এই সময়ে সন্ধিস্বরের আরম্ভ হয় ; কিন্তু সন্ধিস্বর সর্বত্র বিস্তৃত হয় নাই। কাহ্নাঞি বড়ায়ি, গোসাঞি ইত্যাদি বানান দেখিয়া মনে হয়, তখন পর্যন্ত এই সকল শব্দের অন্তে সন্ধিস্বর উচ্চারিত হইত না। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙ্গালার প্রচলিত উদ্বৃত্ত স্বরের বিভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত ছিল। সরুঅ, গরুঅ, (আধুনিক বাং. সরু, গরু,) ইত্যাদি শব্দে 'অ' উদ্বৃত্ত স্বর পৃথক্ রক্ষিত হইয়াছে। (ব্যঞ্জন লোপ হইলেও যে স্বর রক্ষিত হয়, তাহাই উদ্বৃত্ত স্বর)। 'মাউসী', 'বইসে' প্রভৃতি শব্দে উদ্বৃত্ত স্বর পূর্ব স্বরের সহিত সন্ধিস্বর সৃষ্টি করিয়াছে। পিসি (প্রা. বাং. পিউসী), বসিল, পশিল, (প্রাঃ. বাং. বইসিল, পইসিল) প্রভৃতি শব্দে উদ্বৃত্ত স্বর লোপ পাইয়াছে। এই যুগে পদমধ্যে পূর্ব স্বরের সহিত উদ্বৃত্ত স্বরের যোগে সাধারণতঃ সন্ধিজনিত স্বর হয় নাই (আধুনিক যুগে যেমন 'আইল' হইতে 'এল হইয়াছে)। পদমধ্যে উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ তখনও ব্যাপকভাবে হয় নাই। এইজন্য আমরা হউসি, হসি (আধুনিক হসি) ; কৌড়ী, কড়ি ; আইসু, আসু ; পইসু, পসু ; উভয় রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাই। পদমধ্যবর্তী 'ঢ়' মহাপ্রাণতা (Aspiration) লোপ করে নাই, যথা—পঢ়ে, বুঢ়া, বাঢ়ে, দাঢ়ী ইত্যাদি রূপ বানান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়। আধুনিক যুগে 'ঢ়' স্থানে 'ড়' হইয়াছে। মধ্য বাঙ্গালা পঢ়ে, বাঢ়ে, বুঢ়া আধুনিক বাঙ্গালায় পড়ে, বাড়ে, বুড়া। পদমধ্যবর্তী 'হ' কার তখনও লুপ্ত হয় নাই, যেমন—মহাকাল (আধুনিক মাকাল), চাহে, নাহি ইত্যাদি। কিন্তু পদান্তস্থিত 'হ' লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য বারহ—বার, তেরহ—তের, ষোলহ—ষোল, জিআঅ (প্রা. বা. জিআহ) প্রভৃতি বানান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়। এই জন্য চরণের মিলে (Rhyme) রহে, নহে ; রাহী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহ্নাঞিঁ, এইরূপ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 'র'য়ের এবং 'ল'য়ের উচ্চারণে বিশেষ ব্যবধান ছিল না (তুং র-লয়োর্ভেদঃ)। এই জন্য বহু স্থানে শ্লোকের চরণে 'র'য়ের 'ল'য়ের মিল (Rhyme) দেখা যায়, যথা—"নীল জলদসম কুন্তল ভারা। বেকত বিজুরী শোভে চম্পক মালা ॥" (পৃ ৬৮) "আহ্মা না চিহ্নসি তুই মুগধী গোআলী। শঙ্খ চক্র, আহ্মি গদা সারঙ্গ ধরি ॥" (পৃ ২৫) আমরা 'প্রবাল' শব্দ হইতে উৎপন্ন পোঁআর ও পোআল দুই রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাই।

রূপতত্ত্ব (Morphology) রূপতত্ত্বে আমরা কয়েকটি প্রাচীন বাঙ্গালার বিভক্তি এই যুগে লক্ষ্য করিতে পারি। 'অ'-কারান্ত শব্দে কর্মকারকে 'এ' কার ; 'অ' কারান্ত বিধেয় বিশেষণে 'এ' কার ; করণ কারকে 'অ'কারান্ত, 'ই' কারান্ত, 'উ' কারান্ত শব্দের শেষে 'এঁ', 'এ' বিভক্তি হয়, যথা—'স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতর' (আধুনিক বাঙ্গালায় তে বিভক্তি)। ক্রিয়া পদের উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য ছিল, যথা—একবচনে 'করোঁ', বহুবচনে 'করিএ', 'করি' ইত্যাদি। অনুজ্ঞার প্রথম পুরুষের একবচনে স্বার্থে 'ক' বিভক্তি বৈকল্পিক ছিল, যথা—করু, করুক। বহুবচনের বিভক্তি 'রা' তখনও ব্যাপক হয় নাই। (কেবল আহ্মারা, তোহ্মরা ছিল)। 'দিগের', 'দিগকে' বিভক্তি অজ্ঞাত ছিল। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষের একবচনের 'হে' বিভক্তি অল্প প্রচলিত ছিল, যেমন—চলিহে (= চলিবে)। অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষের একটি বিশেষ রূপ ছিল, যেমন—'চলিউ', 'জাইউ'। ইহা প্রাচীন বাংলার *চলিঅউ, * জাইঅউ হইতে উৎপন্ন।

পদক্রম (Syntax) প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় এই সময়ে অকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে কর্তায় স্ত্রীলিঙ্গ হইলে স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা—রাহী গেলী, বড়ায়ি চলিলী ইত্যাদি। নিষেধসূচক 'না' অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসিত। যথা—না আইসে (= আসে না)। আসামী ও চট্টগ্রামের উপভাষায় এখনও এইরূপ প্রয়োগ আছে।

শব্দাবলী (Vocabulary) পূর্বে বলা হইয়াছে মধ্যযুগে নানা বৈদেশিক প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িতে থাকে। তাহার ফলে বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। এই বৈদেশিক শব্দগুলির অনেকগুলি খাঁটি দেশী শব্দকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, যথা—জাহাজ (পারসী), খাঁটি বাঙ্গালায় বুহিত ; নালিশ (পারসী), খাঁটি বাঙ্গালায় গোহারী ; জামিন (আরবী পারসীর ভিতর দিয়া) খাঁটি বাঙ্গালায় রাখী ; খরগোস, বাজ, কোমর, বগল (পারসী), খাঁটি বাঙ্গালায় যথাক্রমে শশারু, শয়চান, মাঝা, কাঁখতলী। পর্তুগীজ, চাবি, জানালা, খাঁটী বাঙ্গালায় কুঞ্চি, খিড়কী। এই যুগে পারসী (পারসীর মধ্য দিয়া আরবী ও তুর্কী), পর্তুগীজ. ওলন্দাজ ও ফরাসী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু শব্দ গৃহীত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের শেষভাগ হইতে পদমধ্যবর্তী 'হ'-কারের লোপ হইতে থাকে, যেমন—'নাহি' স্থানে 'নাই', 'মহাকাল' স্থানে 'মাকাল' ইত্যাদি। এই সময় হইতে স্বরের অপিনিহিতি সৃষ্টি হয়, যেমন—রাখিয়া > রাইখ্যা (রেখে) ; কালি > কাইলি, > কাল ; করিয়া > কইরা (কোরে) ; চক্ষু > চখু > চউখ > চোখ।

নব্য বাঙ্গালা যুগ নব্যযুগে তদ্ভব শব্দে পদমধ্যবর্তী 'ঢ়' 'ড়' এ পরিণত হইয়াছে ও অনাদি 'হ' লোপ হইয়াছে, যথা—প্রাচীন বাঙ্গালা 'বাঢ়ই', মধ্য বাঙ্গালা 'বাঢ়ে', আধুনিক বাঙ্গালা 'বাড়ে' ; মধ্য বাঙ্গালায় 'বুঢ়ী', আধুনিক বাঙ্গালায় 'বুড়ী' ; প্রা. বা. 'পঢ়ই', ম. ব. 'পঢ়ে', আধুনিক বা. পড়ে (পাঠ করে) ; প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'করহ', আধুনিক বাঙ্গালায় 'কর' ; প্রা. ও মধ্য বাঙ্গালায় 'বারহ' আধুনিক বাঙ্গালায় 'বার' ; প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'মহাকাল' আধুনিক বাঙ্গালায় 'মাকাল' ইত্যাদি।

কথ্য সাধু ভাষার অপিনিহিতি স্বর পূর্ব স্বরের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গে অভিশ্রুতি (umlaut) সম্পাদন করিয়াছে, যথা—প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'করিআ', অর্বাচীন মধ্য বাঙ্গালায় ও পূর্ব বঙ্গের 'কইর্‍্যা' > কথ্য সাধু ভাষায় 'কোরে' ; প্রাং. ও ম. বাঙ্গালায় 'থাকিয়া' > অর্বাচীন মধ্য বাঙ্গালা ও পূর্ববঙ্গে 'থাইক্যা' > কথ্য সাধু বাঙ্গালা 'থেকে'। আধুনিক বাঙ্গালায় পদমধ্যে দুইস্বর একত্র (hiatus) থাকিতে পারে না, যথা—প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালা 'অইল', আধুনিক 'এল', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'পইসই', মধ্য বাঙ্গালায় 'পইসে', আধুনিক বাঙ্গালার পদ্যে 'পশে' ; মধ্য বাঙ্গালায় 'মাউসী', 'খাইলাম', যথাক্রমে আধুনিক বাঙ্গালায় 'মাসী', 'খেলাম'। আধুনিক বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা দিয়াছে, যথা—মধ্য বাঙ্গালায় 'করিয়াছে', আধুনিক বাঙ্গালায় 'করেছে' ; মধ্য বাঙ্গালায় 'করিছে', 'করিতেছে', আধুনিক বাঙ্গালায়, 'করছে' ; 'কচ্ছে', 'কচ্চে'। আধুনিক যুগে বাঙ্গালা ভাষার কথ্য রীতি সাহিত্যে ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুগে অধিক পরিমাণে ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও কতকগুলি অপ্রয়োজনীয়। নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্য বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজী হইতে অনেক শব্দ ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, যথা,—রেল, টিকেট, মটর, টেলিগ্রাফ, রেডিও ইত্যাদি। এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় সৃষ্টি করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এইযুগে গদ্য রীতি সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়া সুচারু রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য প্রভাব

ইহা স্বীকৃত যে এক সময়ে বঙ্গদেশে আর্য বসতি ছিল না। আর্যেরা পাক-ভারতের উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া নিজদের অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে অনার্যগণ বাস করিত। সেই অনার্যদের জাতি কি ছিল, নৃতত্ত্বের দিক্ হইতে তাহার অনুমান সম্ভবপর। আমরা এস্থলে ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে ইহার আলোচনা করিব। বাঙ্গালায় আর্য অধিকার অবলীলাক্রমে হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। মহাভারতে পুণ্ড্র অধিপতি কৃষ্ণ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (গৌহাটী) অধিপতি ভগদত্তের শৌর্যবীর্যের কথা বর্ণিত আছে। খুব সম্ভবতঃ মহাভারতের যুদ্ধের সময় (অনুমাণ ১২০০ খ্রীঃ পূঃ) বঙ্গদেশে আর্য অধিকার স্থাপিত হয় নাই ; কিন্তু বঙ্গের দ্বারদেশে মিথিলা পর্যন্ত আর্য প্রভুত্ব ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বগুড়ার মহাস্থান গড়ে মৌর্যযুগের যে অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে মৌর্য যুগে অন্ততঃ উত্তর বঙ্গে আর্য প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা 'দিব্যাবদানে' দেখিতে পাই যে পৌণ্ড্রবর্ধনের জৈনগণ বুদ্ধমূর্তির অবমাননা করায় মহারাজ অশোক তাহাদের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অনুমান খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে কিংবা তাহার কিছু পূর্বে বঙ্গদেশে আর্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে ছোট নাগপুরের মালভূমিতে কোল জাতির বসতি। এই অঞ্চলে অল্পসংখ্যক দ্রাবিড় জাতিও দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোল জাতি দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এমন কি মধ্য ভারতেও কোল জাতির শাখা বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের পূর্বাঞ্চলে খাসিয়া পর্বত হইতে কাম্বোডিয়া পর্যন্ত কোলদিগের স্বজাতিদের বসতি আছে। নিকোবর দ্বীপের এবং মালয় উপদ্বীপের কয়েকটি জাতির ভাষা কোল ভাষার সমশ্রেণীস্থ। অধ্যাপক প্‌ঝ্লুস্‌কি (Przyluski) মনে করেন যে আর্যজাতির সংস্রব কোল বা মুণ্ডা জাতির সহিত প্রাচীন কালে সংঘটিত হয়। তিনি ময়ূর, অলাবু, তাম্বুল প্রভৃতি শব্দগুলি কোল ভাষা হইতে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালার পূর্ব প্রান্তে খাসিয়া জাতি ভিন্ন যে সমস্ত অনার্য জাতি বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ তিব্বতী-বর্মী জাতীয়। 'আহোম' জাতি 'তাই' জাতির শাখাভুক্ত। বাঙ্গালা দেশের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে তিব্বতী জাতির শাখা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত অনার্য জাতিদিগের মধ্যে কাহারা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, নৃতত্ত্বের দিক্ হইতে উহার উত্তর না পাইলেও ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে ইহার কিছু মীমাংসা হইতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে অনার্য জাতি আর্য সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করিয়া আর্য সমাজের নিম্নস্তর গঠন করিয়াছে, তাহাদের সংস্কৃতি ও ভাষায় কিছু না কিছু প্রভাব অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা স্বভাবতঃ ধারণা করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ যদি মূলে অনার্য হইতে উৎপন্ন হয়, তবে তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের অনার্য ভাষার প্রকৃতি (tendency) ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নয়। পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্গভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিরাট বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে মজুমদারের মত গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার মূর্ধন্য বর্ণগুলি ভারতীয় আর্যভাষার এক বিশিষ্ট লক্ষণ। ইগা দ্রাবিড় প্রভাবজাত বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কিন্তু মূর্ধন্য উচ্চারণ কোল ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে মহাপ্রাণ উচ্চারণ আছে, তাহা দ্রাবিড় ভাষায় নাই, অথচ কোল ভাষায় আছে। দ্রাবিড় ভাষায় কোনও শব্দের আদিতে মূর্ধন্য বর্ণ হয় না ; কিন্তু কোল ভাষাতে এইরূপ হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে দ্রাবিড় প্রভাববশতঃ শব্দের আদিতে বাঙ্গালায় কোনও যুক্তাক্ষর থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা উচ্চারণের একটা নিয়ম মাত্র, যাহা পাক-ভারতের হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি এবং পারসী ইত্যাদি আধুনিক বহু ভাষাতে দৃষ্ট হয়। কোল ভাষাতেও আদিতে কোনও যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয় না।

AMARBOI.COM

কর্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি 'কে', আসামীতে 'ক', উড়িয়াতে 'কু', হিন্দীতে 'কো'। এই বিভক্তিগুলি তামিলের 'কু', বিভক্তি হইতে আসিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য আকস্মিক। বাস্তবিক আর্যভাষাগুলির বিভক্তির ইতিহাস অন্যবিধ। ক < কঅ < কৃত সংস্কৃত। পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে বাঙ্গালা বহুবচনের বিভক্তি 'গুলা' এবং 'রা' দ্রাবিড়ীয় 'গল্' এবং 'অর্' হইতে আসিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার 'গুলা' সংস্কৃত 'কুল' হইতে আগত, এবং বহুবচনের 'রা' বিভক্তির অন্য ইতিহাস আছে, তাহা যথাস্থানে দেখান হইবে। ইহাদের সহিত দ্রাবিড়ীয় বিভক্তিগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। তিনি বলেন, আসামী ভাষার বহুবচনের চিহ্ন বিলাক > গিলাক > তামিল 'গল' ; কিন্তু 'বিলাক' গারো ভাষার 'পিলাক' (সমস্ত অর্থে) হইতে উৎপন্ন।

কয়েকটি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় গৃহীত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা ইহা প্রমাণ করিতে না পারিব যে এই শব্দগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মূল শ, সে পর্যন্ত সেগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা হইতে আর্য ভাষায় ঋণ না বলিয়া আর্য ভাষা হইতে দ্রাবিড় ভাষায় ঋণ বলিলে অধিক উপযুক্ত হইবে। আর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম ও কৃষ্টির দ্বারা দ্রাবিড় জাতি এত অধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছে যে তাহাদের পক্ষে আর্য ভাষা হইতে ঋণ গ্রহণ অধিক সম্ভবপর। দ্রাবিড় জাতিগুলির মধ্যে অন্ধ্র, মালতো ও কুরকো জাতিগুলি আর্য জাতির প্রতিবেশী, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে একমাত্র দ্রাবিড় মালতো জাতি দৃষ্ট হয়। যদি বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্য কোনও দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত নিরূপণ করিতে হয়, তবে মালতো ও অন্ধ্র (তেলেগু) ভাষার সহিত করিতে হইবে। বাঙ্গালার সেন রাজবংশ কর্ণাট দেশীয় ছিলেন। তাঁহাদের সৈন্য সামন্ত তদ্দেশীয় ছিল বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। এই সূত্রে কানাড়ী (Kanarese) ভাষা হইতে বাঙ্গালায় কিছু শব্দ আসা সম্ভবপর ; কিন্তু এই বিষয়ে এ পর্যন্ত কোনই গবেষণা হয় নাই।

সমস্ত বঙ্গদেশে কোলদিগের সমজাতীয় অনার্য জাতি বাস করিত বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর্য সংস্রবে তাহারা আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে ; কিন্তু তাহাদের কতক অংশ বাঙ্গালার পশ্চিমের ও পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া বর্তমান কোল ও খাসিয়া জাতিরূপে অবশিষ্ট আছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিব বাঙ্গালা ভাষার উপর কোন প্রভাব অতি গভীর। বাঙ্গালা ভাষার রূপ নির্মাণে ইহা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

তিব্বতী-বর্মী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালার পূর্ব অঞ্চলের উপভাষার উপর কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে যে 'ঘ' 'ধ' 'ভ', 'ড় (ঢ়)' বর্ণগুলি 'গ', 'দ', 'ব', 'র' রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা এই প্রভাবের ফলে। চ বর্গের দন্ত্যতালব্য ঘৃষ্ট (Palato-dental Affricate) উচ্চারণও এই কারণবশতঃ। কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ যথা 'গম' (ভাল), 'বেরয়া' (মন্দ), 'তাম্বু' (সূর্য) প্রভৃতি শব্দ তিব্বতী-বর্মী ভাষা হইতে গৃহীত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার গঠনে একমাত্র মুণ্ডা বা কোল ভাষা ভিন্ন অন্য অনার্য ভাষার প্রভাব নাই বলিলেই চলে।

বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব

১। ধ্বনিতত্ত্ব

বাঙ্গালা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার দ্বিস্বরধ্বনির (diphthongs) সংখ্যাধিক্য ; যেমন, ঐ, ঔ, অয়, অও, ইই, ইউ, উই, এই, এউ, এএ, এও, অ্যাএ, অ্যাও, ওএ, ওও। সংস্কৃতে এই বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু মুণ্ডা ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতে কেবল মাত্র, ঐ, ঔ এই দুইটি দ্বিস্বর ধ্বনি আছে।

বাঙ্গালায় যে কোনও স্বরধ্বনিই অনুনাসিক হইতে পারে। মুণ্ডা ভাষাতেও এইরূপ হইয়া থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচলিত বানানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও বাঙ্গালায় স্বরসঙ্গতি আছে, যেমন ঃ

		উ ঃ ই	— ছুরি, তুমি ;
কিন্তু	উ ঃ আ >	ও ঃ আ	— ছোরা, তোমার।
		ও ঃ আ	— গোলা ;
কিন্তু	ও ঃ ই >	উ ঃ ই	— গুলি।
		এ ঃ ই	— দেখি ;
কিন্তু	এ ঃ আ > এ [অ্যা] ঃ	আ	— দেখা (দ্যাখা) ;
		ই ঃ ই	— লিখি ;
কিন্তু	ই ঃ আ >	এ ঃ আ	— লেখা।
	উ ঃ আ >	উ ঃ ও	— বুড়ো ['বুড়া' শব্দের কথ্যরূপ] ;
	ই ঃ আ >	ই ঃ এ	— মিঠে ['মিঠা' শব্দের কথ্যরূপ] ;
	উ ঃ এ >	উ ঃ ই	— দুই [প্রাকৃত 'দুবে্' হইতে]
			— তুমি [প্রাকৃত 'তুম্হে' হইতে] ;
			ইত্যাদি।

এইখানে স্বরসঙ্গতির মধ্যে (১) পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি, অথবা (২) পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন দেখা যায়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, এই বিষয়ে সাঁওতালী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে।[১৯] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই স্বরসঙ্গতি দূরবর্তী কুরকু ভাষায় দেখা যায় এবং কোল (মুণ্ডা) ভাষার সকল প্রাদেশিক রূপেও ইহার অস্তিত্ব আছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহেও সামান্যতঃ হইলেও এইরূপ লক্ষ্য করা যায়। আমি স্যার জি. এ. গ্রীয়ার্সনের সহিত এই বিষয়ে একমত যে এই ক্ষেত্রে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।[২০]

কোনও বাঙ্গালা শব্দই যুক্তব্যঞ্জন দ্বারা শুরু হয় না। মুণ্ডা ভাষায়ও এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে।[২১]

খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ 'য়' ও অন্তঃস্থ 'ব' দিয়া আরম্ভ হইতে পারে না কেননা সংস্কৃত (প্রাচীন ভারতীয় আর্য) হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দের আদিতে 'য়' ও অন্তঃস্থ 'ব' যথাক্রমে 'জ' ও বর্গীয় 'ব' য়ে পরিণত হয়। মুণ্ডা ভাষাতেও তেমনই 'য়' ও অন্তঃস্থ 'ব' শব্দারম্ভের বর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয় না।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের উষ্মধ্বনি তিনটিই শকার উচ্চারিত হয়। মুণ্ডারী, সাঁওতালী ও কুরকু ভাষার উচ্চারণরীতি হইতে বুঝা যায় যে, মুণ্ডা ভাষায়ও তদ্রূপ শকার উচ্চারণ হইয়া থাকে।

---

১৯. *Calcutta Review, 1923, P 470*

২০. *Linguistic Survey of India. Vol. IV. P. 287 ff.*

২১. *Linguistic Servey of India*, Vol. IV. P. 22.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের প্রথম 'ল' ও 'ন' ধ্বনি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে ঃ এই পরিবর্তন যে শুধু উপভাষাসমূহে অথবা নারী ও শিশুদের উচ্চারণেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, বাঙ্গালার সাধুভাষায়ও এইরূপ ঘটে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত বিদেশী শব্দসমূহেও এই পরিবর্তন দেখা যায়।

ল > ন ঃ	নুন	< স. লবণ
	নোড়া	< স. লোষ্ট্র
	নাল	< স. লাল
	নোঙ্গর	< ফা. লঙ্গর
	নিলাম	< পো. leilao
ন > ল ঃ লাঙ্গা	(প্রা. বা.)	< স. নগ্ন
	লাচার	< ফা. নাচার
	লোকসান	< আ. নুক্সান

'ন' ধ্বনি হইতে 'ল'-য়ে পরিবর্তন সাধারণতঃ গ্রাম্য বা প্রাদেশিক উপভাষাতেই ঘটে। 'ল' ও 'ন' এর পরস্পর স্থান পরিবর্তন মুণ্ডা ভাষাতেও দেখা যায়।[২২]

'ণ' 'ড়' 'ঢ়' দ্বারা কোনও বাঙ্গালা শব্দ শুরু হয় না। মুণ্ডা ভাষাতেও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়।

মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনি বাঙ্গালা ও মুণ্ডা উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীর শবর ভাষা দ্রাবিড় ভাষা সমূহের প্রভাবে পৃথক্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

স্বরধ্বনির পরিমাণের দিক্ দিয়াও উভয় ভাষায় আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আছে। এখানে ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ঃ "এস্থলে বাঙ্গালার সহিত সাঁওতালী ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ঃ যেমন, বাঙ্গালায় একাক্ষরিক (monosyllabic) মূল শব্দগুলি (base words) সর্বদাই দীর্ঘ, সাঁওতালীতেও তদ্রূপ। দুই মাত্রিক শব্দের প্রতি বাঙ্গালার প্রবণতা সাঁওতালীতেও দেখা যায় ঃ অর্থাৎ একটি দীর্ঘাক্ষরিক বা দুইটি লঘু আক্ষরিক অথবা একটি খুব লঘু-আক্ষরিক (১/২ মাত্রা বা ৩/৪ মাত্রার) ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (১ ১/২ বা ১ ১/৪ মাত্রার) অক্ষরের দ্বারা গঠিত দুই মাত্রার শব্দের দিকে ইহাদের ঝোঁক আছে। আবার বাঙ্গালার মতই, একাক্ষরিক মূল শব্দগুলিতে বিভক্তি যোগ করা হইলে ইহারা দীর্ঘতা হারাইয়া দুইটি লঘু আক্ষরিক শব্দে পরিণত হয়।"[২৩]

২২. ibid, Vol. IV. PP 71. 75. 84, 230.
২৩. *Calcutta Review, 1923, P 472.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। রূপতত্ত্ব

খাঁটি (তদ্ভব ও দেশী) বাঙ্গালা শব্দে বিশেষণের অন্বয় বিশেষ্যের বচন, লিঙ্গ ও কারকের সহিত হয় না। যেমন, 'ছোট ছেলে', 'ছোট মেয়ে', 'ছোট গাছ', 'ছোট ছেলেরা', 'ছোট ছেলেদের'। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালার সহিত মুণ্ডার সাদৃশ্য আছে। সাহিত্যিক বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ্যপদের লিঙ্গানুযায়ী বিশেষণ ব্যবহার সংস্কৃতের অনুকরণ মাত্র।

মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালাতেও উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়, যেমন—'বেটা ছেলে', 'মেয়ে ছেলে'।

এই প্রবণতা এত গভীর যে, সংস্কৃত বা পারসী হইতে কৃতঋণ শব্দেও আমরা এই প্রণালী অনুসৃত হইতে দেখি। যেমন, 'পুরুষ মানুষ', 'মেয়ে মানুষ' ; 'পুরুষ লোক', 'স্ত্রীলোক' ; 'নর কবুতর', 'মাদী কবুতর' ইত্যাদি। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহে উভয়লিঙ্গবাচক শব্দের উত্তরে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার ব্যবহার তাহা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র।

বাঙ্গালায় মূল শব্দের সঙ্গেই কারক বিভক্তি (case-endings) যুক্ত হয়, অকর্তৃকারকের রূপে নহে। মুণ্ডা ভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য আছে। দ্রাবিড় ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র, সেখানে কারক-অব্যয়সমূহ অকর্তৃকারকের রূপে যুক্ত হয়। কতিপয় বিভক্তির সাদৃশ্যও সুস্পষ্ট ঃ

AMARBOI.COM

	বাঙ্গালা	মুণ্ডা
কর্তৃকারক	ঃ বিভক্তি নাই	বিভক্তি নাই
কর্মকারক	ঃ "	"
সম্প্রদান ও কর্ম	ঃ কে	কে (মাহলে, মুণ্ডারী, তুরি, কুরকী, নাহালি)
		কো (কুরকু)
		কু (শবর)
করণ	ঃ তে	তে (সাঁওতালী, মুণ্ডারী)
অপাদান	ঃ তে, ত (প্রা. ও মধ্য বাঙ্গালা)	অতে, এতে (মুণ্ডারী)
		তন, তে, তেন (কুরকু)
		তেই (খড়িয়া)
		তই, ত (জুয়াঙ)
		তে (শবর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	বাঙ্গালা	মুণ্ডা
সম্বন্ধ	ঃ র্, এর, ক (প্রা. ও ম বা.)	রেন (সাঁওতালী, মুণ্ডারী, কোড়া, আসুরী)
		রা (আসুরী)
		র, র্ (জুয়াঙ)
		আক' (সাঁওতালী, মুণ্ডারী)
		কা (কুরকু)
অধিকরণ	ঃ তে	তে (খড়িয়া)
	রে (উড়িয়া)	রে (সাঁওতালী, মাহলে, মুণ্ডারী, কোরওয়া, জুয়াঙ)
		র (জুয়াঙ)

এই সকল কারক-বিভক্তি কেবল একবচনে নয়, বহুবচনেও যুক্ত হয়। মুণ্ডা ভাষাতেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা কারক-অব্যয় সকল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কারক বুঝাইতে তাহা যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিশ্চয়ই অনার্য প্রভাবজাত।

ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর ভাষায় যে অনার্য ভাষার বিভক্তি গৃহীত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ আসামী ভাষা হইতে পাওয়া যায়। আসামীতে বহুবচনের বিভক্তি 'বিলাক' গারো 'পিলাক' (= সকল) শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আসামী ভাষায় কতিপয় শব্দের সর্বনামঘটিত অনুসর্গের ব্যবহার হইতে বোঝা যায় যে, এইসব মুণ্ডার ন্যায় কোনও অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে যেমন—'বোপাই' (আমার পিতা), 'বাপের' (তাহাদের পিতা), 'বাপেরা' (তোমার পিতা), 'বাপেক' (তাহার পিতা), 'বাপো' (তোর পিতা)।

AMARBOI.COM

বাঙ্গালা ধাতুরূপ লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সহিত কর্তৃকারকের সর্বনাম যৌগিক আকার ধারণ করে, যেমন—প্রা. বা. 'তো পুচ্ছতু' (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা পৃ ৩৬) = তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে 'পুচ্ছতু' র 'তু' মধ্যম পুরুষ এক বচন ; অনুরূপ, 'বাহতু' (ঐ, পৃ ১৬, ২৫), 'বুঝতু' (ঐ, পৃ ৪৯)। আধুনিক বাঙ্গালায়—আম (যেমন করিলাম প্রভৃতি) < আমি। এইভাবে মুণ্ডা ভাষাতেও কর্তা কোন পুরুষ, তাহা সর্বনামঘটিত অনুসর্গ দ্বারা নির্দেশিত হয়।

সাধুভাষায় ক্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় প্রথম পুরুষ এক বচনের অনুজ্ঞায়। মধ্য বাঙ্গালায় ক ছিল অন্যান্য ক্রিয়াভাবের, কালের ও পুরুষের বিকল্প অনুসর্গ (Optional Suffix)। এই অনুসর্গটি উপভাষাসমূহেও পাওয়া যায়। সাঁওতালী ভাষায় কর্মবাচ্য বুঝাইতে '-ওক্' ব্যবহৃত হয় ; সকর্মক ক্রিয়াতেও ইহার বহুল ব্যবহার আছে, তবে সেখানে বৈকল্পিক 'সেনোক' (যাও), 'হেচ' 'হিজুক' (এসো) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য মুণ্ডা ভাষাতেও সম্ভবতঃ একই রকম ব্যবহার দেখা যাইবে। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের 'ক' প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বার্থে 'ক' বিভক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে স্বতন্ত্র, সেখানে ইহা উপান্তে স্থান পায়, যেমন, 'পচতি' 'পচতকি' = (সে) রন্ধন করে।

বাঙ্গালায় বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দেশক -টা, -টি ব্যবহৃত হয়, যেমন—একটা, একটি, ছেলেটা, ছেলেটি ইত্যাদি। মুণ্ডাতেও এই ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দেশক ব্যবহৃত হয়, যেমন—সাঁওতালী 'মিতটেন' 'মিতটেচ' 'মিতটন' = এক, একটা ; হাপান-দা, 'হাপানতেত = ছেলেটা ; মুণ্ডারী 'কোড়া-দো' = পুত্রটি ; ভূমিজ 'হোনটক' 'হেনটে' = বাচ্চাটি ; কুরকু = 'ব-তে' = পিতাটি' কুণডু = পুত্রটি ; জুয়াঙ ইতিডে = পেটটি।

বাঙ্গালায় কখন কখন বিশেষণ বুঝাইতে সম্বন্ধের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন, 'সোনার কলম'। মুণ্ডাতেও তদ্রূপ।

৩। পদক্রম (Syntax)

বাঙ্গালা বাক্যে শব্দের প্রচলিত ক্রম হইতেছে, (১) সম্বোধন পদ, (২) সম্বন্ধ পদ, (৩) কর্তৃকারক, (৪) কর্মকারক, (৫) ক্রিয়াপদ। মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালায়ও এই একই ক্রম লক্ষিত হয়।

মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালায়ও পরোক্ষ উক্তি ব্যবহৃত হয় না। 'বলিয়া' শব্দযোগে বাঙ্গালায় কখন কখন পরোক্ষ উক্তি করা হইয়া থাকে, যেমন—'সে ভাল ছেলে বলিয়া সকলে তাহাকে ভালবাসে'। মুণ্ডা ভাষায় শব্দদ্বারা এইরূপ উক্তি করা হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শব্দদ্বৈতের প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, যেমন—অলিগলি, আবোলতাবোল, এবুড়োখেবুড়ো, আশেপাশে, গোলগাল, ধূমধাম, রকমসকম, হৈচৈ। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও অনুরূপ শব্দের অস্তিত্ব ছিল, যেমন—আলজালা (তুচ্ছ), উঞ্চল-পাঞ্চল (ছটফট করা), একুবাকু (আঁকাবাঁকা)। সাঁওতালী ও অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায়ও শব্দদ্বৈতের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—সাঁওতালী অচেল পচেল (ধনদৌলত), অর্চির পচির (ঘরবাড়ী) আড়ই বাড়ই (উদ্ধত), অধা পধা (অসমাপ্ত), অগর ডিগর (লজ্ঘন করা), অহি বহি (ব্যস্ত), অকা বকা (দুর্দশাগ্রস্ত), অম্প ওম্পো (তাড়াতাড়ি), অন্‌ধে মন্‌ধে (লক্ষ্যহীনভাবে) ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় ক্রিয়ারূপগুলি বিশেষণরূপেও ব্যবহার করা যায়, যেমন—চেনা লোক, আসছে কাল (কথ্য)। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায়ও ঐরূপ দেখা যায়, যেমন—প্রা. বা. বেঢ়িল হাক (সকল দিক হইতে আগত আহ্বান), চঢ়িলী মাতঙ্গী (আরোহিতা চণ্ডালিনী), ম. বা. কাটিল কদলী (কাটা কদলীবৃক্ষ), ভুখিল কাক (ক্ষুধার্ত কাক) ইত্যাদি। সাঁওতালী ও মুণ্ডারী ভাষায় ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষায়ও এইরূপ হওয়া সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। শব্দকোষ

শব্দকোষের আলোচনায় আমরা কেবল সেই সকল শব্দই গ্রহণ করিতে পারি, যাহা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, বর্তমান আলোচনায় কদলী, ময়ূর, কম্বল, তাম্বুল প্রভৃতি শব্দ ও তাহাদের বুৎপন্ন বাঙ্গালা শব্দগুলি বাদ দিতে পারি। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, কাঁড়া (মহিষ), (হো কের) ও মেনী (বিড়াল) (কুরকু মীনি) শব্দ দুইটি মুণ্ডা ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।[২৪] আমরা নিম্নে আর কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন করিব, কিন্তু এই সব শব্দের মূল যে মুণ্ডা ভাষায়, তাহা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ভাষাসমূহের সহিত এবং মুণ্ডার স্বজাতীয় অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি ভাষা, যেমন খাসী, মোন্-খ্মের প্রভৃতির সহিতও ইহার তুলনা করা আবশ্যক। এই তুলনার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ সুলভ নয় বলিয়া আমার তালিকাটি পরীক্ষামূলক হইবে ঃ

বাঙ্গালা	মুণ্ডা
আকাল (দুর্ভিক্ষ)	(সাঁওতালী)
আখড়া	(")
বড়শী	বাড়সি (")
বট (গাছ)	বড়ে (")
বয়ার (মহিষ)	(")
বেঁটে	বণ্ডি, বণ্ড (")
বেঁড়ে	বণ্ড (")
চাউল	চাউলি (মুণ্ডারী)
চুলা (উনুন)	(মুণ্ডারী), চুলহা (সাঁওতালী)
ডেলা	ডেলকা (মুণ্ডারী)
ঢাল	(মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
ডোঙ্গা	(মুণ্ডারী)
হাঁ	(মুণ্ডারী) ; হে (সাঁওতালী)
হুড়কা (দরজার খিল)	(মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
কালা (বধির)	(সাঁওতালী)
খচ্চর	খচ্চুর (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
খুঁটি	খুঁটু (মুণ্ডারী), খুন্টি (সাঁওতালী)
মোট	মোট (মুণ্ডারী), মট, মটরা (সাঁওতালী)
মোটা	(মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
নেঙ্গা (বাঁ)	লেঙ্গা (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)

২৪. Calcutta Review, 1923, p 453.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালা	মুণ্ডা
রাঁড় (বিধবা, বেশ্যা)	রাণ্ডী (মুণ্ডারী, সাঁওতালী = বিধবা)
লড়াই	(মুণ্ডারী), লড়্হাই (সাঁওতালী)
ঠোঙ্গা	টোঙ্গা (মুণ্ডারী = তূণীর), টঙ্গে (সাঁওতালী = এক প্রান্তের সহিত অন্য প্রান্তে বাঁধা)
তোতলা	তোটড়া (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)

এইরূপে শব্দের তালিকা বর্ধিত করা যাইতে পারে। এস্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। অধ্যাপক প্‌চুলুস্‌কি (J. Przyluski) দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা 'কুড়ি' শব্দটি মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে, সাধারণ লোকে 'কুড়ির' হিসাবেই সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে, যেমন—'সাতচল্লিশ'-এর বদলে তাহারা 'দুকুড়ি সাত' বলিয়া থাকে।)

৫। উপসংহার

বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঋণগ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিম প্রান্তেও তাহা অতিক্রম করিয়া আরও দূরবর্তী প্রাচ্যে মুণ্ডাভাষাগোষ্ঠীর প্রচলন দেখা যায়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত খাসি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আছে। আরও পূর্বদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইয়া মোন্-খ্মের, পালৌং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। মুণ্ডা ও খাসি ভাষার মত এই সকল ভাষাও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তাহা এককালে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল। ব্রহ্মদেশে ও ভারতের বাহিরে যেমন অষ্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়া দিয়া বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিব্বতী-বর্মী ও তাই ভাষাভাষী জনগণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাঙ্গালাদেশে এবং সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের অন্যত্রও অষ্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্যভাষীদের নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অষ্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের বাক্‌ভঙ্গীয় ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে। আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা বলা দরকার। অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের অভাবে পূরাপূরি বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।[২৫]

২৫. মদীয় প্রবন্ধ *Munda Affinities of Bengali,*—Proceedings of All-India Oriental Conference. Patna, 1931, PP, 715-721.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক প্রভাব

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীগণ পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করে। সমস্ত বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইতে প্রায় ১০০ শত বৎসর অতীত হয়। খুব সম্ভবতঃ গৌড়ের পাঠান সুলতানগণ অন্ততঃ পরবর্তী কালে বঙ্গভাষী ছিলেন, এবং তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট্ আকবরের কালে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় রাজসরকারের ভাষা ফারসী ছিল। এই ফারসী প্রভাব লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজী প্রধান রাজভাষা ও বাঙ্গালা দ্বিতীয় রাজভাষারূপে গৃহীত হয়, তখন ফারসী প্রভাবের অবসান ঘটে। এই দীর্ঘ ৬০০ শত বৎসরের মুসলমান প্রভাবের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি বাঙ্গালা ব্যাকরণেও ফারসী প্রভাব দৃষ্ট হয়। নর-পায়রা, মাদী পায়রা, মর্দ্দা কুকুর, মাদী কুকুর ইত্যাদিরূপে লিঙ্গ নির্দেশ ফারসী প্রভাবের পরিচায়ক। ফারসীতে অবশ্য 'নর' ও 'মাদা' শব্দ বিশেষ্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় ; যথা—গাও নর (ষাঁড়) ; গাও মাদা (গাভী)। শব্দের পূর্বে নরনারীবাচক শব্দের প্রয়োগ কোল বা মুণ্ডা প্রভাবে।

তদ্ধিত প্রত্যয়ে 'ঈ' (যথা—বিলাতী, দেশী, জাপানী), দান, দানী, (যথা—ফুলদান, পিকদান, আতরদানী, সুরমাদানী), দার, দারী (যথা—দোকানদার, পোদ্দার, তহসিলদার), খোর (যথা—গুলিখোর, তামাকখোর), বাজ (যথা—মোকদ্দমাবাজ, ফন্দিবাজ), গিরি (ফারসী গরী, যথা—কেরানীগিরি, বাবুগিরি) ইত্যাদি বিভক্তিগুলি ফারসী হইতে গৃহীত। ফারসী হইতে গৃহীত শব্দগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এখানে বলা কর্তব্য যে ফারসীর ভিতর দিয়া অনেক আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ এবং অত্যল্প পোষ্তু শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল শব্দের উচ্চারণ অনেকস্থলে বাঙ্গলায় পরিবর্তিত হইয়াছে। ফারসী প্রভাবেও আরবীর ধ্বনির পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

১। রাজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ

যথা—বাদশাহ্, নবাব, বেগম, ফৌজ, তীর, তোপ, তখ্ত, জমিদার, রায়ত, খাজনা, সুদ, তালুক, জখম, বাহাদুর, সেপাই, খেতাব, খাস, হুজুর, রসদ ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। আইন-আদালত সংক্রান্ত শব্দ ঃ
যথা—নালিশ, মোকদ্দমা, তামাদি, মেয়াদ, আইন, কানুন, আদালত, মুন্সেফ, হাকিম, দারোগা, নাজির, পেয়াদা, উকীল, মোক্তার, সালিস, জরিমানা, জেরা, কয়েদ, জবানবন্দী, আসামী, ফরিয়াদি, রায়, ফয়সলা ইত্যাদি।

৩। ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ
যথা—খোদা, নমায, রোযা, হজ, কোরবানী, জবাই, ফকির, দরবেশ, মোল্লা, মৌলভী, হারাম, জাহান্নাম ইত্যাদি।

৪। শিক্ষা সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ
যথা—কাগজ, কলম, কেতাব, দোয়াত, খাতা, নকল, তরজমা, হরফ, মক্তব, মাদ্রাসা, আলেম, আদব, কেচ্ছা, গজল ইত্যাদি।

৫। সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ
যথা—আতর, গোলাপ, বরফ, কোরমা, কোপ্তা, কালিয়া, পোলাও, চশমা, দালান, বাগান, মখ্‌মল, মিছরি, হালুয়া, পেস্তা, বাদাম, আচকান, আয়না, জামা, রুমাল ইত্যাদি।

৬। জাতি ও ব্যবসায়বাচক শব্দ ঃ
যথা—হিন্দু, ইহুদি, ফিরিঙ্গি, দরজী, দোকানদার, কারিগর, কলাইগার, যাদুকর, ভিস্তি, মেথর, কসাই, বাজীকর, চাকর, নফর, খেদমতগার, সহিস, খানসামা ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

৭। সাধারণ দ্রব্য সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ
যথা—আওয়াজ, হাওয়া, ওজন, কমবেশী, খবর, কোমর, বগল, গরম, জাহাজ, দরকার, নরম, পেশা, পছন্দ, বাহবা, আফসোস্‌, মজবুত, হুশিয়ার, হজম, সাদা, লাল, সবুজ ইত্যাদি।

এই সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় ইহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলিয়া মনেই হয় না। মুরগী, এখানে মোরগ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গের 'ঈ' প্রত্যয় করিয়া শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ফারসীতে অবশ্য 'মুর্‌গ' (পক্ষী) শব্দ আছে, কিন্তু মুরগী নাই।

আমরা ফারসী প্রভাব বিশেষরূপে শব্দে ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাকরণের উপর লক্ষ্য করি। আমরা পরে দেখিব ইংরাজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। পারস্য সাহিত্যের দ্বারা তদ্রূপ কিছু হয় নাই। তবে মধ্যযুগের প্রধানতঃ মুসলমান কবিগণ পারস্য কাব্যের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় মানবীয় প্রেমকাব্য রচনা করেন।

পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। পর্তুগীজ শাসনকর্তা Nonu da Cunha (১৫২৮—১৫৩৮ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম বাঙ্গালা দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান সুলতান মাহমূদ শাহ্‌কে শের শাহের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দে চারি শত পর্তুগীজ সৈন্য বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। ইহাদের অনেকে এদেশে ব্যবসায় আরম্ভ করে এবং স্থায়ী অধিবাসী হয়। চট্টগ্রামের দেয়াং নামক স্থানে তাহাদের একটি উপনিবেশ ছিল। হুগলীর নিকটবর্তী ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে তাহাদের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল।

ইংরেজের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে পর্তুগীজ প্রভাব এত অধিক হইয়াছিল যে অনেকে পর্তুগীজ ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিত। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় এক শতাধিক পর্তুগীজ শব্দ আছে। দৈনন্দিন প্রচলিত অনেকগুলি শব্দ পর্তুগীজ ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আনারস, আলকাৎরা, আলপিন, ইস্‌পাত, কপি, কামরা, গামলা, গুদাম, গরাদে, চাবি, জানালা, টোকা, তোলো (তোলাহাঁড়ি), নীলাম, নোনা, পাঁউ (পাউরুটী), পেরেক, ফিতা, বালতী, বেশালী (দুগ্ধ দোহনের পাত্র), মার্কা, মাস্তুল, মিস্ত্রি, সুর্তি, জালা শব্দগুলি যথাক্রমে Ananas, Alcatrao, Alfinet, Espada, Cauve, Camera, Gamella, Godown, Grade, Chave, Janella, Touca, Talha, Leilao, Annona, Pao, Prego, Fita, Balde, Vasilha, Marca, Mastro, Mestre, Sorte, Garra শব্দ হইতে আগত।

ওলন্দাজ ভাষা হইতে তাস খেলার কয়েকটি শব্দ এবং অন্য কয়েকটি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। হরতন—Harten, রুইতন—Ruiten, ইস্কাপন—Schopen, তুরুপ—Troef, ইস্ক্রুপ—Aschroef, গাড়ীর বোম—Boom, পিসপাস—Poespas। ফরাসী হইতে কার্তুজ—Cartouche, ওলন্দাজ—Hollandais, দিনেমার—Danemare, আলেমানে—Allemagne, ইংরেজ—Anglais ইত্যাদি। তুর্কী (ফারসীর মধ্য দিয়া)—আলখাল্লা ; উর্দু—কাবু, কাঁচী, খাতুন, খাঁ, খানম, গালিচা, চক্‌মকি, চিক্‌, তবক, তুর্ক, দারোগা, বক্‌শী, বাবুর্চি, বাহাদুর, বিবি, বেগম, মুচলেকা, লাশ, সওগাত ইত্যাদি।

ইংরাজী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নানা ভাষার শব্দ প্রথমে ইংরাজীতে গৃহীত হইয়া পরে ইংরেজী শব্দরূপেই বাঙ্গালায় আসিতেছে। যথা—জেব্রা (দক্ষিণ আফ্রিকা), কাঙ্গারু (অষ্ট্রেলিয়া), কুইনাইন (পেরু), রিক্‌সা (জাপানী), লামা (তিব্বত), বলশেভিক (রুশ), লিচু (চীন দেশীয়), সাগু (মালয়) ইত্যাদি। বর্তমান পাকিস্তান আমলে অনেক উর্দু, ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে করিবে বলিয়া মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার উপভাষাসমূহ

ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন "The real and natural life of language is in its dialects"—ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষাগুলিতে। তদানীন্তন বঙ্গদেশের ন্যায় একটা বৃহৎ অংশে ভাষার যে একটা লৌকিক ভেদ থাকিবে, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হইবার নাই। বাঙ্গালার বাহিরেও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের কিয়দংশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। স্থানীয় কারণ ব্যতীত সামাজিক কারণেও ভাষার রূপভেদ দেখা যায়, যেরূপ স্থানীয় কারণে সিলেট ও কলিকাতার ভাষায় পার্থক্য আছে, সেইরূপ সামাজিক কারণে একই স্থানের উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ভাষাগত ভেদ দৃষ্ট হয়। লেখ্য ভাষার প্রভাবে শিক্ষিত সমাজে উপভাষাগুলি বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া ক্রমশঃ সাধুভাষার দিকে অগ্রসর হয়। কোনও স্থানের খাঁটি উপভাষা জানিতে হইলে সেই স্থানের অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষাকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্থলে আর একটি বিষয় জানা কর্তব্য যে, যে স্থলে দুইটি ভাষার সীমানা আসিয়া মিলিত হয়, সে স্থলেও উভয় ভাষার মধ্যবর্তী একটি উপভাষা সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে দুই ভাষারই উপভাষারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার উপভাষাগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য নানা চেষ্টা হইয়াছে। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহাদের গবেষণার ফল বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রম আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা উপভাষাগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ঃ (১) পাশ্চাত্য, (২) প্রাচ্য।

১। এই পাশ্চাত্য বিভাগে প্রাচীন গৌড় ও রাঢ় অবস্থিত এবং প্রাচ্য ভাগে প্রাচীন বঙ্গ অবস্থিত। পাশ্চাত্য বিভাগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(ক) উদীচ্য ঃ—গোয়ালপাড়া হইতে পূর্ণিয়া পর্যন্ত। ইহা প্রাচীনকালে কামরূপ ও বরেন্দ্র নামে অভিহিত হইত। রাজবংশী বা রংপুরী ইহার একটি প্রশাখা।

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিম ঃ—বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অধিকাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কুষ্টিয়া জেলা ইহার অন্তর্গত।

২। প্রাচ্য বিভাগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(ক) দক্ষিণ-পূর্ব ঃ—জেলা ২৪ পরগণার পূর্বাংশ, যশোহর জেলা, খুলনা জেলা, ঢাকা বিভাগ এবং নোয়াখালী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(খ) পূর্ব-প্রান্তিক ঃ—কাছাড় হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত স্থান। নিম্নে একটি পীঠিকার আকারে উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য উপভাষা

১। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণ—ঘ, ঝ, ধ, ভ, ইত্যাদি যথাযথ উচ্চারিত।
২। পূর্ণ অনুনাসিক, যথা—চাঁদ, কাঁদে ইত্যাদি।
৩। একমাত্র তালব্য শ উচ্চারণ (কয়েকটি যুক্তাক্ষর এবং প্রত্যন্ত পশ্চিম অঞ্চলে স উচ্চারণ)।
৪। কর্মকারকে 'কে' বা 'ক' বিভক্তি।

প্রাচ্য উপভাষা

১। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ, যথা—ঘ, ধ, ভ স্থানে গ, দ, ব উচ্চারণ।
২। অর্ধ অনুনাসিক, যথা—চান্দ, কান্দে ইত্যাদি।
৩। তালব্য বর্ণ স্থলে দন্ত-তালব্য স্পৃষ্ট বর্ণ।
৪। শ, ষ, স স্থানে হ।
৫। হ লোপ সর্বত্র।
৬। কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি।
৭। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালের প্রথম পুরুষ অভিন্ন।
নিত্যবৃত্ত অতীতকালের মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ প্রয়োগে ই, যথা, কর্‌তি।

AMARBOI.COM

	পাশ্চাত্য		প্রাচ্য	
	দক্ষিণ-পশ্চিম	উদীচ্য	দক্ষিণ-পূর্ব	পূর্ব প্রান্তিক
১।	ড়, ঢ় র	র	র	
২।		আদিতে র স্থানে অ এবং অ স্থানে র, যথা— অস<রস, রাম<আম।		
৩।	কর্মের বহুবচনে			
	দের	কে, রে, ঘরে	গো, গরে, গোরে	রারে
৪।	সম্বন্ধের বহুবচনে			
	দের	ঘর, ঘরের	গোর, গর	রার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	পাশ্চাত্য		প্রাচ্য	
	দক্ষিণ-পশ্চিম	উদীচ্য	দক্ষিণ-পূর্ব	পূর্ব প্রান্তিক
৫। আপাদানে				
	থেকে	হতে হনে, গোনে।	ত, থুন, থনে, তনে, থন।	তোন, থুন
৬। ভবিষ্যৎ প্রঃ পুরুষে				
	বে	বে	ব	ব
৭। ভবিষ্যৎ উঃ পুঃ				
	ব	মু, ম্	মু, উম্	ইয়ম্, ইতাম্
৮। অতীত মঃ পুঃ				
	লে	লে	লা	লা
৯। তুমর্থে (infinite)				
	তে	বা, তে	বা, অন	ত, অন
১০। বর্ত্তমান উঃ পুঃ				
	ই	এক বচনে ওঁ, বহুবচনে ই		ই
১১।			১ম পুরুষ সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ হিতাই, তাই, হে, তে।	

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সমস্ত ধ্বনি বাঙ্গালায় রক্ষিত হয় নাই। কতক ধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে এবং কতক নূতন ধ্বনি যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই লোপ বা যোগ এক দিনে হয় নাই। ইহার জন্য ভাষার কয়েকটি স্তর আছে। প্রথমে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনি আলোচনা করিব।

স্বরবর্ণ—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যঞ্জন বর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ . . . . . .ম পর্যন্ত। য, র, ল, ল্, (স্বরমধ্যবর্তি মূর্ধন্য ল), ল্হ (স্বরমধ্যবর্তি মহাপ্রাণ ল), ব (অন্তঃস্থ ব-এত্ব উচ্চারণ 'ওঅর মত, যথা, দেওয়াল, খাওয়া ইত্যাদি), শ, ষ, স, হ, ং, ঃ [বিসর্গ, ক বর্গ, প বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যঞ্জনের পূর্বে কিংবা পদান্তে। ঃ জিহ্বামূলীয়, ক বর্গের পূর্বে, যেমন—দুঃখ। ঃ উপধ্মানীয়—প ফ এর পূর্বে, যেমন—অন্তপুর। জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্মানীয় বেদে ছিল।] আদিম প্রাকৃতে ড়, ঢ় ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় বিভিন্ন বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের দুই বা তিন বা চারি বর্ণের সংযোগ হইত, যথা—হস্ত, ভক্ত, কম্প্র, উর্দ্ধ। পদের অন্তে বিসর্গ বা হসন্ত হইত, যথা—কনঃ দিক্, শরৎ। যুক্তাক্ষরের পূর্বে দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হইতে পারিত, যথা—দীর্ঘ, তীর্থ, সূত্র।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষান্তরে এই ধ্বনিতত্ত্বের পরিবর্তন হয়। এই স্তরের আদিম যুগে (যাহা পালির সহিত সমশ্রেণীস্থ) ভাষায় ধ্বনি নিম্নলিখিত রূপ ছিল।

১। স্বর বর্ণের মধ্যে ঋ ৠ ঌ ঐ ঔ পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের স্থানে অন্য একক স্বর (monophthong) আবির্ভূত হয়, যথা ঃ—প্রা. ভা. আ. ঋণ > ম. ভা. আ. ইণ ; এইরূপ ঋষি > ইসি ; প্রা. ভা. আ. পিতৃণাম > ম. ভা. আ. পিতুনং (পালি) ; প্রা. ভা. আ. কপ্ত > পালি কুত্ত ; প্রা. ভা. আ. শৈল. < ম. ভা. আ. শেল ; প্রা. ভা. আ. বৌদ্ধ > ম. ভা. আ. বোদ্ধ ইত্যাদি।

২। যুক্ত বর্ণের পূর্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইত, যথা—তিত্থ < তীর্থ, সুত্ত < সূত্র, কট্‌ঠ < কাষ্ঠ।

৩। ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে শ, ষ, স, স্থানে কেবল স (বা শ প্রাচীন মাগধীতে) হইতে, যথা—প্রা. ভা. আ. শেষ > ম. ভা. আ. সেস, (মাগধী শেশ)। প্রা. ভা. আ. সর্ব > ম. ভা. আ. সব্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। শব্দমধ্যে বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় স্থানে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব হইত এবং পদান্তস্থিত বিসর্গের ও হসন্তের লোপ হইত, যথা ঃ—দুঃখ > দুক্খ, অন্তঃপুর > অন্তপ্পুর ধনুঃ> ধনু। প্রা. ভা. আ. ধিক্ > পালি ধি। প্রা. ভা. আ. পরিষদ্ > পালি পরিসা। প্রা. ভা. আ. বনাৎ > পালি বনা। প্রা. ভা. আ. মনাক্ > পালি মনং। অকারের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে ও-কার হইত, যথা—ধর্মঃ > ধম্মো।

৫। সংযুক্ত বর্ণ কেবল এক বর্গীয় বর্ণের মধ্যে নিষ্পন্ন হইত, যথা—ভক্ত > ভত্ত, মন্ত্র > মন্ত। দুইয়ের অধিক বর্ণে সংযুক্ত বর্ণ হইত না, সংযুক্ত বর্ণস্থলে যুগ্ম বর্ণ হইত।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যম যুগে (প্রাকৃত যাহার সমশ্রেণীস্থ) ধ্বনিতত্ত্ব নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্তিত হয় ঃ—

১। স্বরবর্ণ—এই স্তরের পূর্বে (আদিম) যুগের ন্যায়।

২। ব্যঞ্জন বর্ণে আদিস্থিত বর্গীয় 'জ', অন্তঃস্থ 'য' উভয় স্থানে কেবল 'জ' কিংবা মাগধীতে কেবল 'য' হইত, যথা—যম> জম, জল> জল। মাগধীতে যম, যল।

৩। ন ণ স্থানে কেবল ণ কিংবা পৈশাচীতে কেবল ন হইত। যথা গণনা > গণণা, পৈঃ গননা। জৈন প্রাকৃতে শব্দের আদিতে ন।

৪। শ, ষ, স-এর পরিণতি এই স্তরে আদিস্তরের ন্যায়। মাগধীতে কেবল শ।

৫। পদমধ্যে অসংযুক্ত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য়, ব লোপ পাইত। কাক > কাঅ, যুগ > জুঅ, নীচ> নীঅ, রাজা> রাআ, কৃত> কঅ, পাদ> পাঅ, শাব (বর্গীয়)> ছাব (বাঙ্গালা ছা), বলয়> বলঅ, যব> জঅ।

৬। পদমধ্যে ট স্থানে ড় এবং ঠ স্থানে ঢ় হইত। কটাহ> কড়াহ, কঠিন> কঢ়িণ।

৭। পদমধ্যে খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ স্থানে হ হইত। সহী < সখী, মেহ < মেঘ, পহ < পথ, বহু < বধূ, সেহালিআ < শেফালিকা, নাহি < নাভি।

৮। অবশিষ্ট ধ্বনিতত্ত্ব মধ্যভারতীয় আদিম স্তরের ন্যায়।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তিম যুগে (অপভ্রংশ যাহার সমশ্রেণীস্থ) মধ্যযুগের ন্যায়ই ধ্বনিতত্ত্ব ছিল। কেবল আকারের পরবর্তী পদান্তস্থিত বিসর্গ স্থানে আদিম ও মধ্যম যুগের ন্যায় ও-কার না হইয়া উ-কার হইত। যথা প্রা. ভা. আ. ধর্মঃ> ধম্মো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পালি, প্রাকৃত), ধম্মু (অপভ্রংশ)। এইরূপ বৃদ্ধ, সব্বূ ইত্যাদি। এই সময় হ্রস্ব 'এ' এবং হ্রস্ব 'ও' ধ্বনি হইত।

এই অপভ্রংশ যুগের শেষভাগে আর একটি পরিবর্তন লক্ষিত হয়। স্বরমধ্যস্থিত অসংযুক্ত ম-কার স্থানে বঁ হইত, যথা—কমল> কবঁল, ভূমি> ভুবিঁ ইত্যাদি।

ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি অবস্থিত। এই স্তরে আমরা পূর্ববর্তী যুগের অনুরূপ ধ্বনিতত্ত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু এক বিশেষ ধ্বনিতত্ত্বে এই স্তর পূর্ব স্তর হইতে চিহ্নিত। এই স্তরে যুগ্মবর্ণের একীকরণ (simplification) হইয়া পূর্বস্বরে দীর্ঘত্ব দৃষ্ট হয়, যথা—প্রা. ভা, আ. কর্ণ> ম. ভা. আ. কণ্ণ>ন. ভা. আ. কান। প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা এই ধ্বনিতত্ত্ব লক্ষ্য করি, কিন্তু কতক শব্দে অকারের দীর্ঘত্ব সম্ভবতঃ অন্ত্য উদাত্ত স্বরের কারণে হয় নাই ; যথা, সর্ব্ব> সব্ব> সব ; বর্ততে> বট্টই>বটে ; রক্তিকা>রত্তিআ> রতি ; নস্ত> নত্থ>নথ, চক্ষুঃ>চক্‌খু>চখু>চোখ ; বড্র>বড্ড>বড়। বাঙ্গালার বানান সংস্কৃতানুসারী হওয়ায় মিতা, তিতা, দুধ, চুলা, ফুল ইত্যাদি শব্দে ই, উ স্থানে দীর্ঘত্ব দেখান হয় নাই ; কিন্তু হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় এরূপ স্থলে দীর্ঘত্ব দৃষ্ট হয়। মোট কথা বাঙ্গালার বানান সর্বস্থানে ধ্বনি অনুযায়ী নয়। এই যুগের আদিতে বর্তমানের পূর্ণ অনুনাসিকের স্থানে অর্ধ অনুনাসিক ছিল, যথা, প্রা. ভা. আ. চন্দ্র>ম. ভা. আ. চন্দ>প্রাচীন বাঙ্গালায় চান্দ>চাঁদ। প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্ভবতঃ সন্ধিস্বর (Diphthong) দেখা দেয় নাই। 'আইল', 'ভইল' ইত্যাদি পদগুলি তিন অক্ষর (syllable) রূপে উচ্চারিত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালায় পদান্তস্থিত দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বত্ব হইত এবং অন্ত-উদ্ধৃত্ত স্বরের কখন কখন লোপ বা হ্রস্বত্ব হইত। প্রা. ভা. আ. আশা>আসা>প্রা. বা. আস ; প্রা. ভা. আ. সখী> ম. ভা. আ. সহী>প্রাচীন বা. সহি। প্রা. ভা. আ. যোগী> প্রা. জোঈ> প্রা. বা. জোই। প্রা. ভা. আ. শ্বশ্রূ>প্রা. সস্‌সু>প্রা. বা. সাসু। এইরূপ বধূ>বহূ> বহু। অন্ত-উদ্ধৃত্ত স্বরের উদাহরণ—কামরূপ> প্রা, কামরূঅ > প্রা. বা. কামরু। এইরূপ মাতা > মাআ > মাঅ। কিন্তু কতক শব্দে স্বরের দীর্ঘ সম্ভবতঃ অনুদাত্ত স্বরের কারণে হয় নাই। স্বরূপ > প্রা. সরূঅ > প্রা. বা. সরুঅ > আ. বা. সরু। পূর্ব বঙ্গের উপভাষায় অন্ত-উদ্ধৃত্ত স্বর এখন পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে, যথা—পাও (পা), গাও (গা), মাও (মা)।

পূর্ব স্তরের ন্যায় এই স্তরেও হ্রস্ব এ-কার ও হ্রস্ব ও-কার লক্ষিত হয়। অধিকন্তু হ্রস্ব আকারও উচ্চারিত হইত। খুব সম্ভবতঃ প্রা. ভা. আ. স্তরের স্বরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই। কেবল মাত্র দ্বিত্ববর্ণের একীকরণে পূর্ব স্বরের দীর্ঘত্ব নিশ্চিত ছিল। এই যুগে অন্ত্য স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইত।

মধ্য বাঙ্গালায় নূতন সন্ধিস্বরের আবির্ভাব হয়। আইল, ভইল প্রভৃতি দুই অক্ষর (syllable) রূপে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়। পশ্চিমবঙ্গে অনুনাসিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভব মধ্যবাঙ্গালার যুগে হয়। অন্ত্য স্বর ক্রমশঃ অনুচ্চারিত হইতে থাকে। অন্ত উদাত্তের কারণে অন্ত্য স্বর রক্ষিত, যথা—ছোট, বড়।

এই কালের পরবর্তী সময় স্বরের অপিনিহিতি আরম্ভ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে অভিশ্রুতিতে পরিণত হয়। যথা—প্রা. বা. করিয়া> ম. বা. কইরা> কোরে। প্রা. বা. কালি> পূর্ববঙ্গ কাইল> কা'ল (Tomorrow)।

আধুনিক বাঙ্গালায় (আ. বা.) দুইটি বিশেষ ধ্বনিতত্ত্ব লক্ষিত হয়। তদ্ভব ও দেশী শব্দের পদমধ্যবর্তী ঢ় স্থানে ড়। যথা—প্রা. বা. বাঢ়ই > ম. বা. বাঢ়ে > আ. ব. বাড়ে। এইরূপ প্রা. বা. পঢ়ই > ম. বা. পঢ়ে > আ. বা. পড়ে।

পদমধ্যবর্তী হ-কারের লোপ, যথা—প্রা. ও ম. বা. নাহি > আ. বা. নাই। প্রা. বা. চাহই > ম. বা. চাহে > আ. বা. চায় ইত্যাদি।

অপিনিহিতি স্বর পূর্বস্বরের সঙ্গে সন্ধিযুক্ত কিংবা লোপ হয়। প্রা. বা. চারি > পূর্ব বা. চাইরি > আ. বা. চার। রাখিয়া > পূ. বা. রাইখ্যা > রেখে। এস্থলে বক্তব্য এই যে পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানে কথ্য ভাষায় এখনও অপিনিহিত স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে, যথা—আইজ, কাইল, দাউদ < (দাদু < দদ্দু < দদ্রু) ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম পরিচ্ছেদ

আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন, যাহা আধুনিক বাঙ্গালায় লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা একটি ক্রমিক বিবর্তনের ফল। ইহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আধুনিক বাঙ্গালার 'বার' প্রা. ভা. আ. ভা. দ্বাদশ হইতে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন শৃঙ্খলা আছে, যথা—আধুনিক বাঙ্গালা বার <মধ্য ও প্রা. বা. ও প্রাকৃত বারহ < পালি বারস <দবাদস (বর্গীয় ব) প্রা. ভা. আ. দ্বাদশ। ইহাদের মধ্যে বারহ মধ্য ও প্রাচীন বাঙ্গালা, অপভ্রংশ এবং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে দৃষ্ট হয়। 'বারস' অর্ধমাগধী, জৈন মাহারাষ্ট্রী, জৈন শৌরসেনী এবং পালিতে দৃষ্ট হয়। 'দ্‌বাদস' অশোকের গীর্ণার (Girnar) লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। —দশ স্থানে—ড়স অশোকের প্রাচ্য লিপিগুলিতে দৃষ্ট হয়। সে স্থানে দুবাড়স শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুবাড়স হইতে 'বার' আসে নাই। সিংহলী ভাষায় দোলোস দুবাড়স হইতে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু নব্য ভা. আ. ভাষায় ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ স্থলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষাকে আমরা আদিম প্রাকৃত বলিতে পারি। বস্তুতঃ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি এই আদিম প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন।

AMARBOI.COM

আধুনিক বাঙ্গালার শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে এইরূপ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আদিম প্রাকৃতে যাইতে হইবে। সংস্কৃতের মধ্যে আদিম প্রাকৃতের অধিকাংশ শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে ধৃত হয় নাই। এরূপ স্থলে আমাদিগকে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে মূল আদিম প্রাকৃত শব্দটি পুনর্গঠিত করিতে হইল। যেমন 'তুমি' এই শব্দটি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন—তুমি<ম. বা. তুহ্মি, তোহ্মে<প্রা. বা., অপ., প্রাকৃত, পালি তুম্‌হে < আদিম প্রাকৃত তুষ্মে (সংস্কৃত যূয়ম্‌)।

কোনও কোনও স্থলে মূল শব্দটি কেবল প্রাকৃতে কিংবা প্রাচীন প্রাকৃতে দৃষ্ট হয়। যথা—আ. বা. দেখে<প্রা. বা. দেখই<প্রা. দেক্‌খই <পালি দেক্‌খতি <অশোকের জৌগড় লিপি দ্রখতি (= দ্রক্‌খতি) <আদিম প্রাকৃত দৃক্ষতি। আ. বা. আছে <প্রা. বা. আছই <প্রা. অচ্ছই <পালি অচ্ছতি = অস্‌ + ছ + তি। (তুঃ গচ্ছতি < গম্‌ হইতে) আছে শব্দটি সং অস্তি হইতে ব্যুৎপন্ন নয়। গাছ <প্রা. গচ্ছ। ঝিঅ <ঝীঅ <ঝীআ <ধীআ <আ. প্রা. ধীতা (= দুহিতা)।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বস্তরের দ্বিত্ববর্ণের একীকরণ হইয়া পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। এরূপ স্থলে পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আর কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু কখনও কখনও প্রা. ভা. আ.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার দ্বিত্ব বর্ণের একীকরণ হইয়া পুনরায় সেই অনাদিভূত অসংযুক্ত বর্ণের সাধারণ নিয়ম মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষাও সেই পরিবর্তন তাহার পূর্ববর্তী স্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছে আধুনিক বাঙ্গালার ডান <ম. বা. ডাহিন <প্রা. বা. দাহিন <মাহারাষ্ট্রী অর্দ্ধ মাগধী, জৈন মাহারাষ্ট্রি শৌরসেনী দাহিণ <অশোক লিপি দাখিণ <পালি এবং প্রাকৃত দক্‌খিণ <প্রা. ভা. আ. আ. দক্ষিণ। এখানে প্রথমে ক্ষ> ক্> খ> হ। ইহাকে আমরা প্রাকৃত দ্বিধ্বনি পরিবর্তন (double sound change) বলিতে পারি। এইরূপ গা <গাঅ <গাত<প্রা. গত্ত>প্রা. ভা. আ. গাত্র। পো <পুঅ <পূত <পুত্ত <পুত্র।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম পরিচ্ছেদ

স্বরাঘাত

ধ্বনি পরিবর্তন শব্দের স্বরাঘাতের উপর নির্ভর করে। ইহা ভার্ণারের ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে (Vernar's law) জার্মান ভাষা গোষ্ঠীর ধ্বনি পরিবর্তনে প্রমাণিত হয়। প্রা. ভা. আ. ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ইতিহাসেও স্বরাঘাতের প্রভাব অগ্রাহ্য নহে। কিন্তু শব্দের স্বরাঘাতের স্থান প্রা. ভা. আর্যভাষা হইতে নিম্নস্তরে সকল সময় এক ছিল না। বৈদিক যুগে আমরা উদাত্ত (Accented), অনুদাত্ত (Unaccented), ও স্বরিত (mixed accented) ভেদে স্বরাঘাত দেখিতে পাই। এই যুগে শব্দের স্বরাঘাতের কোনও নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য যে কোনও স্থানে উদাত্ত স্বরাঘাত হইতে পারিত। কিন্তু একটি শব্দে স্বরাঘাত যে স্থানে হউক না কেন স্থির থাকিত। স্বরে হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রায়ই ত (ক্ত) প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দে স্বরাঘাত সর্বদা অন্ত্যবর্ণে ছিল। এই স্বরাঘাত হিন্দ-য়ুরোপায়ণ যুগের বলা যাইতে পারে। কৃত, মৃত, গত ইত্যাদি শব্দে স্বরাঘাত (উদাত্ত) শেষ স্বরে। এই সকল স্বরাঘাতকে সঙ্গীত স্বরাঘাত (musical accent বা pitch accent) বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৈদিক যুগের পরে শব্দে প্রাচীন স্বরাঘাতস্থান সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। হারমান য়াকবি (Hermann Jacobi) প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ম. ভা. আ. র স্তরে পালি ও প্রাকৃতের যুগে সঙ্গীত স্বরাঘাতের পরিবর্তে শ্বাসাঘাত (Stress Accent) প্রচলিত হয়। প্রাথমিক শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘ স্বরের উপর ও আনুষঙ্গিক (Secondary) স্বরাঘাত প্রথম অক্ষরের (syllable) উপর লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে শরীর শব্দটি লওয়া যাইতে পারে। বৈদিক যুগে ইহার শ্বাসাঘাত আদিস্বরে ছিল। পালি ও প্রাকৃতের যুগে প্রাথমিক শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘ স্বরে (ঈ-কার) এবং আনুষঙ্গিক শ্বাসাঘাত আদিস্বরে (শ্ অ) হইত। অবশ্য ইহা ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান মাত্র। বৈদিক যুগের স্বরাঘাত সম্বন্ধে আমরা বেদের লিখিত পাঠ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ পণিনি ও শিক্ষা গ্রন্থ হইতে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। তৎপরবর্তী যুগের স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত সম্বন্ধে একমাত্র অনুমানই আমাদের সম্বল। প্রাকৃতজ্ঞ পিশেল (Pischel) ম. বা. আ. ভাষার যুগে স্বরাঘাত সম্বন্ধে য়াকবির (Jacobi) সহিত একমত নহেন। তাঁহার মতে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতীয় ভাষাগুলি যথা মহারাষ্ট্রী, অর্ধ মাগধী, জৈন মাগধী, পদ্যের অপভ্রংশ এবং পদ্যের শৌরসেনী বৈদিক স্বরাঘাত স্থান রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। অন্যান্য প্রাকৃতে সংস্কৃতের ন্যায় শ্বাসাঘাত প্রবর্তিত হইয়াছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক টার্ণার (R. L. Turner) পিশেলের মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক যুল ব্লক ম. ভা. আ. ভা.র স্বরাঘাত স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ম. ভা. আ. ভাষার স্বরের লঘুত্ব বা গুরুত্ব আছে, কিন্তু স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত নাই। বিভিন্ন অনার্য ভাষার সংস্রবে আর্যভাষাগুলির স্বরাঘাতের ইতিহাস নানা পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি প্রা. ভা. আ. ভা.র স্বরাঘাত ম. ভা. আ. ভা.র যুগে পরিবর্তিত হয়, যেমন—প্রা. ভা. আ. এক (আদি উদাত্ত), কিন্তু ম. ভা. আ. এক্ক(অন্ত্য উদাত্ত)। এইজন্য অপভ্রংশে এক্ক > বাঙ্গালা হিন্দী ইত্যাদিতে এক।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় একটি নিজস্ব স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত ছিল। এই স্বারাঘাত শব্দের আদি স্বরে প্রযুক্ত হইত। এই যুগে সর্বভারতীয় স্বরাঘাতও বর্তমান ছিল। তজ্জন্য উপধা দীর্ঘস্বরের শ্বাসাঘাত হইত। এই দুই প্রকার শ্বাসাঘাতের মধ্যে একটি আর-একটিকে দূরীকৃত করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা যুগের পরে আদি স্বরাঘাত রহিয়া যায় এবং উপধা দীর্ঘস্বরের শ্বাসাঘাত ভাষা হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। এস্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

প্রাঃ বাঃ	মধ্য বাঃ	আধুনিক বাঃ
আম্বাড়া	আম্বাড়া	আম্‌ড়া
পড়এসী	পড়েশী	পড়্‌শী
আম্‌হে লোআ	আম্‌হারা (< আম্‌হালা)	আমরা

শ্বাসাঘাত বাঙ্গালার মধ্যযুগ হইতে আদি বর্ণে প্রযুক্ত হওয়ায় আধুনিক বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্তি স্বরের লোপ হইয়াছে এবং অন্ত্যস্বরের লোপও সংঘটিত হইয়াছে। এ স্থানে ইহা জ্ঞাতব্য যে দ্রাবিড় ও ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman) ভাষাগোষ্ঠীতে শ্বাসাঘাত আদিতে হয়। সম্ভবতঃ কোল ভাষাগোষ্ঠীতেও এইরূপ নিয়ম ছিল। কিন্তু এবিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও উপভাষায় এখনও অন্ত্যস্বরে শ্বাসাঘাত দেখা যায়। এইজন্য পা, গা, মা ইত্যাদি স্থলে পাও, গাও, নাও ইত্যাদি হয়।

বৈদিক যুগে কিংবা মা. ভা. আ. যুগের অন্ত্য উদাত্ত কোনও কোনও শব্দে বাঙ্গালার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল। ইহাও ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা অনুমিত হয়। বড়, ছোট, উঁচু, বুড়া প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বরের রক্ষা অন্ত্য উদাত্তের কারণে। তুং হিন্দী বড়া, ছোটা, উঁচা, বুঢ়া। সংস্কৃত 'এক', 'নখ' প্রভৃতি হইতে প্রাকৃত এক্ক, নক্‌খ, প্রভৃতি এবং তাহা হইতে ব্যুৎপন্ন বাঙ্গালা 'এক' 'নখ' প্রভৃতি শব্দে অন্ত্য অসংযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যঞ্জনবর্ণের রক্ষা মধ্যযুগের এই অন্ত্য উদাত্তের প্রভাবে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বুড়া প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য আকার সংস্কৃতের স্বার্থে বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন, যথা—বুড়া < বুঢ়া < বুড্‌ঢঅ < বৃদ্ধক। কিন্তু অন্ত্য উদাত্ত না মানিলে প্রাচীন বাঙ্গালায় সরুঅ < স্বরূপ এবং কামরু < কামরূপ এই পদদ্বয়ে বিভিন্ন ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ স্থির করা যায় না।

অন্ত্য উদাত্তের কারণে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অন্ত্য অকারস্থানে আকার হইয়াছে। যথা—অণ্ড—আণ্ডা, গর্দভ— > গাদহা > গাধা, চতুর্থ—চৌঠা, ছিদ্র—ছেদা, পক্ব—পাকা, বক্র—বাঁকা, মিত্র—মিতা, বৃদ্ধ—বুড়া, উচ্চ—উঁচা। অন্ত্য উদাত্তের কারণে অন্ত্য স্বর রক্ষিত হইয়াছে, যথা—উল্কা—উকা, ঋজু—উজো, পক্ষী—পাখী, রশ্মি—রশি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন

শব্দের আদি স্বর প্রাচীন স্তর হইতে আসিয়াছে। যে স্থানে মূলে আদিস্বরের পর যুক্তবর্ণ ছিল সে স্থলে দীর্ঘস্বর হইবার কথা। কিন্তু বাঙ্গালা বানান সংস্কৃত অনুসারে হওয়ায় মূলের ন্যায় বানানে হ্রস্ব স্বরই লিখিত হয়, কেবল মূল অকার স্থানে আকার বানানে প্রদর্শিত হয়, কিন্তু হিন্দী ইত্যাদিতে এরূপ স্থলে দীর্ঘস্বর লিখিত হয় (অবশ্য সব, বটে প্রভৃতি কতিপয় স্থলে মূল অকার আকার হয় নাই)।

প্রা. ভা. আ.	ম. ভা. আ.	অপ.	প্রা. বা.	আ. বা.
অদ্য	অজ্জ	অজ্জি	আজি	আজ
অংশু	অংসু		আঁসু	আঁশ
ইষ্টক	ইট্ঠঅ	×	×	ইট (হিঃ ঈঁট)
উষ্ট্র	উট্ঠ	×	×	উট (হিঃ ঊঁট)
এক	এক্ক	এক্কু	একু	এক
ওষ্ঠ	ওট্ঠ			ওঠ (প্রাদেশিক) ঠোঁট (লেখ্য)

AMARBOI.COM

কোনও কোনও স্থলে আদিস্বর বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে, যথা—প্রা. ভা. আ. উপবিশতি > প্রা. উবইসই > প্রা. বা. বইসই > মা. বা. বইসে > আ. বা. বসে। এইরূপ অভ্যন্তর > অপ. ভিত্তর > বা. ভিতর (হিন্দী ভীতর)। অধস্তাৎ > প্রা. হেট্ঠা > আ. বা. হেট। অলাবু > প্রা. লাবু > আ. বা. লাউ। এইরূপ স্থলে প্রা. ভা. আর্যভাষার আদিস্বর ম. ভা. আ. ভা.র যুগে লুপ্ত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা তাহার পূর্বস্তরের ধ্বনিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছে। অন্য উদাহরণ—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অতসী	তসী	তিসি
উদুম্বর, উডুম্বর	দুম্বর	ডুমুর
উপানৎ (উপানহ)	পানহ	পানই (প্রাদেশিক)
অরিষ্ট	রিট্ঠ	রিঠা
অপিনদ্ধ (সং পিনদ্ধ)	পিনদ্ধ	পেন্ধা (প্রাদেশিক)

শব্দের আদিতে অসংযুক্ত কিংবা ব্যঞ্জন সংযুক্ত প্রা. ভা. আ. ঋ-কার ম. ভা. আ. যুগে অ, ই, উ, রূপে পরিবর্তিত করা হয়। বাঙ্গালায় তাহার পূর্বস্তরের ধ্বনি পরিবর্তন রক্ষা করিয়াছে। যথা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আ.	পালি	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ঋজু	উজু	উজ্জু	উজো (প্রাদেশিক)
শৃগাল	সিগাল	সিআল	শিয়াল
ঘৃত	ঘত	ঘিঅ	ঘি
নৃত্য	নচ্চ	ণচ্চ	নাচ
পৃচ্ছতি	পুচ্ছতি	পুচ্ছই	পুছে

শব্দের আদিতে অসংযুক্ত কিংবা ব্যঞ্জন সংযুক্ত প্রা. ভা. আ. ঐ, ঔ ম. ভা. আ. যুগে এ, ও রূপে পরিবর্তিত হয়। বাঙ্গালায় এই ধ্বনি পরিবর্তন রক্ষা করিয়াছে।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
তৈল	তেল্ল	তেল
গৈরিক	গেরিঅ	গেরি
গৌর	গোর	গোরা
লৌহ	লোহ	লোহা

AMARBOI.COM

ঋ, ৯, ঐ, ঔ, ভিন্ন স্বর ব্যঞ্জনের সহিত আদিতে থাকিলে ম. ভা. আ. ভাষার যুগে তাহা রক্ষিত হইত, যদিও যুক্তবর্ণের পূর্বস্থ দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। বাঙ্গালাতেও হ্রস্বস্বর সম্বন্ধে সেইরূপ, তবে যে স্থলে স্বরের পরে যুক্তবর্ণ আছে, সেস্থলে যুক্তবর্ণের একীকরণে হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘত্ব হইয়াছে (যদিও ইহা আকার ভিন্ন অন্য স্থানে বানানে প্রদর্শিত হয় না)।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	প্রা. বা.	আ. বা
হস্ত	হত্থ	হাথ	হাত
নব	নঅ	নঅ	নয়
শত	সঅ	শঅ	শ
তাম্র	তম্ব	তাম্ব	< তামা, তাঁবা (প্রাদেশিক)
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা	মিছা
ত্রীণি	তিণ্ণি	তীনি	তিন (হিঃ তীন)
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ	দুধ (হিঃ দূধ)
চূর্ণ	চুণ্ণ	চুণ	চূন
মূর্দ্ধা	মুণ্ডা		মুড়া
চূড়া	চূড়া		চুল
ক্ষেত্র	খেত্ত	খেত	ক্ষেত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদমধ্যবর্তি প্রা. ভা. আ. ভাষার স্বর কোনও কোনও স্থলে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় লুপ্ত হইয়াছে।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
বলীবর্দ্দ	বলদ্দ	বলদ
লঘুক	হলুক্ক	হালকা
বিভীতক	বহেড়অ > ম. বা.	বহড়া > বয়ড়া
প্রতিবেশী	পড়িবেশী > প্রা. বা.	পড়বেসী > পড়শী

তুলনীয়

গামছা < গামোছা

আমরা < মধ্য বাঙ্গালা আহ্মারা

প্রা. ভা. আর্য ভাষার পদান্তস্থিত স্বর আধুনিক বাঙ্গালায় প্রায় লোপ পাইয়াছে।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত		বাঙ্গালা
আশা	আসা		আশ
চূড়া	চুলা		চুল
তন্ত্রী	তন্তী	> প্রা. বা. তান্তি	তাঁত
গোরূপ	গোরূঅ	> গোরু	গরু
বৎসরূপ	বচ্ছরূঅ	> প্রা. বা. বাছরূ >	বাছুর
শ্বশ্রূ	সস্সু	> প্রা. বা. সাসু >	শাশ (শাশুড়ী)
অংশু	অংসু	> প্রা. বা. আঁসু >	আঁশ

AMARBOI.COM

কোন কোন স্থলে প্রা. ভা. আ. ভাষার অন্ত্যস্বর বাঙ্গালায় রক্ষিত হইয়াছে।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
শক্তু	সত্তু	ছাতু
বংশী	বংসী	বাঁশী

প্রা. ভা. আ. ভাষার আদিস্থিত ই, উ, পরে যুক্তবর্ণ থাকিলে কোনও কোনও স্থলে বাঙ্গালায় যথাক্রমে এ, ও হয়।

প্রা. ভা. আ.	ম. ভা. আ.	বাঙ্গালা
বিল্ব	বিল্ল (প্রা.)	বেল
ক্ষুম্প	ঝুম্প (প্রা.)	ঝোঁপ
গুচ্ছ (সং)		গোছা
গুম্ফ		গোঁফ

পরবর্তি বর্ণে য-ফলা থাকিলে কোনও স্থলে প্রা. ভা. আ. আদি অকার স্থানে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় এ-কার আসিয়াছে। যেমন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আ	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
শয্যা	সেজ্জা	সেজ
শল্য	সেল্ল	শেল

অন্য কতকগুলি স্থলে প্রা. ভা. আ. ভাষার স্বরের বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। ইহা সমীভবন বা বিষমীভবনের কারণে হইয়াছে। যেমন—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মুকুল	মউল	মোল বোল,
নূপুর	নেউর	নেপুর (প্রাদেশিক অর্ধ তৎসম)

কোনও কোনও স্থলে মূল অ-কার বা প-বর্গ যোগে বাঙ্গালায় ও-কারে পরিবর্তিত হইয়াছে, যেমন—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
প্রভাতি	পহাই	পোহায়
বাহ্য	বোজ্ঝ	বোঝা

কতিপয় স্থানে প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ওকার আধুনিক বাঙ্গালায় অকার হইয়াছে, যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রা.	প্রা. বা.	আ. বা.
বদতি	বোলই	বোলই	বলে
ভবতি	হোই	হোই	হয়

আ. বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্তী হ লোপ হয়। যথা বধূ > বহু > বউ, নাহি > নাই, চাহে > চায়, দেখহ > দেখ। আ. বা. অন্ত্য অকারের লোপ হওয়ায় অন্ত্য মহাপ্রাণ বর্ণ অনেক স্থলে অল্পপ্রাণ হইয়াছে। কতকস্থলে পদমধ্যবর্তী মহাপ্রাণও অল্পপ্রাণ হইয়াছে, যথা—হাত (প্রা. এবং ম. বা. হাথ), আট (প্রা. এবং ম. বা. আঠ), শুকায় (ম. বা. শুখায়), মাজা (ম. বা. মাঝা)। কোনও কোনও স্থলে পরবর্তী হ-কারের সহিত সন্ধিতে মহাপ্রাণ হইয়াছে, যথা—প্রা. ভা. আ. গর্দভ (প্রা. বা. গদ্দহ) > গাধা, কব + হু = কভু. কিচ + হু = কিছু।

উদ্বৃত্ত স্বর—

প্রাকৃত স্তরে কোন শব্দের অনাদি ব্যঞ্জন লোপের দ্বারা যে স্বর অবশিষ্ট থাকে তাহাকে উদ্বৃত্ত স্বর বলে। যেমন প্রা. ভা. আ. আলোক > প্রা. আলোঅ > বা. আলো। প্রা. ভা. আ. যতু > প্রা. জউ > বাং. জৌ। প্রা. ভা. আ. গোরূপ > প্রা.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোরূঅ > বা. গরু। প্রা. ভা. আ. কদল > প্রা. কঅল > বা. কলা। প্রা. ভা. আ. প্রবিশতি > প্রা. পইসই > বা. পশে।

পদান্ত উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ হয়। কিন্তু যদি উদ্বৃত্ত স্বর ই বা উ হয় এবং ই-কারের পূর্বে ই-কার ভিন্ন স্বর আর উ-কারের পূর্বে উ-কার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে পদান্ত স্থলে সন্ধিস্বরূপে (diphthong) তাহারা বর্তমান থাকে। পদমধ্যে তাহাদের নানারূপ পরিবর্তন হয়।

উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
শত	সঅ	শ
পাদ	পাঅ	পা
মাতা	মাআ	মা
ঘৃত	ঘিঅ	ঘি
স্বরূপ	সরূঅ	সরু
আলোক	আলোঅ	আলো
পানীয়	পানিঅ	পানি

AMARBOI.COM

উদ্বৃত্ত স্বর মিলিত হইয়া সন্ধিস্বর—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
খদিকা	খইআ	খই
নদী	নই (প্রা. বা.)	নই
ভ্রাতৃক	ভাইঅ	ভাই
যবাগু	জাউ	জাউ
সূচী	সূঈ	সুই, সুঁই

মধ্য বাঙ্গালার পদান্তস্থিত হ লোপে আধুনিক বাঙ্গালায় যে উদ্বৃত্ত স্বর উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বোক্ত রূপ বর্তমান থাকে।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	মধ্য বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
চলথ	চলহ	চলহ	চল
দধি	দহি	দহি	দই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	মধ্য বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
রাধিকা	রাহিআ	রাহী	রাই
সখী	সহী	সহি	সই
বধূ	বহূ	বহু	বউ
মধু	মহু	মহু	মউ

পদমধ্যবর্তী উদ্বৃত স্বর আধুনিক বাঙ্গালায় (১) কোনও কোনও স্থলে লুপ্ত হইয়াছে ; (২) কোনও কোনও স্থলে পূর্বস্বরের সহিত সন্ধি সৃষ্টি করিয়া একক স্বর হইয়াছে এবং (৩) কোনও কোন স্থলে সন্ধিস্বররূপে বর্তমান আছে।

	প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	মধ্য বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
(১)	আবিশতি	আইসই	আইসে	আসে
	পিতৃস্বসৃকা	পিউসিয়া	পিউসী	পিসি
	মাতৃস্বসৃকা	মাউসিআ	মাউসী	মাসী
(২)	অবিধবা	অইহআ	আইহ	এয়ো
	আকুলায়িত	আউলাইঅ	×	এলো
(৩)	সেফালিকা	সেহালিআ	শেআলী	শিউলী
	দেহলী	দেহলী	×	দেউড়ী
	মধুরিকা	মধুরিঅ	×	মৌরী

পরবর্তী ব্যঞ্জনের একীকরণে পূর্বের ঋ-জাত অ, ই, উ, দীর্ঘ হয় (ঈ উ বানানে প্রদর্শিত হয় না)। নৃত্য > প্রা. নচ্চ > বাং. নাচ। দৃষ্টি > ম. ভা. দিট্‌ঠি > প্রা. বা. দীঠি। বৃদ্ধ > ম. ভা. বুড্‌ঢ > ম. বা. বুঢ় > আ. বা. বুড়া (হিঃ বূঢ়া)।

বাঙ্গালা বানান সংস্কৃত অনুসারী হওয়ায় একীকরণজাত পূর্বস্বরে দীর্ঘত্ব অকার ভিন্ন অন্যস্থানে বানান সূচিত হয় না। কতিপয় স্থলে একীকরণের পরে অ-কারের স্থানে আ-কার হয় নাই। প্রা. ভা. আ. সর্ব > প্রা. সব্ব > বা সব। প্রা. ভা. আ. বর্ততে > প্রা. বট্টই > বাং. বটে। প্রা. ভা. আ. চক্ষুঃ > প্রা. চক্‌খু > ম. বা. চখু > চৌখ > চোখ। প্রা. ভা. আ. রক্তিকা > ম. ভা. রত্তিআ > বা. রতি। প্রা. ভা. আ. নস্ত > নত্থ > নথ। আদিম প্রাকৃত বড্র > প্রা. বড্ড > বা. বড়।

কয়েক স্থলে আদি অ-কার পরে যুক্তবর্ণ না থাকিলেও আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রা. ভা. আ. অশীতি > প্রা. অসীই > বাং. আশী। প্রা. ভা. আ. অভিমন্যু > প্রা. অহিবণ্ণ > ম. বা. আইহন > আয়ান। প্রা. ভা. আ. অলক্ত > প্রা. অলত্ত > বাং আলতা। অভাবার্থক অ উপসর্গ বাঙ্গালায় আ হইয়াছে, যথা—প্রা. ভা. আ. অলবণিক > প্রা. অলোণিঅ > বা. আলুনি। এইরূপে আদেখা, আবাগী, আকাল ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতোনাসিক্যীভবন ঃ চন্দ্রবিন্দু-আগম

কতিপয় স্থলে অকারণে স্বর অনুনাসিক হইয়াছে। ইহাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলা হয়। ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ উচ্চারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনুনাসিকযুক্ত দৃষ্ট হয়, এইরূপ স্থলে অনুনাসিককে ম. ভা. স্তরের উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে।

প্রা. ভা. আ. আর্য	প্রাকৃত	মধ্য বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
ছুপতি	ছুঅই	ছোএ	ছোঁয়া
বক্র	বঙ্ক		বাঁকা
পিপীলিকা			পিঁপড়া
পূয়	পূঅ		পুঁজ
উচ্চ	(প্রা. বা.)	উঞ্চা >	উঁচু

ইহাদের মধ্যে হিন্দী বাঁকা, উঁচা, শব্দ হইতে বুঝিতে পারি প্রা. ভা. আর্য ভাষায় অনুনাসিক না থাকিলেও ম. ভা. স্তরে অনুনাসিক আগম হইয়াছিল এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা অনুনাসিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

AMARBOI.COM

সাধারণ অনুনাসিক

প্রা. ভা. আ. ভাষায় অনুনাসিক বর্ণদ্বারা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে কিংবা অনুস্বার থাকিলে আধুনিক বাঙ্গালায় তাহার পূর্বস্বর অনুনাসিক হয়। কতিপয় স্থলে অনুনাসিক বর্ণ থাকিলেও বাঙ্গালায় অনুনাসিক হয় নাই, যেমন লম্ফ > লাফ, অভ্যন্তর > ভিতর। প্রা. বাঙ্গালায় এরূপ স্থলে অর্দ্ধ অনুনাসিক ছিল, এইরূপ প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয়	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
পঙ্ক	পংক	পাংক	পাঁক
পঞ্চ	পংচ	পাঞ্চ	পাঁচ
কণ্টক	কণ্টঅ		কাঁটা
চন্দ্র	চন্দ	চান্দ	চাঁদ
মাংস	মংস	মাংস	মাঁস
বংশ	বংস		বাঁশ
হংস	হংস		হাঁস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পদান্তস্থিত ঙ্গ > ং হয়। প্রা. ভা. আ. শৃঙ্গ > প্রাকৃত সিংগ > বা. শিং। প্রা. ভা. আ. ব্যঙ্গ > প্রা. বাং. বেঙ্গ > বাং. ব্যাবং। সেইরূপ রঙ্গ > রাঙ্গ > রাং। কতিপয় স্থলে অসংযুক্ত অন্ত্য ণ ন অনুনাসিকে পরিবর্তিত হইয়াছে, যথা—প্রা. ভা. ধনেন > অপ. ধনেঁ > প্রা. বা. ধনেঁ > আ. বা. ধনে। সাধারণতঃ অনাদি অসংযুক্ত 'ম' অপভ্রংশে বঁ হইয়া বাঙ্গালায় পূর্বস্বরকে অনুনাসিক করিয়াছে, যথা—প্রা. ভা. আ. ভূমি > অপ, ভূবিঁ > ম. বাঁ. ভূঞি > অ্য. বা. ভূঁই। প্রা. ভা. আ. রোম > অপ. রোবঁ > আ. বা. রোঁয়া, রোঁ। প্রা. ভা. আ. সংক্রম > প্রা. বাং. সংকম > আ. বা সাঁকো। আধুনিক বাঙ্গালায় অনুনাসিক আদিবর্ণে যুক্ত হয়। প্রা. ভা. আ. গোস্বামী > অপ. গোস্‌সাবঁা > ম. বা. গোসাঞি > আ. বা. গোঁসাই। এই জন্য তাঁহাদের, যাঁহাদের, কিন্তু তাহাঁদের, যাহাঁদের হইবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন

আদি ও অনাদি স্থানে

শব্দের আদিস্থানে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাধারণতঃ লোপ হয় না। কদাচিৎ কোনও স্থলে পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত—

(১) আদি 'য' প্রাকৃতে 'জ' হয়। বাঙ্গালাও তাহা উত্তরাধিকারী রূপে পাইয়াছে, যদিও বর্তমান বানানে সর্বত্র 'জ' লেখা হয় না। যথা ঃ—

প্রা. ভা. আর্য	পালি	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
যন্ত্র	যন্ত	জন্ত	জাঁতা
যোত্র	যোত্ত	জোত্ত	জোত
যাতি	যাতি	জাই	যায়

(২) প্রা. ভা. আ. ভাষার আদি কিংবা অনাদি শ-ষ-স পালিতে একমাত্র 'স'কারে পরিণত হয়। এইরূপ মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতেও হয়। মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'শ' হয়। বাঙ্গালার উচ্চারণে একমাত্র তালব্য-'শ'কার থাকিলেও সংস্কৃতের বানান অনুসরণ করিয়া শ-ষ-স লেখা হয়। ইহা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক।

	প্রা. ভা. আর্য	প্রাকৃত	মাগধী প্রাকৃত	বাঙ্গালা
আদিতে ঃ	শকুল	সউল	শউল	শোল
	ষণ্ড	সণ্ড	শণ্ড	ষাঁড়
	সপ্ত	সত্ত	শত্ত	সাত

	প্রা. ভা. আর্য	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অনাদিতে ঃ	মশক	মসঅ	মশা
	কষায়	কসাঅ	কষা
	শস্য	সস্স	শাঁস

ভুল ব্যুৎপত্তির জন্য শোয়, বসে, আসে প্রভৃতি বানান প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শোয় < প্রা. ভা. আ. স্বপিতি ; বসে < প্রা. ভা. আ. উপবিশতি ; আসে > প্রা. ভা. আ. আবিশতি।

(৩) কতিপয় স্থলে আদি কিংবা অনাদি শ-ষ-স স্থলে 'ছ' হয়।

	প্রা. ভা. আর্য	পালি	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
আদিতে ঃ	শাব	ছাব	ছাঅ	ছা
	শ্রী	সিরি	সিরি	ছিরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	প্রা. ভা. আর্য	পালি	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
	শক্তু	সত্তু	সত্তু	ছাতু
	ষষ্	ছ	ছহ (অপভ্রংশ)	ছয়
	সন্ধান	সন্ধান	সন্ধাণ	ছাঁদন
	সপ্তপর্ণ	ছত্তিবণ্ন ম. বা.	ছাতীঅন	ছাতিম
	সূচি			ছুঁচ
	সিঞ্চতি	সিঞ্চতি	সিঞ্চই	ছেঁচে
	সূত্রধর		সুত্তঅর	ছুতার
অনাদিতে ঃ	শ্মশ্রু	মস্সু		মোছ
	মুষা	মুসা		মুছি, মুচি

(৪) 'ক' স্থানে 'খ' হয়, যথা—

প্রা. ভা. আ. কর্পর > প্রা. খপ্পর > বা. খাপরা। প্রা. ভা. আ. কীল > প্রা. খীল > বা. খিল।

(৫) 'ক' স্থানে 'চ' হয়, যথা—

প্রা. ভা. আ.	কিরাততিক্ত >	প্রা. চিরাঅইত্ত >	বা. চিরতা।
"	বিক্রয়তি >	" বিক্কেই >	বা. বেচে।

AMARBOI.COM

(৬) 'প' স্থানে 'ফ' ; যথা—প্রা. ভা. আ. পতঙ্গ—পা. ফড়িঙ্গ, বা. ফড়িং। এইরূপ প্রেরয়তি—প্রা. পেল্লই, ম. বা. পেলে, আ. বা. ফেলে।

(৭) 'ব' স্থানে 'ভ' ; যথা—প্রা. ভা. আ, বুস—পা, ভুস, বা. ভুসি।

(৮) আদি 'ভ' ; যথা—প্রা. ভা. আ. ভবতি—পা. হোতি, প্রা. হোই, বা. হয়। আধুনিক বাঙ্গালায় অনাদি 'হ' থাকে না। যথা—মহাশয় > মশায় ; মহাকাল > মাকাল ; নাহি > নাই। কতিপয় স্থানে আদি 'ম' স্থানে বঁ বা ভ হয়। যথা প্রা. ভা. আ. মহিষ > *বঁহিস > বা. ভঁইস, > মেঢ্র > *ভেঢ় > বা. ভেড়া।

(৯) কতিপয় স্থলে আদি কিংবা অনাদি 'র' স্থানে 'ল' হয়। বেদের ভাষায় 'র' এর প্রাধান্য দেখা যায়, যথা—বৈদিক রঘু > স. লঘু। সংস্কৃতে র, ল-য়ের অভেদ বলা হইয়াছে। এইজন্য রোম, লোম ইত্যাদি দুইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'ল'-কার আছে। প্রা. ভা. রথ্যা > মা. প্রা. লচ্ছা > প্রা. বা. লাছ > ম. ব. নাছ। পারসী দীওআর > বা দেওআল। আরবী মর্হম > বা. মলম। পর্তুগীজ armario, বা. আলমারী।

(১০) কতিপয় স্থানে আদি ও অনাদি ল > র, যথা—প্রা. ভা. লসুন > বা. রসুন। এইরূপ লোহিত > প্রা. লোহিঅ > রুই (মাছ)।

(১১) কতিপয় স্থানে অনাদি ড় স্থানে ল হয়। যথা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আর্য	মধ্য ভারতীয়	প্রাচীন বাঙ্গালা	বাঙ্গালা
ক্রোড়	কোড়		কোল
চূড়া	চুড়া	চুলি	চুল
ক্রীড়া	খেড্ড	খেড়া	খেলা

(১২) কতিপয় স্থানে অনাদি ল স্থানে ড় হয়। যথা—

প্রা. ভা. আর্য	মধ্য ভারতীয়	বাঙ্গালা
অর্গল	অগ্গল	আগড়
দেহলী	দেহলী	দেউড়ী
যুগল	জুঅল	জোড়া

(১৩) কতিপয় স্থানে আদি ও অনাদি দন্ত্যবর্ণ স্থানে মূর্ধন্য বর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যুক্ত মূর্ধন্যবর্ণের দৃষ্টান্ত আছে যথা ঃ—প্রা. ভা. আ. দর > ডর। প্রা. ভা. উদয়তি—স. উড্ডয়র্ত্তি, বা উড়ে। প্রা. ভা. আ. দংশ—প্রা. ডংশ, বা. ডাঁস। প্রা. ভা. আ. পততি—প্রা. পড়ই, বা. পড়ে।

(১৪) কতিপয় স্থলে ঋ এবং র-কারের প্রভাবে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য হইয়াছে। যথা ঃ—

প্রা. ভা. আর্য	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
বর্ততে	বট্টই	বটে
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	ম. বা. বুঢ়া, বুড়া
মৃত	(মাগধী প্রা) মট	মড়া
মর্দতি	মড্ডই	মাড়ে
ছর্দতি	ছড্ডই	ছাড়ে
ক্ষুদ্র	খুড্ড	খুড়া

ফরতুনাতোভ (Fortunatov) বলেন, হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষায় ল যুক্ত দন্ত্যবর্ণ প্রা. ভা. আ. ভাষায় মূর্ধন্য হইয়াছে। পাণি < *পাল্‌নি তুং Palm ; ভাষা <*ভাল্‌সা, তুং লিথুয়ানিয়ান balsas (ভাষা) ; জঠর <*জল্থর তুং জর্ত্তু, গথিক kilthei (গর্ভ) ; পাষাণ <*পাল্‌সান, তুং জর্মান Fels.

অনাদি স্থানে

(১) শব্দের অনাদিতে প্রা. ভা. আ. ভাষার অসংযুক্ত ক, গ, ত, দ, প, য়, ব (অন্তঃস্থ) প্রাকৃতে লোপ হয়। বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে এই নিয়ম উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আর্য	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
চর্মকার	চর্মআর	চামার
মাতা	মাআ	মা
পাদ	পাঅ	পা
পারদ	পারঅ	পারা
সর্ষপ	সরিস্অ	সরিষা
উপদীকা	উঅঈআ	উই
কপিত্থ	কবিত্থ	কয়েত, কত
বলয়	বলঅ	বালা
ধবল	ধঅল	ধলা
রব	রঅ	রা

(২) প্রাচ্য প্রাকৃতে অনাদি চ জ লোপ হইত না। বাঙ্গালাতেও এই নিয়ম। কোনও কোনও স্থলে মধ্যদেশীয় ভাষা হইতে অনাদি চ জ লোপযুক্ত শব্দ ঋণ করা হইয়াছে।

AMARBOI.COM

	প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
	পেচক	পেচঅ	পেঁচা
	মোচ	মোচ (পালি)	মোচা
	পচতী	পচই	পচে
	প্রাচীর	পাচীর	পাঁচিল
	প্রাজন	পাচন (পালি)	পাঁচন
অন্যপক্ষে	সূচী	সূই	সুঁই
	রাজা	রাআ	রায়
	রাজিকা	রাইআ	রাই (সরিষা)

(৩) শব্দের মধ্যে প্রা. ভা. আ. ভাষার অসংযুক্ত খ ঘ থ ধ ফ ভ য প্রাকৃতে হ হয়। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ঐ হ উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়াছে; কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় ঐ হ লোপ হয়।

	প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
খ—	সুখী	সহী	সই
	মুখ	মুহ + হ্রস্বার্থে বি	মহরী, মুহুরী
ঘ—	বাসগৃহ	বাসঘর	বাসর
থ—	গূথ	গূহ	গু
	কথনিকা	কহনিআ	কাহিনী
	যূথিকা	জুহিআ	জুঁই

	প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ধ—	মধু	মহু	মউ, মৌ
	বধূ	বহূ	বউ, বৌ
ফ—	শেফালিকা	শেহালিআ	শিউলি
	কফণি	কহোণি	কনুই (হি. কুহ্‌নী)
ভ—	সৌভাগ্য	সোহগ্‌গ	সোহাগ
	নাভি	নাহি	নাই

(৪) শব্দের অনাদি ণ কখনও কখনও ড় হয়, যথা—

পাষাণ	পাহাণ	পাহাড়
বেণু	বেলু	বেঁড়ু
সংজ্ঞা	সণ্ণা	সাড়া

(৫) কতিপয় স্থলে অনাদি ত, দ স্থানে প্রাকৃতে র হয়। বাঙ্গালাতেও তাহা রক্ষিত হইয়াছে, যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সপ্ততি	সত্তরি	সত্তর
দ্বাদশ	বারহ	বার

(৬) আধুনিক বাঙ্গালায় পদান্তস্থিত ন স্থানে কতিপয় স্থলে ম হইয়াছে, যথা— পালি পেখুম > বা. পেখম। মধ্য বা. ছাতীঅন > বা. ছাতিম।

AMARBOI.COM

যুক্তাক্ষরের বিবর্তন

শব্দের আদিবর্ণ যুক্তাক্ষর হইলে তাহাদের একীকরণ হয়। সাধারণতঃ আদিবর্ণের 'র' ফলা, 'ব' ফলা 'য' ফলা ইত্যাদি স্থানে ফ-লার লোপ হইয়াছে। অবশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় বর্তমান থাকে। বাঙ্গালায়ও এরূপ। যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ক্রীণাতি	কিণই	কিনে
ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ	বামন
গ্রাম	গাম	গাঁ
ত্রীণি	তিণ্ণি	তিন
হ্রদ	দহ	দহ
প্রতিবেশী	পড়িবেসী	পড়শী
ব্যাঘ্র	বগ্‌ঘ	বাঘ
দ্বে	দুবে	দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদি 'জ্ঞ' স্থানে প্রাকৃতে মূর্ধন্য ণ হয় ; বাংলায় 'ন'-কার হয়। যথা—প্রা. ভা. আ. জ্ঞাতিগৃহ > প্রা. ণাইঘর > প্রা. নাইহর > প্রাদেশিক বাঙ্গালায় নাইওর।

আদি 'ক্ষ' স্থানে খ কিংবা ঝ হয়, যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ক্ষুর	খুর	খুর
ক্ষীর	খীর	খীর
ক্ষুরিকা	ছুরিআ	ছুরি
ক্ষার	ছার	ছার (ছাই)
ক্ষরতি	ঝরই	ঝরে
ক্ষাম	ঝাম	ঝামা

নিম্নলিখিত স্থানে ফ-লার লোপ না হইয়া ঊর্ধ্ববর্ণের লোপ হইয়াছে, যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
শ্মশান	মসাণ	মশান
স্নাতি	ণ্হাই	নায়
স্নেহ	ণেহ	নাই, লাই

মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় কোনও কোনও স্থানে আদি 'দ্য' স্থানে 'জ' ও 'ধ্য' স্থানে 'ঝ' হইয়াছে। বাংলাতেও তদ্রূপ। প্রা. ভা. আ. দ্যুত > পা. জুত > প্রা. জুঅ > বা. জুআ। প্রা. ভা. আ. দ্যুতি > পা. জুতি > প্রা. জুই > ম. বা. ও আসামী জুই (অগ্নি অর্থে) তুং সং জ্যোতিঃ < দ্যুতিঃ। প্রা. ভা. আ. ধ্যান > পা. ঝান >, প্রা. বা. ঝান।

AMARBOI.COM

কতিপয় স্থলে আদি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের স্থানে বিশেষ পরিবর্তন সহ একক ব্যঞ্জন দেখা যায়। যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
স্থামন	ঠাম	ঠাঁই
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম
স্তর	থর	থর
স্তব্ধ	ঠড্ঢ	ঠাণ্ডা

প্রাচীন ভারতীয় হ্য স্থানে পালিতে য্হ, প্রাকৃতে জ্ঝ, বাঙ্গালায় ঝ হয় এবং পূর্ব স্বরের দীর্ঘীকরণ হয়। যথা—প্রা. ভা. বাহ্য > পালি, বয্হ > প্রা. বোজ্ঝ > বা. বোঝা, বোঝ।

অনাদি প্রাচীন ভারতীয় ত্য থ্য দ্য ধ্য স্থানে ভারতীয় আর্য ভাষায় যথাক্রমে চ্চ চ্ছ জ্জ জ্ঝ হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব সহ চ ছ জ ঝ হইয়াছে। যথা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আ	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সত্য	সচ্চ	সাচা (প্রাদেশিক)
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা
সদ্যঃ	সজ্জো	সাঁজো
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ

অনাদি প্রাচীন ভারতীয় স্ত, স্থ, ইত্যাদি স্থলে মধ্য ভারতীয় আ. ভাষায় 'স' কারের পরবর্তী স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতাসহ দ্বিত্ব হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালায় পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব সহ ধ্বনির একীকরণ হইয়াছে।

প্রা. ভা. আ.	প্রাকত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
হস্ত	হত্থ	হাথ	হাত
পুষ্করী	পোক্খরী	পোখরী	পুকুর

কতিপয় স্থলে প্রাচীন ভারতীয় অনাদি র্য স্থানে মাগধী প্রাকৃতে 'য়্য' হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'য়' হইয়াছে। যথা—প্রা. ভা. আ. আর্যিকা > মা. প্রা. অয়্যিআ > ম. বা. আয়ি > বা. আই।

প্রা. ভা. আ. ভাষার যুক্তাক্ষরে কতিপয় স্থলে প্রাকৃতে স্বরভক্তি হইয়াছে এবং আধুনিক বাঙ্গালায় তাহা রক্ষিত হইয়াছে, যথা—

প্রা. ভা. আ.	প্রাকৃত	ম. বা.	আ. বা.
অগ্নি	অগণি	আগুনি	আগুন
শ্রী	সিরী	×	ছিরি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কারক-বিভক্তির ইতিহাস

হিন্দ-য়ুরোপায়ণ যুগে আমরা আটটি কারক দেখিতে পাই। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদদ্বয়কে এই আটটির মধ্যে ধরা হইয়াছে। প্রা. ভা. আ. ভাষাতেও এই আটটি কারক ছিল। অশোকের পরবর্তী মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সম্প্রদান ও সম্বন্ধ উভয়ই সম্বন্ধ পদ দ্বারা সূচিত হইত, যেমন—বুদ্ধায় নমঃ স্থানে পালি বুদ্ধস্‌স নমো। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাল পর্যন্ত তিনটি বচন ছিল। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় কেবল একবচন ও বহুবচন ব্যবহৃত হইত। ভাষার বিভিন্ন স্তরে শব্দরূপে আমরা সাদৃশ্যমূলক (analogus) গঠন দেখিতে পাই। প্রা. ভা. আ. ভাষার কাল পর্যন্ত কারকগুলি সংহতিমূলক (synthetical) ছিল। ম. ভা. যুগ হইতে বিশ্লেষণমূলক হইতে আরম্ভ হয়। এই বিশ্লেষণমূলক (anlytical) কারক পালির পর আরম্ভ হয়। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রভাব সংস্কৃতের উপর লক্ষিত হয়, যথা—প্রা. ভা. আ. মহ্যম্‌, ম. ভা. মহ্যম্‌, মৎকৃতে, মম কৃতে। প্রা. ভা. আর্য ভাষায় করণ কারকের বিভক্তির দ্বারা করণত্ব ও সহ কারত্ব উভয়ই বুঝাইত, যথা,—'তেন। ইহার অর্থ ছিল 'তাহাদ্বারা' বা 'তাহার সহিত'। সংস্কৃতে সহার্থ বুঝাইবার জন্য তৃতীয়ার সহিত পৃথক্‌ সহার্থ বোধক শব্দের প্রয়োগ হয়, যথা—তেন সহ, তেন সার্ধম, তেন সার্থম্‌। ইহাও বিশ্লেষণমূলক (analytical) বৌদ্ধ সংস্কৃতে সম্বন্ধ পদের স্থলে কৃত শব্দ যোগে কারক নিষ্পন্ন হইত, যথা—সংস্কৃত উদ্যানস্য আসনম্‌ স্থলে উদ্যানকৃতং আসনম্‌ স. মালায়াঃ করন্তে স্থানে মালাকৃতে করন্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কৃতস্থানে কার্য শব্দও এইরূপে ব্যবহৃত হইত। ভাষাবিকাশে আমরা আরও দেখিতে পাই বিশেষ্য ও সর্বনামের বিভক্তিগুলি ক্রমশঃ একরূপ হইয়া যাইতেছে। এমনকি তিনটি লিঙ্গের মধ্যে কারক বিভক্তিগুলি একরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রা. ভা. আ. ভাষায় পুং এবং ক্লীবলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের মধ্যে যে বিভিন্ন বিভক্তি রূপ, ম. ভা. আ. ভাষায় তাহা সাদৃশ্যমূলক গঠনের প্রভাবে একাকার হইয়া যায়। অপভ্রংশ যুগে বর্ণলোপ ও বিকারের ফলে এবং সাদৃশ্যমূলক গঠন দ্বারা অনেকগুলি কারক বিভক্তি প্রায় একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য তাহার পরবর্তী নব্য ভা. আ. ভাষা স্তরে কারক বিভক্তিগুলি নূতনরূপে গড়িবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে আমরা কারক অব্যয়ের ব্যবহার দেখিতে পাই। এস্থলে উদাহরণার্থে 'অশ্ব' শব্দের অপাদান কারকের একবচনের রূপ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-য়ুরোপায়ণ যুগ	—	ekuod
আর্য যুগ	—	অশ্বাৎ
প্রা. ভা. আ. যুগ	—	অশ্বাৎ
অশোক যুগ	—	অস্সা
ম. ভা. আ. যুগ (পালি)	—	অস্সা, অস্সম্মা, অস্সমহা
" (প্রাকৃত)	—	অস্সা, অস্সত্তো, অস্সাহি, অস্সাউ
" (অপভ্রংশ)	—	অস্সহু
প্রাচীন বাঙ্গালা	—	ঘোড়াহুঁ
মধ্য বাঙ্গালা	—	ঘোড়াত, ঘোড়াএ হইতে, ঘোড়াত হইতে
আধুনিক বাঙ্গালা	—	ঘোড়া হইতে, ঘোড়া থেকে

প্রথমে সংখ্যায় ও তৎপরে সর্বনামে তিন লিঙ্গেই বিভক্তিরূপ প্রায় একাকার প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিশেষ্য, বিশেষণেও একরূপ হইতে আরম্ভ করে।

কর্তৃকারক

AMARBOI.COM

কর্তৃকারকে বিভক্তি লোপ (বা শূন্য বিভক্তি), 'এ' (য়) বিভক্তি এবং 'তে' বিভক্তি হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় লিঙ্গভেদে কর্তৃকারকের একবচনে রূপভেদ ছিল, যথা—নরঃ (পুং), লতা (স্ত্রী), ধনম্ (ক্লীব)। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষায় 'অ'-কারন্ত শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়স্থানে 'এ' বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—মিগে (সংস্কৃত মৃগঃ), ধনে (সং ধনম্)। মাগধী প্রাকৃতে কর্তৃকারকের একবচনে বিকল্পে বিভক্তি লোপ হয়। প্রাচ্য অপভ্রংশে সাধারণতঃ বিভক্তির লোপ লক্ষিত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এইরূপ। আধুনিক বাঙ্গালায় আমরা এই বিভক্তি লোপ দেখিতে পাই। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই বিভক্তি লোপ নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হইয়াছে ঃ পুত্রঃ > মাগধী প্রা. পুত্তে > মা. অপ. পুত্তি > প্রা. বা. পূত > আ. বা. পুত। কিন্তু আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার বহু পূর্বে অশোকের শিলালিপিতে কখন কখন এবং মা. প্রা. বিকল্পে এই বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই।[২৬] অতএব ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্তধ্বনি পরিবর্তনের ইতিহাস সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, এই বিভক্তি লোপ সাদৃশ্যবশতঃ হইয়াছে। প্রা. ভা. আ. ভাষার ক্লীবলিঙ্গে 'অ'-কারন্ত ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের কর্তৃকারকের একবচনে কোনও বিভক্তি হয় না, যেমন—বারি, মধু ইত্যাদি। এইরূপ অন্ ভাগান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে অ-কারান্ত হয়, যথা—কর্ম, নাম ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ পালিতেও আছে। অধিকন্তু

২৬. বররুচি ১১শ অধ্যায়, দশম সূত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালিতে 'অ'-কারান্ত ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের রূপে ক্লীব ও পুংলিঙ্গে বিকল্পে বিভক্তি লোপ হয়। প্রা. ভা. আ. ভাষায়—পুংলিঙ্গে নরঃ, হরিঃ, সাধুঃ ইত্যাদি, ক্লীবলিঙ্গে ধনম্, বারি, মধু ইত্যাদি (বিসর্গহীন) ; পালি পুং নরো, অগ্‌গি, ভিক্‌খু ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গ অক্‌খি (অক্‌খিং), ধনং, মধু (মধুং) ইত্যাদি। প্রথমে 'অ'-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচনে সাদৃশ্যবশতঃ বিভক্তি লোপ হয়। তৎপরে ক্লীবলিঙ্গের সাদৃশ্যবশতঃ অকারান্ত পুংলিঙ্গেও বিভক্তি লোপ হয়। অশোকের প্রাচ্য লিপিতেও 'অ' কারান্ত ক্লীবলিঙ্গের ও পুংলিঙ্গের কর্তৃকারকের একবচনে একরূপ 'এ' কারান্ত হইয়াছে।

প্রাচীন, মধ্য ও নব্য বাঙ্গালায় কোনও কোনও স্থলে কর্তৃকারকে একবচনে 'অ' কারান্ত শব্দের 'এ' কার বিভক্তি হয়, যথা—প্রা. বা. কাহ্নে গাই, বাজুলে দিল ইত্যাদি (বৌদ্ধ গান)। নব্য বাঙ্গালায় লোকে বলে, 'পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়' ইত্যাদি। এই 'এ' কার বিভক্তি অশোকের প্রাচ্যানুশাসনে এবং মাগধী প্রাকৃতে লক্ষিত হয়। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। প্রা. ভা. আ.—পুত্রকঃ (পুত্র + ক বিভক্তি স্বর্থে) > মাগধী প্রা. পুত্তকে, পুত্তগে, পুত্তএ > মাগধী অপঃ পুত্তই > প্রা. বা. > পুত্তে (অ + ই = এ)।[২৭] এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই যে প্রাচীন বাঙ্গালায় পদান্ত উদ্বৃত্তস্বরে সন্ধি নিয়মবহির্ভূত ; তজ্জন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় অ + ই = এ হয় না। কেননা প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা চলই, ভনই, এইরূপ পদ প্রাপ্ত হই। এইরূপ সন্ধি আধুনিক বাঙ্গালায় হইয়াছে বটে, যথা—চলে, ভনে। এই 'এ' বিভক্তি তৃতীয়া বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। কাজেই এই 'এ' কারের পূর্বরূপ এঁ। প্রা. ভা. আ. এন > মধ্য ভা. আ. এণ > অপঃ এঁ > প্রা. বা. এঁ, এ। প্রা. ভা. আর্য ভাষার অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের কর্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ হইতে এই প্রকার বিভক্তি আধুনিক বাঙ্গালায় বর্তমান কালের কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে সংক্রমিত হইয়াছে। প্রা. ভা. আ. কৃষ্ণেন দৃষ্টম্ > প্রা. কণ্‌হেণ দিট্‌ঠং > অপঃ কণ্‌হেঁ দীট্‌ঠ > প্রা. বা. কাহ্নে দীঠা (কাহ্নে দেখিল)। ইহার সাদৃশ্যে 'কাহ্নে গাই' > প্রা. ভা. আ. কৃষ্ণো গাতি।

মূলতঃ এই একার বিভক্তি সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় প্রযুক্ত হইত। প্রাদেশিক বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় এখনও সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় বিভক্তি পার্থক্য রক্ষিত আছে ; যথা—রামে খায়, কিন্তু রাম গেল। ক্রিয়াবিহীন বাক্যে (Nominal Sentence) কখনও কখনও মধ্য বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে এই 'এ' কার বিভক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার ইতিহাস অন্যরূপ। এই 'এ' কার প্রাচ্য প্রাকৃতের বিভক্তি হইতে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ডক্টর চট্টোপাধ্যায় অন্ত্যস্বরের উর্দ্ধতন (survival) প্রাচীন বাঙ্গালায় স্বীকার করেন না, যদিও এই উর্দ্ধতনের প্রমাণ আছে।

২৭. *O. D. B. L.* p. 741

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ত্যস্বর রক্ষার উদাহরণ ঃ—

প্রা. বা. ও ম. বা.-আম্‌হে < ম. ভা. আ. -অম্‌হে < প্রা. ভা. আ-অম্মে
” তুম্‌হে < ” তুম্‌হে < ” *তুম্মে
” তীনি < ” তিণ্নি < ” ত্রীণি
” চারি < ” *চাআরি, ম. ভা. আ. চত্তারি < ” চত্বারি

ক্রিয়াবিহীন বাক্যের কর্তৃপদের একবচনে ‘এ’কার বিভক্তির দৃষ্টান্ত—প্রা. বা.—রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে (চর্যা ১১নং) ; ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা (চর্যা নং ১৯) ; মধ্য বা.—চন্দন তিলকেঁ আতিশোভিত কপালে (শ্রীকৃঃ কীঃ ৩।১ পৃঃ) ; কাঠিসম বাহুযুগলে (৪।১)। আধুনিক বাঙ্গালায় এরূপস্থলে ‘এ’কার বিভক্তি হয় না। অন্ত্য আকার, একার এবং ওকার শব্দের পরে ‘এ’ স্থানে ‘য়’ হয়, যথা—ঘোড়ায়, মেয়েয়, বড়োয়। ইকার কিংবা উকার অন্তে থাকিলে ‘এ’ স্থানে ‘তে’ হয়, যথা—ছুরিতে, গরুতে।

কর্মকারক

AMARBOI.COM

মূলতঃ কর্মকারকে বিভক্তি লোপ কিংবা ‘এ’কার বিভক্তি হয়। ‘কে’ এবং ‘রে’ বিভক্তি সম্প্রদান হইতে কর্মকারকে সংক্রমিত হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালাতেও আমরা সাধারণতঃ দেবতা বা মনুষ্যবাচক শব্দের কর্মকারকে ‘কে’ কিংবা ‘রে’ বিভক্তি প্রয়োগ দেখি, যথা—চাঁদ দেখ, গোয়ালা গরু পোষে, দুধ খাও ; কিন্তু শ্যামকে দেখ, যদুকে মার, খোদাকে ডাক। আধুনিক বাঙ্গালায় কর্মকারকে ‘রে’ বিভক্তি কেবল প্রাদেশিক বা পদ্যের ভাষায় প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম মনুষ্যবাচক হইলেও বিভক্তি শূন্য হইত, যথা—গুরু পুচ্ছিঅ জাণ (১নং চর্যা)। বাঙ্গালায় কর্মকারকের একবচনে বিভক্তির লোপ ক্লীবলিঙ্গের কর্তার সাদৃশ্যে হইয়াছে, যথা—প্রা. ভা. আ. ফলং পততি > প্রা. ফলং পড়ই। এইরূপ প্রয়োগ হইতে পরে প্রা. বা. ‘ফল পড়ই’ হইল ; তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রা. ভা. আ. ফলং দেহি > ম. ভা. ফলং দেহি > প্রা. বা. ফল দেহি, এইরূপ ব্যবহার হইতে লাগিল। কর্মে বিভক্তির লোপ আমরা অপভ্রংশেও দেখিতে পাই। কর্তায় বিভক্তির লোপ পূর্বস্তরেই সাধিত হইয়াছিল। তাহার সাদৃশ্যে কর্মে বিভক্তির লোপ হয়। এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃ কর্মে ‘এ’কার বিভক্তি হইয়াছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহাদের অন্য ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন—

প্রা. ভা. আ.	ম. ভা.	অপ.	প্রা. বা.	আ. বা.
পুত্রম্ >	পুত্তং >	পুত্তঁ >	পূত >	পূত।
পুত্রাধি >	পুত্তাহি >	পুত্তই >	পূতে >	পূতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁহার মতে অধিকরণের 'এ' বিভক্তি এবং কর্মকারকের 'এ' বিভক্তি অভিন্ন। বস্তুতঃ কর্মের 'এ' বিভক্তি কর্তা হইতে সংক্রামিত। অধিকন্তু পুত্তই > পূতে প্রা. ও মধ্য বাঙ্গালায় অসম্ভব।

করণ কারক

করণ কারকের দুইটি বিভক্তি আধুনিক বাঙ্গালায় 'এ' ('য়'), 'তে'। হিন্দ-য়ুয়োপায়ন ভাষায় করণ কারকে 'আ'-কারান্ত শব্দের একবচনের বিভক্তি বিশেষ্যে 'আ'-কার এবং সর্বনামে 'এন' ছিল। আর্য ভাষায় সর্বনামের বিভক্তি বিশেষ্য সংক্রামিত হয়। এই 'এন' অপভ্রংশে 'এঁ' রূপে পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই '-এঁ-' রক্ষিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতেও আমরা এইরূপ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'এঁ' দেখিতে পাই। অধিকরণের একার বিভক্তির সাদৃশ্যে চন্দ্রবিন্দু লোপে বাঙ্গালায় 'এ' বিভক্তি হইয়াছে। বাঙ্গালায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক তিন যুগেই এই 'এ' বিভক্তি দেখা যায়। কিন্তু-ই-উ-কারান্ত শব্দের পর আধুনিক বাঙ্গালায় 'এ'কারের পরিবর্তে 'তে' বিভক্তি হয়, যথা—ছুরিতে আম কাট, চাকুতে কলম কাটা হয়। এই 'তে' বিভক্তি অধিকরণ হইতে করণে সংক্রামিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় এবং কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষায় করণে 'তে' বিভক্তি অজ্ঞাত। তুং 'তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে' (শ্রীকৃঃ কীঃ, পৃঃ ১। ১)। পরে করণকারক হইতে এই 'তে' বিভক্তি কর্তায় সংক্রামিত হয়, যথা—গরুতে ঘাস খায়। "আ" 'এ' কিংবা 'ও' শব্দের শেষে থাকিলে 'এ' স্থানে 'য়' হয়, যথা—ছোরায়, ছেলেয়, মেসোয়।

সম্প্রদান

মধ্য ভা, আ. ভাষায় সম্প্রদান কারকের বিভক্তি স্থলে সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইত, যথা—প্রা. ভা. আ. বুদ্ধায় > ম. ভা. বুদ্ধস্‌স > সং বুদ্ধস্য, কিন্তু অশোকের অনুশাসন লিপিতে সম্প্রদানের বিভক্তি রক্ষিত হইয়াছে, যদিও সম্প্রদানের বহুবচনের বিভক্তি করণ কারকের 'এহি' হইতে অভিন্ন। বাঙ্গালার সম্প্রদানের বিভক্তিও মূলে সম্বন্ধের বিভক্তি হইতে অভিন্ন ছিল। প্রা. বা. সম্বন্ধের বিভক্তি ছিল -ক-, -র এবং -এর। সম্প্রদানের বিভক্তি ছিল 'ক' 'র' এবং 'এ'। সম্প্রদান হইতে বিভক্তি কর্মে সংক্রামিত হয়। প্রা. বাঙ্গালার দেবতা ও মনুষ্য বাচক শব্দের কর্মে বিভক্তি যোগ ইচ্ছাধীন ছিল, যথা—গুরু পুচ্ছিঅ জাণ (১নং চর্যা), তো পুছমি (১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নং চর্যা), মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা (১২ নং চর্যা), আঠক মারি (১৩ নং চর্যা), করিণিরেঁ রিসঅ' (৯নং চর্যা), 'কাহেরে ঘিনি মেলি আছহুঁ কীস' (৬নং চর্যা)। প্রাচ্য প্রাকৃতের নিয়মানুযায়ী অন্ত্য 'অ'কার স্থানে বিকল্পে 'এ'কার হয়। এই জন্য কর্তায় আমরা অ-কারান্ত শব্দের 'অ' এবং 'এ' দুই বিভক্তিই দেখি। এই কারণে সম্বন্ধে 'ক' এবং 'কে', 'র' এবং 'রে' এইরূপ যুগ্ম বিভক্তি প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষিত হয়। সম্বন্ধের ন্যায় সম্প্রদানে এবং কর্মেও এইরূপ যুগ্ম বিভক্তি ছিল। এমন কি মধ্য বাঙ্গালায় কর্মে ও সম্প্রদানে 'ক' এবং 'কে' এই যুগ্ম বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাষার ক্রমবিকাশে বিশেষীকরণ নিয়ম (Law of Specialisation) দ্বারা 'ক', 'র' কেবল সম্বন্ধের এবং 'কে' 'রে', কেবল সম্প্রদানের ও কর্মকারকের বিশেষ বিভক্তিরূপে চিহ্নিত হয়। আমরা যথাস্থানে সম্বন্ধ পদে এই 'ক' এবং 'র' বিভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যাকরণে কেহ কেহ সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না ; কিন্তু কারকের সংজ্ঞা অনুযায়ী সম্প্রদান কারককে বিভক্তি পৃথক্ না হইলেও, অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃতে করণ, সম্প্রদান ও অপাদানের দ্বিবচনেও একই বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃতে অ'কারান্ত শব্দ ভিন্ন সর্বত্র অপাদান ও সম্বন্ধের এক বচনের বিভক্তি অভিন্ন তথাপি ইহাদিগকে পৃথক্ কারক স্বীকার করা হইয়াছে। অধিকন্তু মধ্য বাঙ্গালায় নিম্নলিখিতরূপ বাক্যে সম্প্রদান কারক স্বীকার না করিলে চলে না, যথা—

(১) মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ। (শ্রীকৃঃ কীঃ ২।১)
(২) ডালি ভরাআঁ ফুল পানে। তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে ॥ (৭।১)
(৩) কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল। (১০।১)
(৪) দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন। (২১।১)

আধুনিক বাঙ্গালায়ও সম্প্রদান ও কর্মকারকের মধ্যে বিভক্তি বিষয়ে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। কর্মকারকে কোন কোন স্থলে বিভক্তি লোপ হয়। কিন্তু সম্প্রদানে কখনই বিভক্তি লোপ হয় না।

অপাদান

অপাদানের 'ত' বিভক্তির উৎপত্তি প্রাকৃতের বণত্ত < প্রা. ভা. আ. বনাৎ + তঃ (প্রত্যয়) পদের ত্তো হইতে। ইহা অধিকারণের 'ত' বিভক্তির সহিত দৃশ্যতঃ এক হইলেও উৎপত্তিতে পৃথক্। অপাদানের তে = ত + এ, যেমন সম্বন্ধপদে কে = ক + এ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাঙ্গালায় অপাদান কারকের কোনও বিভক্তি নাই। 'হইতে', 'থেকে', 'চেয়ে' প্রভৃতি কারক অব্যয় যোগে অপাদান কারক নিষ্পন্ন হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 'ত' বিভক্তি ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হু', 'হুঁ' এই বিভক্তিদ্বয় ছিল। মধ্য বাঙ্গালায় 'হৈতে', 'হৈতেঁ', কারক অব্যয়ের পূর্ব শব্দে অধিকরণের বিভক্তি যুক্ত হইত, যথা—ঘরে হৈতে, ঘরত হৈতে। অপভ্রংশে অপাদানের বিভক্তি ছিল 'হু', যথা—ফলহু ; প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এই বিভক্তি লক্ষিত হয়, যথা—'রঅণহু সহজে কহেই' (২৭নং চর্যা) ; 'খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাই' (৪নং চর্যা)। মধ্য বাঙ্গালায় পঞ্চমীর বিভক্তি 'ত' দৃষ্ট হয়, যথা—'মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী' (শ্রীকৃঃ কীঃ ১০৪।১), 'আহ্মাত অধিক কোণ দেহ আছে' (ঐ ৫১।১)। কোনও কোনও স্থলে মধ্য বাঙ্গালায় 'তে' বিভক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'জলতে উঠিল রাধা আধ করি তলে' (শ্রীকৃঃ কীঃ ১৮।১)। মধ্য বাঙ্গালা যুগ হইতে কারক অব্যয় 'হইতে' অপাদানের জন্য ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও ইহার মূল অর্থের স্মৃতি জাগরূক ছিল। এই জন্য 'ঘরে হইতে', 'বনে হইতে' ইত্যাদি রূপ পদ প্রযুক্ত হইত। ক্রমশঃ 'থেকে' > 'থাকিয়া' কারক অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহার প্রয়োগ নাই। অপেক্ষার্থে 'চাহিয়া' 'দেখিয়া' কারক অব্যয় মধ্যে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত, যথা—'আহ্মাক দেখিআঁ তোহ্মে আধিক রূপসী' (শ্রীকৃঃ কীঃ ২৮।২)। আধুনিক বাঙ্গালায় 'হইতে' 'থেকে' কারক অব্যায় দ্বারা অপাদান কারক সাধিত হয়। অপেক্ষার্থে 'চেয়ে' < 'চাহিয়া' কারক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। আমরা অপাদান কারকে বিশ্লেষণের (analysis) প্রভাব দেখিতেছি। হু, হুঁ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দেশ করা যাইতে পারে—বনহু < বনহুঁ < *বনম্হুঁ < প্রা. * বনম্হ > প্রা. বনম্হা < *বনস্মাৎ = সং বনাৎ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপভ্রংশের অপাদান বিভক্তি -হুঁ-, -হু- নিম্নলিখিত রূপে বুৎপন্ন হইয়াছে ঃ সঃ বনতঃ > প্রা. বনদো, বনউ > অপ. বনহু, বনহুঁ। কিন্তু প্রা. বনউ > অপ. বনহু, বনহুঁ অসম্ভব। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় অপাদানের ব্যুৎপত্তিকে অস্পষ্ট (obscure) মনে করেন।

সম্বন্ধ

মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় (পালির পরে) প্রা. ভা. আ. ভাষার সম্বন্ধের বিভক্তি স্থানে বিশ্লেষণমূলক 'কৃত' ব্যবহৃত হইত, যথা—প্রা. ভা. আ. উদ্যানস্য আসনম স্থানে উদ্যানকৃতং আসনম্, মালায়াঃ করন্তে স্থানে মালাকৃতে করন্তে বৌদ্ধ সংস্কৃতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কৃতের বিকল্পরূপ কার্য এরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইত। নব্য ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যভাষাসমূহের সম্বন্ধের বিভক্তি এই 'কৃত' 'কার্য' হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে কের (< কয়ির < কার্য) ও কেরক (কের + ক) বিভক্তি লক্ষিত হয়। প্রা. বাঙ্গালায় সম্বন্ধের চিহ্ন 'এর', 'র' এই 'কের' বিভক্তি হইতে আগত। দুইস্বর সন্নিবেশের (hiatus) ফলে দ্বিতীয় স্বরের লোপে 'র' বিভক্তি হয়। প্রা. প্রাঙ্গালায় 'ডোম্বিএর' (১৯ নং চর্যা), মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় ডোম্বীর। প্রা. বা. 'মূসার', 'মূসাএর' (২১নং চর্যা = মূষিকের) এই দুই রূপই দেখা যায়।

পূর্বে যে 'কৃত', 'কার্য'-যুক্ত সম্বন্ধ পদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত, যথা—উদ্যানকৃত আসনম্। এই জন্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন রূপে সম্বন্ধ পদ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইত। এই নিমিত্ত বিশেষণের ন্যায় তাহাতেও বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হইত। আধুনিক বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী ও আসামীতে এইরূপ প্রয়োগ না থাকিলেও বৌদ্ধগানে সম্বন্ধ পদে স্ত্রীপ্রত্যয় দৃষ্ট হয়, যথা—তোহোরি কুড়িয়া, হাড়েরি মালী, কাহেরি নাবেঁ (১০নং চর্যা)। প্রা. বাঙ্গালায় বিশেষ্যের ব্যাকরণগত (grammatical gender) লিঙ্গ ছিল। এই জন্য কুড়িয়া, মালী, ও নাব স্ত্রীলিঙ্গ। আধুনিক আর্য ভাষায় প্রাচ্য গোষ্ঠী ভিন্ন অন্যান্য গোষ্ঠীতে এখনও সম্বন্ধ পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—(হিন্দী) মেরী মা, মেরা, বাপ, তেরা কাপড়া, তেরী চাদর ইত্যাদি। প্রা. বাঙ্গালায় ষষ্ঠীর বিভক্তিরূপে 'ক' দৃষ্ট হয় (ছান্দক বান্ধ ১নং চর্যা)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ প্রয়োগ আছে (যদিও বিরল), যথা, যমুনাক তীরে (পৃঃ ১২১।১) এই 'ক' বিভক্তি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন ঃ ক < কঅ < কৃত। বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া সম্বন্ধ পদের 'ক' বিভক্তি হইতে সম্প্রদানের ও কর্মের বিভক্তি আগত, যথা—উড়িয়া 'কু', বাঙ্গালা 'কে' (প্রাদেশিক উত্তরবঙ্গে 'ক') আসামী 'ক'। সম্বন্ধ পদ হইতে সম্প্রদান ও কর্মকে পৃথক্ করিবার জন্য সম্বন্ধ পদের 'ক' বিভক্তি ক্রমশঃ ব্যবহার হইতে লুপ্ত হইয়াছে। মৈথিলীতে সম্বন্ধে 'ক' বিভক্তি আছে।

AMARBOI.COM

প্রাচ্য ভাষা গোষ্ঠীর নিয়মানুসারে অন্ত্য 'অ' স্থানে 'এ' হইয়াছে। সম্বন্ধের বিভক্তি 'এ', 'র', 'ক' স্থানে বিকল্পে 'এরে', 'রে', 'কে' হইত। মধ্য বাঙ্গালায় সম্প্রদান ও কর্মে 'ক', 'কে' বিকল্পে রক্ষিত হয়। মধ্য বাঙ্গালায় সম্বন্ধপদে 'এরে' 'রে' কোনও কোনও স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদান ও কর্মে 'এর', 'র' বিভক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। আধুনিক কথ্য ভাষায় ইহা ব্যবহৃত হয়, যথা—আমাদের বাড়ী, আমাদের দাও। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্বন্ধের অন্যতর বিভক্তি 'আ' ছিল। এই 'আ' < আহ্ < অস্স মা. প্রা. অশ্শ < অস্য, যথা—প্রাচীন বাঙ্গালায় মূঢ়া < মূঢ়াহ < মূঢ়াশ্শ < মূঢ়স্য ; কিন্তু মূঢ়া < মুঢ়াহ অসম্ভব ; কারণ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হ' লোপের নিয়ম নাই। অতএব 'মূঢ়া হিঅহি ন পইসই' (৬নং চর্যা) ইত্যাদি পদে 'মূঢ়া' ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের প্রথম পদরূপে গণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া উচিত। এইরূপ 'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী' (ঐ) ; এখানে হরিণা দ্বন্দ্ব সমাসের প্রথম পদ। মূঢ়া, হরিণা ইত্যাদি পদের আকার স্বার্থে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় 'ক' বিভক্তি মূলে কৃত হইতে আগত স্বীকার করিয়াও ইহার আর একটি ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি মনে করেন ইহা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইতে ব্যুৎপন্ন। তিনি ইহাকে অধিক সঙ্গত মনে করেন। তাঁহার মতে 'ক' বিভক্তি 'কৃত' হইতে ব্যুৎপন্ন হইবার বাধা এই যে শব্দের সহিত যুক্ত হইলে 'ক' লোপ হওয়াই নিয়ম ছিল, যেমন কার্য হইতে 'ক' লোপ হইয়া ক্রমশঃ 'এর' হইয়াছে। তাঁহার আপত্তি খণ্ডনের জন্য বলা যাইতে পারে যে, 'ক-লোপ' আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীর মূল ভাষায় হয় নাই। কেননা বিহারী ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তির 'কের' 'কর' এবং উড়িয়ায় 'কর' বিভক্তি রক্ষিত আছে, যথা— উড়িয়া—তাহাকর, মৈথিলী—তাহাকর, প্রাচ্যহিন্দী—জিবহ্নিকের। এমন কি মধ্যবাঙ্গালায়ও এই 'কের' বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—নদীকের বাণে (শ্রীকৃঃ কীঃ পৃঃ ৪৩।২)। 'কর' বিভক্তির বিকৃতিতে পূর্ব বাঙ্গালার 'গোর' বিভক্তি হইয়াছে। অধিকন্তু স্বার্থে 'ক' সম্বন্ধের অর্থ সূচনা করিতে পারে না এবং ইহার কোন প্রমাণও নাই। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদান ও কর্মের 'কে' বিভক্তির সম্বন্ধে বলেন, ইহা মূলে 'ক' বিভক্তির সহিত অধিকরণের 'এ' বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন। অন্যত্র তিনি বলেন, 'কে' বিভক্তি মূলে 'কৃত' কিংবা কৃত শব্দের অধিকরণের পদ হইতে ব্যুৎপন্ন। সম্প্রদান ও কর্মের 'রে' 'এরে' বিভক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে সম্বন্ধপদের 'র' এবং 'এর' বিভক্তির সহিত অধিকরণের 'হিঁ', 'হিং' বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এর + হি > এরই > এরে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হ' লোপ না থাকায় এরূপ ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত, অধিকন্তু সম্প্রদান ও কর্ম বুঝাইতে কেন সম্বন্ধের বিভক্তির সহিত অধিকরণের বিভক্তি যোগ হইবে, তাহার কোনও কারণ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা বলা হইল তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে আদৌ সম্প্রদান ও সম্বন্ধের বিভক্তি একই ছিল। পরে সম্প্রদান হইতে কর্মে, বিশেষতঃ দেবতা ও মনুষ্যবাচক শব্দে, সম্প্রদানের বিভক্তি সংক্রামিত হয়। তখন সম্বন্ধ, সম্প্রদান ও কর্ম তিনেরই বিভক্তি এক হইয়া যায়। তৎপরে সম্বন্ধের বিভক্তি এক দিকে এবং কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তি অন্য দিকে বিভিন্নরূপে প্রযুক্ত হয়। এখন হইতে কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তি 'এরে', 'রে' এবং 'কে' এবং সম্বন্ধের বিভক্তি 'এর', 'র' এবং 'ক' রূপে দৃষ্ট হয়। তৎপরে কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তিতে দেশ ভেদে 'এরে' 'রে' কিংবা 'কে' হয়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের এই 'ক' বিশিষ্ট বিভক্তি কর্ম ও সম্প্রদানে প্রযুক্ত হইতে থাকে। আসাম পর্যন্ত এইরূপ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'এরে' 'রে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। মোট কথা কর্ম ও সম্প্রদানের জন্য কোনও কোনও স্থানে কেবল একটি মাত্র 'র' এবং কোনও কোনও স্থানে একটি মাত্র ক'-'বিশিষ্ট বিভক্তি বর্তমান থাকে। সম্বন্ধ পদে 'ক' বিভক্তি মধ্য বাঙ্গালায় প্রাচীন বাঙ্গালা কাল হইতে আরম্ভ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে ইহা অদৃশ্য হইয়াছে। পূর্ব বাঙ্গালার 'গো' বিভক্তি এই 'ক' হইতে আসিয়াছে। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হইতে কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তি পৃথক্ করিবার জন্য সম্বন্ধ বিভক্তিতে অন্ত্য 'এ' লোপ হয় এবং কর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তিতে কেবলমাত্র অন্ত 'এ'-কার থাকে।

১। ষষ্ঠী, বিভক্তি—এর, র, ক। এরে, রে, কে।

২। ষষ্ঠী, চতুর্থী—ঐরূপ।

৩। ষষ্ঠী, চতুর্থী, দ্বিতীয়া—ঐরূপ।

৪। ষষ্ঠী,—এর, র, ক।

৫। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী—এরে, রে, কে।

৬। ষষ্ঠী—এর, র।

৭। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী—এরে, রে, কে।

৮। পশ্চিমবঙ্গে ২য়া, ৪র্থী কে ; পূর্ববঙ্গে 'রে' ; উত্তরবঙ্গ এবং আসামে 'ক'।

অধিকরণ

AMARBOI.COM

প্রাচীন বাঙ্গালায় অধিকরণ কারকের বিভক্তি 'এ' 'ই' 'ত' কিংবা 'হি' দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 'এ', 'এত', 'ত', 'তে' ছিল। আধুনিক বাঙ্গালায় 'এ', 'তে' এবং 'এতে' বিভক্তিসমূহ দেখা যায়। 'হি' বিভক্তি অপভ্রংশেও বর্তমান আছে। ইহা প্রাচ্য অপভ্রংশের বিশেষ লক্ষণ। অমোকের প্রাচ্যলিপির সি (= স্‌সি) হইতে ইহা ব্যুৎপন্ন। এই 'সি' 'স্মিন্' হইতে আগত, যথা—প্রা. বা. বনহি < অপ. বনহি < অশোকলিপি বনসি (= বনস্‌সি) < পা. বনস্মি < বনস্মিন্ < সং বনে। কিন্তু ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এই 'হি' বিভক্তির জন্য ভাষাতত্ত্ব মন্থন করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন (১) এই 'হি' বিভক্তি প্রা. ভা. আ. ভাষার 'ধি' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহার প্রমাণে তিনি পালির 'ধি' ও গ্রীকের thi বিভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। (২) তিনি আবার অনুমান করেন যে এই 'হি' বিভক্তি প্রা. ভা. আ. 'ভি' বা 'ভিস্' হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রমাণে তিনি হোমারের phi এবং phin বিভক্তির এবং ল্যাটিনের bi (tibi শব্দের) বিভক্তির ও আর্মানীয় ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) তিনি আবার ইহাও মনে করেন যে 'হি' বিভক্তি মূলতঃ 'স্মিন্' হইতে আসিয়াছে। আমরা তাঁহার এই তৃতীয় মত গ্রহণীয় মনে করি। তাঁহার প্রথম দুই মতের প্রমাণ সন্তোষজনক নয়। 'স' স্থানে 'হ' হইবার প্রমাণ মধ্য ভারতীয় ভাষায় বিক্ষিপ্ত (sporadically) ভাবে পাওয়া যায়। (তুং মাগধী ধণাহ < ধণশ্‌শ < ধনস্য)। অধিকরণের 'এ' বিভক্তি সম্পর্কে আমাদের মত এই যে, ইহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. ভা. আ. ভাষা হইতে রক্ষিত (survival)। কিন্তু ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইহা 'হি' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে, যথা,—বনে <বনই <বনহি। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হ' লুপ্ত না হওয়ায় 'বনই' পদ হইতে পারে না। অধিকন্তু অন্ত্য অ + ই = এ প্রাচীন বাঙ্গালায় হয় না। এইজন্য তাঁহার ব্যুৎপত্তি গ্রহণীয় নয়। অবশ্য প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ই' বিভক্তি প্রাচীন 'এ' বিভক্তি হইতে আগত। প্রা. পা. নিয়ড়ি < সংস্কৃত নিকটে।

এক্ষণে আমরা 'ত' বিভক্তির বিষয় আলোচনা করিব। অধিকরণে 'ত' বিভক্তি কেবলমাত্র বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় দেখা যায়। ওড়িয়া ও বিহারীতে এই বিভক্তির অভাব দেখিয়া আমরা স্থির করিতে পারি যে ইহা প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে ছিল না। এই 'ত' আসিল কোথা হইতে? ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহাকে 'অন্ত' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন, যথা—মাঙ্গত < প্রা. বা. মাঙ্গত < মাঙ্গবঁত < মাঙ্গঅন্ত < মার্গঅন্তঃ। এই ব্যুৎপত্তি আমাদের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপে হওয়া সম্ভব। যথা,—বনত্র > বনত্ত > বনত [-ত্র>-ত্ত>ত]। পালি ও প্রাকৃতে-ত্র <খ ; কিন্তু অশোকের প্রাচ্য লিপিতে-ত্র>ত্ত। অবশ্য লিখিত পা., প্রা. ও অপভ্রংশে এই 'ত' বিভক্তি দৃষ্ট হয় না।

আশ্চর্যের বিষয় এই 'ত' বিভক্তি মুণ্ডা ভাষায় দৃষ্ট হয়। প্রশ্ন এই যে মুণ্ডাভাষা ইহা বাঙ্গালা হইতে লইয়াছে, না বাঙ্গালা মুণ্ডা হইতে লইয়াছে? তবে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় বিভক্তি চিহ্ন গ্রহণ অত্যন্ত বিরল। এই 'ত' বিভক্তি হইতে প্রাচ্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্ত্য অকার স্থানে এ-কারের নিয়মানুসারে আধুনিক 'তে' বিভক্তি আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ত' ও 'তে' উভয় বিভক্তিই দেখা যায়। উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামের বুলিতে (dialect) এবং আসামী ভাষায় 'ত' আছে ('তে' নাই)।

অধিকরণের 'এতে', 'এত' বিভক্তি বাস্তবিক 'এ' কার এবং 'ত' বা 'তে' এই দুই বিভক্তি যোগে উৎপন্ন, যথা—ঘরে, ঘরেতে। যেখানে বিশেষ জোর (emphasis) দিবার জন্য 'ও' অব্যয় ব্যবহৃত হয়, সেখানে 'এতে' বিভক্তি হয়, যথা—বনেতেও, ঘরেতেও। মধ্য বাঙ্গালায় অকারান্ত এবং আকারান্ত শব্দে এ, ত, তে বিভক্তি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়, যথা—মনে, মনত, মনেত ; মাথাএ মাথাত, মাথাতে।

বহুবচনের কারক

কর্তৃকারক

কর্তৃকারকে বহুবচনের বিভক্তি 'এরা' 'রা'। এই দুই বিভক্তির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ডক্টর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধ পদের সহিত 'আ' বিভক্তি যোগে বহুবচনের পদ ব্যুৎপন্ন করেন, যথা—আমরা = আমার + আ। তাঁহাদের মতে এই সম্বন্ধ পদের পর সংস্কৃত 'সকল' এইরূপ অর্থবোধক পদ উহ্য আছে। আমার সব> আমরা সব> আমরা। মধ্য বাঙ্গালায় আহ্মার সব > আহ্মারা সব > আহ্মারা > আমরা।

কর্তৃকারকে বহুবচনের বিভক্তি 'এরা', 'রা' কেবল মনুষ্য ও দেবতাবাচক শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। এই বিভক্তির উৎপত্তি যে 'লোক' শব্দ হইতে, ইহা তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'তোহ্মারা', 'আহ্মারা' প্রয়োগ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বহুবচনে 'রা' বিভক্তি নাই। এই 'রা'-যুক্ত বহুবচন বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব। আসামী, মৈথিলী, ওড়িয়া, কোন ভাষাতেই ইহা দৃষ্ট হয় না। এই বিভক্তি যে আধুনিক তাহা নিঃসন্দেহ। পূরবী হিন্দীর 'লোগ', আসামীর 'লোক', ওড়িয়ার মানে < মানব প্রভৃতি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি প্রা. ভা. আ. 'লোক' শব্দ হইতে বা তদর্থবাচক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ দ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রাচ্য প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে ছিল। কালিদাস বহুত্ববোধের জন্য 'লোক' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—রাজলোক (রঘুবংশ ৫।৬৪), জীবলোক (ঐ ৫।৩৫)।

বৌদ্ধগানে 'তুহ্মে লোঅ' প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধগানে 'লোঅ' প্রয়োগ আরও দেখা যায়, যথা—পারগামী লোঅ (৫নং চর্যা), বিদুজন লোঅ (১৮নং চর্যা)। বাঙ্গালা 'রা' বিভক্তির অন্য একটি সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি এই রা < লা < লোআ < লোকাঃ। বাঙ্গালার কয়েকটি উপভাষায় 'ল' বিভক্তি দৃষ্ট হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি 'হিলা' 'ইলা' (ইহারা), ঐলা (উহারা), জেইলা (যাহারা), চাকরিয়ালা (চাকরেরা)। হাইজং উপভাষায় আমলা (আমরা), তুমলা (তোমরা), অমলা (উহারা)। শ্রীপুরিয়া ও পূর্ণিয়া উপভাষায় বাপলা (বাপেরা) বেটিলা (বেটিরা)। আসামী ভাষায় তোমালাক, তোমলোক। 'ল' > 'র' মধ্য বাঙ্গালা হইতে দেখা যায় (পূর্বে দেখ পৃঃ ১০৩)। এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ল' এবং 'র'-এর মিল বহুস্থানে আছে। "নীল জলদ সম কুন্তলভারা। বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা ॥ (পৃঃ ২৭।১) তুং "র-লয়োর্ভেদঃ।"

তামিল ভাষার 'অর' হইতে বাঙ্গালা 'রা' বিভক্তি আসিতে পারে না। তাহা হইলে তাহার সহোদরা অন্য ভাষাতেও ইহা দৃষ্ট হইত, বিশেষতঃ ওড়িয়ায় দৃষ্ট হইত। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে ইহা মধ্য যুগের বা তাহার পরবর্তী সময়ের বিভক্তি।

বহুবচনের অন্য বিভক্তি গুলা, গুলি। আদরে গুলি এবং অনাদরে গুলা ব্যবহৃত হয়। গুলা < সংস্কৃত কুল হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ইহা মধ্য যুগের শেষ সময়ের বিভক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'গুলি' পাওয়া যায় না। 'কুল' পাওয়া যায়, যথা—"শতেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণ আর মায়িলেঁ গোকুল" (= গরুসমূহ) (পৃঃ ১১১।১)। "হাযত লগুড় করী রাখএ গোকুলে।" (পৃঃ ১৩৭।১)। 'গণ' শব্দের দ্বারা বহুবচন সংস্কৃতের প্রভাবে হয়। রাজা সকল যেরূপ সেরূপ রাজাগণ ; রাজগণ সংস্কৃত, বাঙ্গালা নয়। তামিল ভাষার 'গল' হইতে 'গুলা', 'গুলি'র উৎপত্তি অসম্ভব, কারণ এই বিভক্তিগুলি আধুনিক।

কর্মকারক এবং সম্বন্ধ পদ

কর্মকারকের বহুবচনের বিভক্তি 'দিগকে' সম্বন্ধে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন ইহা মূলে 'আদিক' শব্দের সহিত 'কে' বিভক্তি যোগে সাধিত হইয়াছে। এই বিভক্তি সম্বন্ধের বহুবচনের বিভক্তি 'দিগের' 'দের' সহিত ব্যুৎপত্তি হিসাবে একরূপ ; অর্থাৎ মূলে 'আদিক' শব্দের সহিত সম্বন্ধের 'কের' যোগে 'দিগের' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং সম্বন্ধের বহুবচনের 'দের' বিভক্তি মূলে 'আদি' শব্দের সহিত সম্বন্ধের 'এর' যোগে নিষ্পন্ন। মানুষাদি>*মানুষাইদ>+এর *মানুষাইদের>মানুষেদের>*মানুষদের।

কর্ম ও সম্প্রদানের 'দিগকে' এবং সম্বন্ধের 'দিগের', 'দের' বিভক্তিগুলি বাঙ্গালার অনেকগুলি উপভাষায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ইহাদিগের অভাব। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'দের' বিভক্তি দৃষ্ট হয়।

পূর্ববঙ্গের বিভাষায় সম্প্রদান ও সম্বন্ধের বহুবচনের বিভক্তি 'গো', 'গোর'। ইহার সহিত ওড়িয়া ভাষার 'ক' 'কর' বিভক্তির তুলনা করা যাইতে পারে, যথা ঃ— ওড়িয়া পুরুষঙ্ক, পুরুষঙ্কর (পুরুষদিগের)। পূর্ববঙ্গ—পুরুষগো, পুরুষগোর। আমরা দিগের, দের ও গোর বিভক্তিগুলি উৎপত্তি একই প্রকারের মনে করি। তেষাং কার্য > *তাহানকের > তাহাঙ্কর (ওড়িয়া)। *তাহানকের > *তাহানএর > *তাহানের > *তাহান্দের>*তাহাঁদের>তাঁহাদের (বাঙ্গালা)। তাহানকর>*তাহাঙ্কর > *তাহাঙ্গর > *তাঙ্গর > তাগোর। তেষাংকৃত > *তাহানকঅ > *তাহাঙ্ক (ওড়িয়া) > তাহাঙ্গ > *তাঙ্গ > তাগো (বাং উপভাষা)। তেষাং কার্য > তাহাহ্নিকের > তাহানিকের > তাহান্দিগের > তাহাঁদিগের > তাঁহাদিগের (বাঙ্গালা)। ন এর পরে দ আগমনের দৃষ্টান্ত, যথা—বানর> বান্দর, তণ্ডুর> তন্দূর, জেনারল> জাঁদরেল।

প্রাকৃতে 'কেরক', 'কেরঅ' সম্বন্ধের সহিত ব্যবহার হয়। প্রাচ্যা প্রাকৃতে ইহার একটি রূপভেদ 'করঅ' হইয়াছিল। ইহা ভাষা প্রমাণে আমরা স্থির করিতে পারি। সুতরাং আমরা ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দিগকে, দিগের, দের বিভক্তি সমূহের অভাব দ্বারা ইহা সূচিত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তের ভাষায় মধ্যযুগের আদিতে এই বিভক্তি ছিল না। এই বিভক্তিগুলি মধ্য বাঙ্গালার শেষ সময়ে ভাষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিলে কথ্য ভাষায় তাহাদের অস্তিত্ব থাকিত না। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে ওড়িয়া, মৈথিলী, বাঙ্গালা এবং পূরবী হিন্দীর সম্বন্ধপদের বহুবচনের বিভক্তির ব্যুৎপত্তির মূল ইতিহাস একই বলিয়া মনে হয়। তাহারা প্রাচ্য প্রাকৃতের বিভক্তি হইতে উৎপন্ন।

আসামী ভাষায় বহুবচনের 'বিলাক'। ইহা গারো ভাষায় 'পিলাক' হইতে গৃহীত। আসামের আর একটি বহুবচনের বিভক্তি 'হঁত'। ইহা নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন। সমস্ত > ম. ভা. সমথ > অপ. *সঁবঁথ> *সোঁথ> "হোঁথ >" হোঁত > হঁত।

আসামীর আর একটি বিভক্তি "বোর"। ইহার ব্যুৎপত্তি সন্তোষজনকভাবে নির্ণীত হয় নাই।

সর্বনাম

AMARBOI.COM

সর্বনাম শব্দের দ্বিবচন প্রা. ভা. আ. ভাষার পরের যুগে লোপ পায়। গৌরবার্থে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষে বহুবচন একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকে। প্রাচীন বাঙ্গালার ঠিক পূর্ববর্তী স্তরে আদি বাঙ্গালায় (Proto-Bengali) কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য ভেদে সর্বনামের দুইটি রূপভেদ অনুমিত হয়, যথা—

	একবচন		বহুবচন	
	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
উত্তম পুরুষ	হউঁ	মইঁ	আম্‌হে	আম্‌হেহিঁ
মধ্যম পুরুষ	তো	তইঁ	তুম্‌হে	তুম্‌হেহিঁ
প্রথম পুরুষ	সো	সেঁ	তেঁ	তেহিঁ, তানহি

কর্মবাচ্যের রূপগুলি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হইত। কেননা এইগুলি মূলতঃ কর্মবাচ্য ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বরূপে এইরূপ প্রয়োগ ছিল, যথা—সো করই ; সেঁ করিব, কএল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় এই কর্তৃচাব্য ও কর্মবাচ্য ভেদ কেবলমাত্র উত্তমপুরুষে রক্ষিত হইয়াছে, যথা—'তুইলো ডোম্বী হাঁউ কপালী' (১০নং চর্যা)। 'স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ' (৩৬নং চর্যা)। একবচনে উত্তম পুরুষ ভিন্ন অন্যত্র কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই। বহুবচনে কর্তৃবাচ্যের রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মবাচ্যের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুবচনের কর্মবাচ্যের রূপগুলি ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যথা—আহ্মে (আম্‌হে) ঝানে দিঠা (১নং চর্যা) (আম্‌হেহি < অস্মাভিঃ হওয়া উচিত ছিল।) আহ্মে (= আম্‌হে) ন জানহুঁ (২২নং চর্যা)। এ স্থলে বলা কর্তব্য যে কর্মবাচ্যের রূপগুলি মূলতঃ তৃতীয় বিভক্তি যুক্ত। মধ্য বাঙ্গালায় একবচনে কর্মবাচ্যের রূপগুলি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে, যথা—মই, তই, সে এবং কর্তৃবাচ্যের রূপগুলি লুপ্ত হইয়াছে।

বহুবচনে প্রাচীন বাঙ্গালার যুগ হইতে কর্তৃবাচ্যের রূপগুলি বর্তমান আছে। যথা—আম্‌হে, তুম্‌হে, তে। বহুবচনে কর্মবাচ্যের রূপের কোনও চিহ্ন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মধ্যম পুরুষের রূপ একবচনে তো, তোঁ, তোএঁ, তোঞঁ, তোঞি, তোঞে ইত্যাদি। তো, তোঁ কর্তৃবাচ্যের রূপ। ইহারা আদি মধ্য যুগের পরবর্তী সময়ে লোপ পায়। উত্তমপুরুষ ও মধ্যম পুরুষের বহুবচন গৌরবে একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকায় বহুবচন প্রকাশের জন্য প্রা. বাঙ্গালায় তাহাদের সহিত 'লোঅ' < লোক ব্যবহৃত হয়। তুং 'তুম্‌হে লোঅ হে হোইব পারগামী' (৫নং চর্যা)। তুং পূরবী হিন্দীতে তুম, তুমলোগ।

মধ্য বাঙ্গালায় আহ্মি, তুহ্মি একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকায় একবচন ও বহুবচনে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন বহুবচনের জন্য 'আহ্মারা' 'তোহ্মারা' ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষার কোনও কোনও বুলিতে 'আমি' বহুবচন। আসামীতেও এরূপ।

মধ্যযুগে প্রাকৃত একবচনের পদগুলি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে, তু, মুই, তুই ইত্যাদি। ইহাদের বহুবচন নূতন করিয়া 'রা' বিভক্তি যোগে সৃষ্ট হয়। যথা— মোরা, তোরা, তারা ইত্যাদি। মূলে যাহা বহুবচন ছিল, এক্ষণে তাহা গৌরবে একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাদের জন্য নূতন বহুবচন সৃষ্টি করিতে হইল। তুং আহ্মারা, তোহ্মারা, তাঁহারা (মূলে আহ্মি, তুহ্মি, তিনি বহুবচন ছিল)। আধুনিক বাঙ্গালায় এই জন্য আমরা সর্বনামের তুচ্ছার্থের ও গৌরবার্থের দুইটি রূপভেদ দেখিতে পাই।

	একবচন		বহুবচন	
	তুচ্ছার্থে	গৌরবার্থে	তুচ্ছার্থে	গৌরবার্থে
উত্তম পুরুষ	মুই	আমি	মোরা	আমরা
মধ্যম পুরুষ	তুই	তুমি	তোরা	তোমরা
প্রথম পুরুষ	সে	তিনি	তাহারা	তাঁহারা

মুই, মোরা সর্বনাম পদগুলি পদ্যে ও উপভাষায় প্রচলিত আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবচনের তুচ্ছার্থ সর্বনামগুলি (মুই, তুই, সে) ব্যুৎপত্তি অনুসারে কর্মবাচ্যের একবচনের রূপ এবং একবচনের গৌরবার্থ (আমি, তুমি, তিনি) সর্বনামগুলি কর্তৃবাচ্যের বহুবচনের রূপ। আধুনিক বহুবচনের রূপগুলি ভাষায় নব সৃষ্টি, যথা—আমরা, তোমরা, তাঁহারা।

সাধু বাঙ্গালায় 'তুমি' সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় গৌরবার্থে 'আপনি' প্রচলিত হইয়াছে। ইহা আধুনিক প্রয়োগ। কতকগুলি প্রাদেশিক বুলিতে গৌরবার্থে 'আপনি' অজ্ঞাত, তাহাতে 'তুমি' গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়। 'তারা' রংপুরে একবচনে গৌরবার্থে 'তিনি' স্থলে ব্যবহৃত হয়। সেখানে গৌরবার্থে 'তুমি' 'আপনি' স্থলে ব্যবহৃত হয়। গৌরবার্থে 'আপনি' হিন্দুস্থানী হইতে আসিয়াছে। উহা আধুনিক প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গৌরবার্থে 'আপনি' নাই।

আদিম বাঙ্গালার (proto-Bengali) প্রয়োগের সহিত মারাঠী ভাষার প্রয়োগ তুলনা করা যাইতে পারে।

	একবচন		বহুবচন	
	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
উত্তম	মীঁ	ম্যা	আম্হি	আম্হী
মধ্যম	তুঁ	ত্বা	তুম্হী	তুমহী
প্রথম	তো (he)	ত্যানেঁ	তে (পুং)	ত্যানীঁ
	তী (she)	তিনেঁ	ত্যা (স্ত্রী)	"
	তেঁ (it)	ত্যানেঁ	তীঁ (ক্লীব)	"

AMARBOI.COM

উত্তম পুরুষ

প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের একবচনে হাঁউ, এবং মই দৃষ্ট হয়। হাঁউ<অপ. হউঁ<*হকং<অহকং = অহম্। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার কোনও কোনটিতে 'হউঁ' বর্তমান আছে। 'মই' হইতে স্বর সঙ্গতির জন্য 'মুই' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তি মুই > মঞঁ <*ময়েন = ময়া।

আসামী ভাষায় এখনও 'মই'। 'হাঁউ' কর্তৃবাচ্য এবং 'মই' কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হইত। পরের স্তরে 'হাঁউ' লুপ্ত হয়। বাঙ্গালার কোনও প্রাদেশিক বুলিতে ইহার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইহাকে শৌরসেনী হইতে বাঙ্গালায় আমদানী বলা যায় না। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধগানের ভাষায় হাঁউ, তো, সো ইত্যাদি দেখিয়া শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন। বহুবচনে প্রাচীন বাঙ্গালায় আম্হে পদ ছিল। উহা হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্য বাঙ্গালায় আম্হি, আম্হে (লিখিত—আহ্মি, আহ্মে)। এই 'আম্হে' রূপের ব্যুৎপত্তি ডক্টর চট্টোপাধ্যায় নিম্নরূপে দিয়াছেন, আম্হে <*অম্হই <*অম্হহিঁ <অস্মাভিঃ। তাঁহার মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় 'আম্হি' আর একটা রূপ ছিল। আম্হি <ম. ভা. অম্হে <প্রা. ভা. আ. অস্মে।)

তাঁহার মতে প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'ই' কারান্ত রূপ প্রায় দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু পরে এই অন্ত্য 'এ'কার 'ই'কারে পরিবর্তিত হইয়াছে ; কিংবা 'এ'-কারযুক্ত পদ 'ই'-কারযুক্ত পদের দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের এই মত গ্রহণীয় নহে। কারণ আম্হে শব্দের ব্যুৎপত্তি তিনি *অম্হইঁ হইতে স্থিরীকৃত করেন। তাহা মধ্য বাঙ্গালায় ধ্বনিতত্ত্বরূপে অসম্ভব। কারণ, পদের অন্তস্থিত উদ্বৃত্ত স্বরের সহিত পূর্বস্বরের সন্ধি প্রাচীন বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্বে অজ্ঞাত। প্রাচীন বাঙ্গালায় এইরূপ স্থলে উদ্বৃত্ত স্বর রক্ষিত বা লুপ্ত হইত। তুং ভণই <ভণতি, পসে<প্রা. বা. পইসই <প্রা. ভা. আ. প্রবিশতি। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের কথামত যদি প্রাচীন বাঙ্গালার 'ই'কারান্ত পদ না থাকে, তাহা হইলে মধ্যযুগের ''ই'কারান্ত পদ কেবল মাত্র প্রাচীন বাঙ্গালার 'এ'কারান্ত পদ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় 'এ'কারান্ত পদ 'ই'কারান্ত পদকে প্রায় দূরীকৃত করিয়াছে, ইহার কোনও অর্থ থাকে না এবং পুনরায় মধ্যযুগের পরবর্তী কালে 'এ'-কারযুক্ত পদ 'ই'-কারযুক্ত পদের নিকট পরাস্ত হইয়াছে, ইহারও কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কীঃ 'আহ্মি' মাত্র ছয়বার ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য পক্ষে 'আহ্মে' পদ প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে আধুনিক 'আমি' শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা এরূপভাবে নির্ণয় করিতে পারি, যথা—আমি <ম. বাঙ্গালা আম্হি<প্রা. বা. আম্হে <ম. ভা. অম্হে <আদিম প্রাকৃত অস্মে। প্রাচীন বাংলা আম্হে <ম. বা. আম্হি তুম্হি (তুহ্মি) < তুম্হে সাদৃশ্যে (on analogy) মধ্যযুগের স্বরসঙ্গতির নিয়মে হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কুলি <কুলে, চুলি <চুলে। তুং যশোর প্রভৃতি স্থানের উপভাষায় করতি (= করিতে), দুদির বাটি প্রভৃতি।

হাথীর চরণে তারে বান্ধিয়াছে চুলি।
ছেঁছাড়িয়া নিয়া বুলে প্রতি কুলি কুলি ॥
(ব. সা. প. রামায়ণ ১১৪ পৃঃ)

আধুনিক বাঙ্গালায় পূর্ববর্তী যুগের উত্তমপুরুষ বহুবচনের রূপ গৌরবার্থে এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে বহুবচনে ইহার সহিত লোকাঃ > লোআ > লা > রা যোগে নূতন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আদিম প্রাকৃত অস্মে লোকাঃ> অম্হে লোআ > আহ্মালা > আহ্মারা > আমরা এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যম পুরুষ

তুমি < তুম্‌হি < ম. ভা. তুম্‌হে < আদিম প্রা. *তুম্মে। কিন্তু ডক্টর চট্টোপাধ্যায় নিম্নরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন ঃ তুমি < তুহ্মি (= তুম্‌হি) < তুম্‌হে (কর্তৃবাচ্যে)। *তুম্‌হহি > প্রা. তুম্‌হেহি > *তুম্‌হহি > *তুম্‌হই > *তুম্‌হে (কর্মবাচ্যে) > তুমি। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণে আপত্তি এই যে প্রাচীন বাঙ্গালায় হ+ই = হে হয় না। বস্তুতঃ তুম্‌হি পদ স্বরসঙ্গতির ফলে হইয়াছে।

তুই < তই < তোএ < প্রা. ভা. আ. ত্বয়া। প্রা. বা. তু > ম. ভা. তুং < প্রা. ভা. আ. ত্বম্। তো < প্রা. ভা. আ. তব। প্রা. ভা. আ. ত্বয়া, *ত্বয়েন> তোএঁ = তঁই, তইঁ, তোএঁ, তোএ (অনুনাসিক তৃতীয়া হইতে)।

প্রথম পুরুষ

বাংলা ও ওড়িয়াতে 'সে', আসামীতে 'সি'। অন্যান্য ভাষায় 'সো' দেখা যায়। ইহা আধুনিক প্রাচ্য ভাষার একটি বিশেষত্ব। বৌদ্ধগানে 'সো', অল্প কয়েকস্থলে বিশেষণরূপে 'সে' দেখা যায়। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, বৌদ্ধগানের ভাষা শৌরসেনী দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় বা ঠিক তাহার পূর্ববর্তী ভাষায় কর্তৃ ও কর্মবাচ্য ভেদে দুইটি রূপ ছিল। 'সো' কর্তৃবাচ্যের রূপ এবং 'সে' কর্মবাচ্যের রূপ। যথাঃ—সো ভণই; কিন্তু সে দেখিল, দেখিব (প্রা. ভা. আ. তেন দৃষ্টম, দ্রষ্টব্যম্)। কালক্রমে কর্মবাচ্যের রূপ কর্তৃবাচ্যের রূপকে দূরীকৃত করিয়াছে, যেমন উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনে হইয়াছে। 'সে', 'কে', 'যে' পদগুলির একার মাগধী প্রাকৃতের কর্তৃকারকের একবচনের বিভক্তি হইতে উৎপন্ন নহে (দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯)।

প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সো' শব্দের তিন বাচ্যের বহুবচনে 'তে' ছিল, যেমন—জে জে আইলা তে তে গেলা (৭নং চর্যা)। 'সো' শব্দের কর্তৃবাচ্যের বহুবচনে 'তানি' রূপও ছিল। ইহা হইতে স্বরসঙ্গতির দ্বারা 'তিনি' হইয়াছে, যেমন—দাদি হইতে দিদি, মিসি < মসী (স্বর সঙ্গতি দ্বারা)। অর্ধমাগধি ও জৈন মাগধীতে তিনি লিঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে তানি। বৌদ্ধ গানে ইহার প্রয়োগ নাই। আমি, তুমি শব্দের ন্যায় 'তিনি' গৌরবে বহুবচনে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় 'তিনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—তিনি (স্বরসঙ্গতি দ্বারা) < *তেনি < তানি + তেহি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যে তেহেঁ 'সে' পদের গৌরবে বহুবচনের রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিনি শব্দের প্রয়োগ নাই। প্রাদেশিক বাঙ্গালায় 'তানি' আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসামী ভাষার 'তেঁও' এই তেহেঁ হইতে উৎপন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর সাধুভাষায় এবং দলিলের ভাষায় 'তেঁহে' পাওয়া যায়। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহার কোনও ব্যুৎপত্তি দেন নাই। ইহা নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে ঃ—

তেঁহ < তেহেঁ < *তেন্‌হে < তান্‌হি = তান্‌হি দোণ্‌হি, তিণ্‌হি প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে পাওয়া যায়।

প্রথম পুরুষের নির্দেশবাচক (demonstrative) অর্থে দূরত্ব বাচক 'ও' ব্যবহৃত হয়। যেমন—'ও কি বলে।' মধ্য বাঙ্গালা ও। তুং হিন্দী 'বোহ্‌', পাঞ্জাবী 'হি', সিন্ধী 'হু', মগহী 'উ', ভোজপুরিয়া 'উ', মৈথিলী 'ও'। ইহার ব্যুৎপত্তি এরূপ—ও <*উহ <ওহ <অপ. অহো <প্রা. ভা. আ. অসৌ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহা কল্পিত প্রা. ভা. আ. *অব হইতে উৎপন্ন মনে করেন, কিন্তু ম. ভা. আ. ভাষায় 'অব' হইতে উৎপন্ন 'ও' পাওয়া যায় না। অধিকন্তু হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় এই 'হ' থাকায় ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'উ' এবং 'ও' আছে (তুং ওহার)।

নিকটবর্তী নির্দেশবাচক অব্যয়ে 'এ' ব্যবহৃত হয়। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, 'এ' প্রা. ভা. আ. এতঃ হইতে উৎপন্ন, তুং এতৎ, এতস্য ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এ, এআ, এহা, এহ, এহি, এই, রূপগুলি দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'এ' এবং 'এহা', ইহাদিগের ব্যুৎপত্তি পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। এ<প্রা. এঅং<অপ. এহু<প্রা. ভা. আ. এতদ্। এহ<অপ. এহো<প্রা. এসো<প্রা. ভা. আ. এষঃ।

আধুনিক বা. 'যে' প্রাচীন বাঙ্গালার কর্মবাচ্যের রূপ হইতে উৎপন্ন। কর্তৃবাচ্যের রূপ যো (জো) পরবর্তী ভাষায় রক্ষিত হয় নাই। আসামী 'যি' বহুবচনের রূপ। 'যিনি' ইহা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সম্মানার্থে বা গৌরবে একবচনে ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যুৎপত্তি 'তিনি' শব্দের ন্যায় যানহি>যানি<যিনি। প্রা. বা. বহুবচনে 'জে' পাওয়া যায়।

আধুনিক বাঙ্গালার 'কে' শব্দ প্রা. বাঙ্গালার করণকারক হইতে উৎপন্ন। কর্তৃবাচ্যের 'কো' পরবর্তী ভাষায় রক্ষিত হয় নাই। ইহার বহুবচনে আধুনিক বাঙ্গালায় 'কে'। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রাচীন রূপে 'কিনি' ছিল, কিন্তু আমি 'কিনি' শব্দের প্রয়োগ ভাষায় পাই নাই।

ক্লীবলিঙ্গে সে, যে, কে স্থানে যথাক্রমে 'তাহা', 'যাহা', 'কি' ব্যবহৃত হয়। 'ও', 'এ' ইহাদের ক্লীবলিঙ্গে যথাক্রমে 'উহা', 'ইহা' ব্যবহৃত হয়। কথ্যভাষায় 'ও', 'এ' ইহাদের ক্লীবলিঙ্গে কোনও পৃথক্ রূপ নাই। 'কি' প্রা. ভা. আ. কিম্ হইতে আগত। অন্য ক্লীবলিঙ্গের রূপগুলি মূলে সম্বন্ধ পদের রূপ হইতে উৎপন্ন, যথা—তাহা <*তাহ <*তাস <তস্‌স <প্রা. ভা. আ. তস্য। এইরূপ ইহা<এহা <এহ < অস্‌স <প্রা. ভা. আ. অস্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তা ভিন্ন অন্য কারকের মূল (base) শব্দরূপে এই ক্লীবলিঙ্গের রূপগুলি ব্যবহৃত হয়, যথা—তাহাকে, তাহাদের, তাহা হইতে ইত্যাদি। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সম্বন্ধ পদ 'আমার', 'তোমার' মূলে বহুবচন ছিল। ইহাদের কর্তৃকারক এবং অন্য কারকের মূলশব্দ (base) আদিম প্রাকৃত মূল শব্দ (base) অস্মদ্, *তুষ্মদ্ হইতে উৎপন্ন। তুষ্মদ্ প্রা. ভা. আ. যুষ্মদ্ হইতে ত্বম্, তব, ত্বয়ি প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে প্রথমবর্ণে 'ত' হইয়া তুষ্মদ্ হইয়াছে।

'আপনি, তাই, তেঁই, কিসে, এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি এক্ষণে আলোচনা করিব। সম্মানার্থে 'আপনি' প্রয়োগ আধুনিক। ইহার পূর্বে প্রথম পুরুষের কোনও কর্তা যেমন মহাশয়, গুরুদেব ইত্যাদি পদ উহ্য মনে করিতে হইবে। 'আপনি' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলিত রূপ (Reflective)। ইহা করণ কারকের বিভক্তিযুক্ত। 'মহাশয়, আপনি কি করেন'—ইহা আদিম প্রাকৃতে, 'মহাশয়, আত্মনা কিং কুর্বন্তি', এইরূপ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্তা গৌরবে বহুবচন এবং 'প্রথম পুরুষ' ; এইজন্য ইহা 'তিনি' কর্তার ক্রিয়াপদের সহিত অভিন্ন। এখনও বাঙ্গালার অনেক প্রাদেশিক বুলিতে 'আপনি' প্রচলিত নাই। তৎস্থলে 'তুমি' প্রচলিত আছে। আপনি<আপনে <*অপ্পনেন = প্রা. ভা. আ. আত্মনা। প্রা. এবং ম. বাঙ্গালায় আপণে।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের বুলিতে প্রথম পুরুষের সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গে 'তাই' এরূপ প্রচলিত আছে। আসামী ভাষাতেও এইরূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি ঃ তাই <প্রা. তাএ <পা. তায় প্রা. ভা. আ. তয়া।

'তেঁই' ইহা এক্ষণে অপ্রচলিত। মাইকেল এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ব্যুৎপত্তি ঃ তেঁই < অপ. তেঁহি > প্রা. তেনহি < প্রা. ভা. আ তেনহি (emphatic হি = ই)।

প্রা. ভা. আ. 'কিম্' শব্দের বাঙ্গালায় কর্তৃ ও কর্মকারক ভিন্ন অন্যত্র মূলশব্দের ক্লীবলিঙ্গের একটি বিশেষ রূপ 'কিস' দৃষ্ট হয়, করণে 'কিসে', সম্বন্ধে 'কিসের'। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, 'সে' পদের এইরূপ বিশিষ্ট রূপ নাই। ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়—কাহা, সম্বন্ধে কাহার, অধিকরণে কাহাতে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে 'কাহা' ও 'কিস' একই শব্দ হইতে উৎপন্ন। কাহা < কাহ < *কাস < কস্স < প্রা. ভা. আ. কস্য ; কিস < কীস < কিস্স < কস্য। এইরূপ হইবার কারণ কি? ইহার কারণ মনে হয় ক্লীবলিঙ্গের কর্তৃ ও কর্মকারকে 'কি' এইরূপ থাকায় প্রাকৃতে সাদৃশ্যবশতঃ সম্বন্ধে 'কিস্স' এইরূপ পাই। তাহা হইতে 'কিস' এই পদটি হইয়াছে। বৌদ্ধগানে কর্মে 'কিস' আছে।

'কোন' ইহা অনিশ্চয়তাসূচক সর্বনাম বিশেষণ। ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—কোন < কওন < অপ. কবণ < পালি কোপন < প্রা. ভা. আ. কঃ পুনঃ। তুং হিন্দী কৌন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য অর্থে 'কিছু' ব্যবহৃত হয়, ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ ঃ কিছু <*কিচহু < *কিচিহ্ < কিঞ্চিহু <*কিঞ্চিখু < কিঞ্চিৎখলু আদিস্বরের অনুনাসিকতা লোপ অপ্রত্যাশিত। 'কি' শব্দের সাদৃশ্যে খুব সম্ভব অনুনাসিক লোপ হইয়া থাকিবে।

মোর, তোর স্থলে সম্বন্ধে-র-বহুবচনের সাদৃশ্যে। প্রা. বা. মো. < *মব < মম ; প্রা. বা. তো < তব। আমার < ম. বা. আহ্মার (আম্হার) < অম্হকের < আদিম প্রা. অস্মৎকার্য তোমার < তোহ্মার (তোম্হার) <*তুম্হকের < আদিম প্রা. তুষ্মৎকার্য। তাহার, যাহার, কাহার — প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহের, জাহের, কাহের প্রচলিত ছিল। তাহার < তাহের <*তাহএর <*তাসকের <তস্সকের < আদিম প্রা. তস্যকার্য। এইরূপ জাহের, কাহের পদের ব্যুৎপত্তি।

কেহ < প্রা. বা. কেহো < *কেহু < কেখু < কেক্খু < কঃ খলু। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন—কেহ < কেহো < *কেও <কেব < কেবি < প্রা. ভা. আ. কেপি < কোহপি। কিন্তু 'অপি'র অন্ত্য ই-কার লোপের কোন > প্রমাণ নাই। এইজন্য *কেব এই অনুমান গ্রহণীয় নহে।

সংখ্যাবাচক শব্দ

AMARBOI.COM

সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তিতে আমরা সর্বভারতীয় রূপ দেখি। অশোকের লিপিতে প্রাদেশিক রূপ রক্ষিত। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, পরবর্তী কালে সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মিশ্রণ হইয়াছে। অশোকের লিপিতে প্রাচীন ভারতীয় 'দ্বাদশ' শব্দের নিম্নলিখিত রূপগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—দ্বাদস (গির্ণার ৩, ৪), দুবাদস (ধৌলী, ৩, ৪), দুবাড়স (কালসী ইত্যাদি ৩, ৪), দুবড়স (মানসেরা ৩, ৪), বদয় (শাহবাজ গঢ়ী), দুবদস (জৌগড়)। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের 'দ্বাদশ' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন যে শব্দগুলি পাওয়া যায়, তাহার মূলে প্রাচীন প্রাকৃত *বদশ ; সম্ভবতঃ ইহা অশোকলিপির গির্ণারের ভাষা 'দ্বাদস' হইতে আগত। অন্যান্য সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও এইরূপ সর্বভারতীয় রূপ দেখিতে পাই।

সংস্কৃতে এক হইতে চারি পর্যন্ত সংখ্যায় তিন লিঙ্গের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ একই হইয়াছে। কিন্তু এক, দ্বি এই দুই শব্দের গির্ণার লিপিতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ভেদ দৃষ্ট হয়—যেমন পুং 'একো', স্ত্রীং 'ইকা' (সারনাথ স্তম্ভ লিপি) ; পুং দ্বো, স্ত্রী দ্বে।

অন্যপক্ষে 'ত্রি' শব্দের রূপে গির্ণারের 'তী' 'ত্রী' দুইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। ধৌলী এবং জৌগড়ে ক্লীবলিঙ্গে 'তিংনি' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গির্ণারের শব্দরূপ বৈদিক 'ত্রী' (ক্লীব) হইতে আগত। চতুস শব্দের রূপে গির্ণারের 'চত্পারো', কালসিতে 'চতালি' পাওয়া যায়। গির্ণারের রূপে চত্পারো পুংলিঙ্গ হইতে আগত ; মোট কথা অশোকের সময় পুং ও ক্লীবলিঙ্গের গোলযোগ হইতে থাকে। অধিকাংশ স্থলে ক্লীবলিঙ্গের রূপ পুংলিঙ্গের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। কোনও শিলালিপি বা তাম্রলিপি হইতে 'ত্রি' বা 'চতুঃ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ তিস্রঃ, চতুস্রঃ হইতে আগত কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। পালি ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গের যে রূপ দেখা যায়, তাহা সংস্কৃত হইতে ধার করা এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক ভাষার বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত ক্লীবলিঙ্গের রূপই তিন লিঙ্গের স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

আ. বা. ঃ এক <প্রা. বা. ঃ একু < প্রা. এক্কো < প্রা. ভা. আ. একঃ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় 'এক' শব্দকে ম. ভা. আ. ভাষার তৎসম বা অর্ধতৎসম শব্দ মনে করেন। তিনি ইহার সহিত এও, এগ এই তদ্ভব শব্দ বর্তমান ছিল বলিয়া মনে করেন। তিনি আসামী এজন, ইটা, এহেজার প্রভৃতি শব্দের 'এ' প্রাকৃত 'এঅ' হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু আ. ভা. আ. কোনও ভাষায় প্রাকৃত 'এঅ' হইতে উৎপন্ন কোনও শব্দ না থাকায় আসামীতেও ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এজন পভৃতি শব্দের 'এ' এক শব্দের বিকৃতিতে উৎপন্ন ইহা মনে করা সঙ্গত। এজন < *এজ্জন <একজন।

'এক' স্থানে প্রাকৃত এক্ক কোনও অসাধারণ পরিবর্তন নহে। অন্ত্য ক-কারের দ্বিত্ব আরও কতকগুলি শব্দে দেখা যায়। যথা—সীসক্ক <শীর্ষক, লেঢ়ুক্ক < লোষ্টক (ঢেলা), পাইক্ক < পাদাতিক।[২৮] সম্ভবতঃ অন্ত্য উদাত্তের কারণে এই দ্বিত্ব হইয়াছে।

দুই <*দুএ <ম. ভা. দুবে <প্রা. ভা. আ. দ্বে। প্রাকৃতে বিশেষতঃ শৌরসেনী ও মাগধীতে দুবে তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অশোকের প্রাচ্যলিপিতে দুবে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতে দুবে তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। অশোকের গির্ণারলিপিতে পুংলিঙ্গের রূপ দ্বো <প্রা. ভা. আ. দ্বৌ। আধুনিক ভা. আ. ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী প্রভৃতি দো < দ্বো <দ্বৌ ; সিন্ধী ব্ব, গুজরাতী বে <*দ্বে < দ্বে ; মারাঠীর দোন <প্রা. দোন্নি = দো + ন্নি প্রাকৃত 'তিণ্নি'র সাদৃশ্যে। ম. বাঙ্গালার দুহেঁ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) সম্বন্ধে দুহাঁর, দুহঁ প্রাতিপদিক হইতে। দুহঁ <প্রা. দোন্হ (সম্বন্ধে রূপ) 'উভয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রা. বাঙ্গালায় এবং ওড়িয়ায় 'উভয়' অর্থে 'বেনি' <প্রা. বেন্নি = বে + ন্নি 'তিণ্নির' সাদৃশ্যে। অন্য সংখ্যার সহিত যুক্ত অবস্থায় ইহার রূপ (১) বা—বাইশ, বাষট্টি, বাহাত্তর ; (২) ব—বত্রিশ ; (৩) বি—বিয়াল্লিশ ; (৪) বিরা—বিরাশী, বিরানব্বই। বা < প্রা. বা.

২৮. R, Pischel, *Grammatik Der Prakrit Sprachen*, para 194.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ. দ্বা ; ব < প্রাকৃত 'ব'। বাইস < অপ. বাইস < প্রা. বাবীসং < পালি বাবীসতি < প্রা. <প্রা. ভা. আ. দ্বাবিংশতি। বাঙ্গালা বত্রিশ < মধ্য বাঙ্গালা বত্তীস < প্রাকৃত বত্তীস <পালি বত্তিংস <প্রা. ভা. আ. দ্বাত্রিঃশৎ। নিয়মিত তদ্ভব *বাতিশ হওয়া উচিত ছিল। বত্তীশ হিন্দী হইতে গৃহীত। বত্রিশ একটি অর্ধতৎসম শব্দ। বিয়াল্লিশের 'বি' <বা (বিষমীকরণ)। বিয়াল্লিশ < অর্ধমাগধী বায়াল্লিশ। বিরাশী প্রভৃতি শব্দের বিরা—'চুরাশী <প্রা. চউরাসীই <প্রা. ভা. আ. চতুরশীতি—এর সাদৃশ্যে (Analogy)।

তিন <প্রাচীন বাঙ্গালা তিনি = তীনি <প্রা. তিণ্ণি <পা. তীনি < প্রা. ভা. আ. ত্রীণি। প্রাকৃতে 'তিণ্ণি' তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অশোকের প্রাচ্যলিপিতে তিংনি পদ ক্লীবলিঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ ইহা তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। অন্য সংখ্যার প্রথমে যুক্ত অবস্থায় ইহার নিম্নলিখিত রূপ দেখিতে পাই—(১) তে —তের, তেইশ, তেত্রিশ ; (২) তি—তিপান্ন, তিয়াত্তর, (৩) তিরা—তিরাশী, তিরানব্বই। তে < প্রাকৃত তে <*ত্রে > প্রা. ভা. ত্রয়ঃ। ত্রয়োদশ < অশোকলিপিতে তেদশ। তিরা শব্দের 'রা' চুরাশী শব্দের সাদৃশ্যে। বিরাশী, তিরাশী, চুরাশী এবং তাহার সাদৃশ্যে নিরানব্বই, তিরানব্বই, চুরানব্বই শব্দ উৎপন্ন।

চারি < *চাআরি < *চাতারি < পালি ও প্রাকৃত চত্তারি < প্রা. ভা. আ. চত্বারি।[২৯] প্রাকৃতে 'চত্তারি' তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অশোকলিপিতে (কালসি) চতালি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অশোকের প্রাচ্যলিপিতে এই ক্লীবলিঙ্গের রূপ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় চত্বারি হইতে 'চারি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ধ্বনিতত্ত্বে অনিয়মের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে বিশেষতঃ অর্ধমাগধীতে 'ত্ত' লোপের বহু দৃষ্টান্ত আছে, *যথা—বাঙ্গালা গা < গাঅ < *গাত <প্রাকৃত গত্ত < প্রা. ভা. আ. গাত্র ; বাঙ্গালা ধাই <*ধাতী <প্রাকৃত ধত্তী <প্রা. ভা. আ. ধাত্রী ; বাঙ্গালা পো < পোঅ <*পূঅ <পূত <পুত্ত <প্রা. ভা. আ. পুত্র। এইগুলি দ্বিধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ। অন্য সংখ্যার পূর্বে যুক্ত অবস্থায় 'চারি'র চৌ, চ, চু, চুয়া ইত্যাদি রূপভেদ হয়, যথা—চৌদ্দ, চব্বিশ, চুয়াল্লিশ, চুরাশী, এখানে প্রা. চউ < প্রা. ভা. আ. চতুঃ (চতুস্) হইতে উৎপন্ন।

পাঁচ < প্রাচীন এবং মধ্য বাঙ্গালা পাঞ্চ < সং পঞ্চ।

ছয় ঃ ইহার ব্যুৎপত্তি লইয়া ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বিপুল গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ করেন ঃ—ছয় < *ছঅ <ক্ষক ; ছ < ক্ষষ্। তিনি মনে করেন ক্ষষ্ হইতে 'ছ' আসিতে পারে না।[৩০] অধ্যাপক যুল ব্লক

২৯. পিশেল, পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৮৭।
৩০. *O. D. B. L.* p. 791.

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(jules Bloch) মারাঠী 'সহা' শব্দের উৎপত্তি *ক্ষক্ষ্ হইতে মনে করিয়াছেন।[৩১] কিন্তু এই সকল কষ্টকল্পনার কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না। পিশেল শ, ষ, স, হইতে 'ছ' হওয়া নিয়মিত মনে করেন।[৩২] ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ মনে করাই সঙ্গত—ছয় < ম. বা. ছয় <পা. এবং প্রা. 'ছয়' < প্রাচ্য প্রা. স < প্রা. ভা. আ. ষষ্। অশোক লিপিতে (ষ্ষ স্থানে) 'ছ' হয় নাই। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন, অশোকের রূপনাথ লিপিতে 'ছবছরে' 'ছ' পাওয়া যায়। কিন্তু হুল্ট্শ্ বলেন, ইহা সংস্কৃতের 'সংবৎসরে' হইতে উৎপন্ন।[৩৩] ইহা হইতে বুঝিতে পারি 'ছ' অশোকের পরবর্তী যুগের ধ্বনি পরিবর্তন। 'ছ' শব্দের পর 'য়' যোগ 'এক' হইতে 'দশ' পর্যন্ত সংখ্যার সহিত সাদৃশ্যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট করা হইয়াছে। এই কারণে নয় <নব ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

সাত < ম. ভা. সত্ত <প্রা. ভা. আ. সপ্ত। অন্য শব্দের পূর্বে সাত শব্দের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন হয়। (১) সাঁই—সাঁইত্রিশ (২) সাতা—সাতানব্বই, সাতাশী। সাঁই শব্দ পঁয়ত্রিশের সাদৃশ্যে। সাতানব্বই পদের 'সাতা' 'সাতাশী', 'সাতাত্তর' প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে ; সাত + আশী = সাতাশী ; সাতাত্তর < সাতহত্তর < সাতসত্তর। কিন্তু উনসত্তর।

আট < প্রাঃ বা. আঠ < ম. ভ. অট্‌ঠ <প্রা. ভা. অষ্ট। সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্বে ইহার রূপ, (১) আট < আটত্রিশ প্রভৃতি, (২) আটা—আটাশ, আটান্ন, আটাত্তর, আটাশী। আটাশ <আঠ + ইস < প্রা. অট্‌ঠ + বীস <প্রা. ভা. আ. অষ্টবিংশতি। আটা যুক্ত অন্য সংখ্যাবাচক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

AMARBOI.COM

নয় < প্রাকৃত নঅ <প্রা. ভা. আ. নব। ইহা ছয় শব্দের সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

দশ < মাগধী দশ < প্রা. ভা. আ. দশ। অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের পর স্থানে 'র' হইয়াছে, যথা—এগার, বার, তের ইত্যাদি। ইহার ধ্বনি পরিবর্তনের ক্রম এইরূপ—র < রহ <-রস <-দশ। এই স্থানে দুইটি ব্যঞ্জনেরই পরিবর্তন হইয়াছে। দ > র হইবার কারণ—পিশেল বলেন, ইহা ড়-এর মধ্য দিয়া হইয়াছে, যেমন—দশ>ড়স>রস>-রহ।[৩৪] কিন্তু যুল ব্লক এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন না ; তাঁহার যুক্তি এই যে, ড় স্থানে র হইলে 'ষোড়শ' শব্দের স্থানে 'ষোরহ' হইত ; কিন্তু আমরা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় 'সোলহ' দেখিতে পাই। তাঁহার মতে দ্বাদশ শব্দের প্রথম 'দ' হইতে বিষমীকরণের জন্য দ্বিতীয় 'দ' 'র' হইয়াছে। পরে অন্যত্র সাদৃশ্যে উহা ব্যাপক হইয়াছে।[৩৫]

---

৩১. *La Formation de la Langue Marathe*, Para *104*.

৩২. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২১১।

৩৩. Hultzsh, *The Inscriptions of Asoka*, P. 166

৩৪. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২৪৫।

৩৫. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগার <প্রাঃ বাঃ এগারহ <অপঃ এগ্‌গারহ < অঃ মাগধী এক্কারস <পা. একারস <প্রা. ভা. আ. একাদশ।

বার <প্রাচীন বাঙ্গালা বারহ <ম. ভা. বারস—অশোকের গির্ণার লিপি দ্‌বাদস <প্রা. ভা. আ. দ্বাদশ।

তের <প্রাচীন বাঙ্গালা তেরহ < মা. ভা. তেরস < অশোকলিপি তেদস, ত্রৈদশ <প্রা. ভা. আ. ত্রয়োদশ।

চৌদ্দ <প্রাচীন বাঙ্গালা *চৌদ্দহ <অপঃ চউদ্দহ <অঃ মাগধী চউদ্দস <প্রা. ভা. আ. চতুর্দশ।

পনের < প্রাচীন বাঙ্গালা *পনরহ < অপঃ পণ্নরহ < প্রাকৃত পণ্নরস <প্রা. ভা. আ. পঞ্চদশ। তুং অশোক পংনড়স, খারবেল পংদরস।

ষোল < ম. বা. ষোল <প্রাচীন বাঙ্গালা *ষোলহ <অপং সোলহ <মঃ ভাঃ সোলস> প্রা. ভা. আ. ষোড়শ।

সতের <প্রাচীন বাঙ্গালা *সতেরহ <*সতরহ <ম. ভা. সত্তরস <প্রা. ভা. প্রা. সপ্তদশ।

আঠার < প্রাচীন বাঙ্গালা আঠারহ <অপঃ অট্‌ঠারহ < ম. ভা. অট্‌ঠারস < প্রা. ভা. আ. অষ্টাদশ।

উনিশ < *উনঈস < *উনবীস <প্রা. অউণবীসং < পা একুনবীসং—*একোনবিংশৎ < প্রা. ভা. আ. একোনবিংশতি। ব্যুৎপত্তি দ্বারা দেখা যাইতেছে উনিশ উনবিংশতি হইতে আগত নহে।

কুড়ি ঃ ইহা কোল ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত। কোল ভাষায় ইহার অর্থ মনুষ্য। বাঙ্গালা বিশ < অপঃ বীস <ম. ভা. বীসং <* বিংশ <প্রা. ভা. ভা. আ. বিংশতি।

একুশ < প্রা. বা. *একুঈস <প্রা. এক্কবীসং <একবিংশৎ, <প্রা. ভা. আ. একর্বিংশতি। এইরূপে বাইশ হইতে আটাইশ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উনত্রিশ শব্দের ব্যুৎপত্তি উনিশের ন্যায়।

ত্রিশ অর্ধতৎসম, তদ্ভব বাঙ্গালা তীস < অপঃ তীসা <প্রাকৃত তিসং < প্রাঃ তিংসং <প্রা. ভা. আ. ত্রিংশৎ পঁয়ত্রিস < *পঁয়তিস <প্রা. পনতীসং <প্রা. ভা. আ. পঞ্চত্রিংশৎ।

চল্লিশ ঃ ইহা ধ্বনিতত্ত্বে অনিয়মিত। নিয়মিত তদ্ভব বাঙ্গালা চালিশ <অ. মাগধী চায়লীসং <ম. ভা. চত্তালীসং <প্রা. ভা. আ. চত্বারিংশ। বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ শব্দে চল্লিশের 'চ' লোপ পাইয়াছে। প্রাকৃতে এইরূপ—অর্ধমাগধীতে বায়লীসং, চোয়ালীসং, চউয়ালীসং ইত্যাদি। তেতাল্লিশ শব্দের দ্বিতীয় 'ত' সমীকরণবশতঃ। তেয়াল্লিশ < অঃ মাগধী তেআলীসা কিংবা তেচাল্লিশ, হইতে আসিয়াছে। তেতাল্লিশের সাদৃশ্যে পঁয়তাল্লিশ, অ. মাগধী পণআলীসা, পূর্ববঙ্গে পাঁচল্লিশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চাশ <ম. ভা. পঞ্চাস <প্রা. ভা. আ. পঞ্চাশৎ। একান্ন, বায়ান্ন প্রভৃতি শব্দের এক + অন্ন, বা + অন্ন। অন্ন < বন্ন < প্রা. বা. <পঞ্চৎ <পঞ্চ্শৎ <পঞ্চশৎ <প্রা, ভা, আ, পঞ্চাশং (পিশেল)।[৩৬] ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে অন্ন < বন্নং <পন্নাহ < পঞ্জাশৎ < পশ্চাশৎ।[৩৭] ছাপান্ন < প্রা. ভা. আ. ভা. ষট্ পঞ্চাশৎ।

ষাট <ম. বাং ষাটি < ম. ভা. সট্‌ঠিং—প্রা. ভা. আ. ষষ্টি।

সত্তর <প্রা. সত্তরি <প্রা. ভা. আ. সপ্ততি। বিষমীকরণ বশতঃ 'ত' স্থানে 'র' হইয়াছে (যুল ব্লক)[৩৮] ; পিশেল (Pischel)-এর মতে 'ত' < 'ট' <'র' হইয়াছে।[৩৯] চট্টোপাধ্যায়েরও এই মত।[৪০]

একাত্তর ঃ একাত্তর < *একহত্তর—প্রা. একহত্তরি—প্রা. ভা. আ. একসপ্ততি। ইহার পরের সংখ্যায় এইরূপ 'স' স্থানে 'হ' হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার নিয়মানুসারে পদমধ্যবর্তী 'হ'-কারের লোপ হইয়াছে। কিন্তু, উনসত্তর। বাহাত্তর।

আশী ঃ আশী <প্রা. অসীই <প্রা. ভা. আ. অশীতি।

নব্বই <প্রা. নউই <পা নবুতি <প্রা. ভা. আ. নবতি। মধ্যস্বরের উপর শ্বাসক্ষেপের (emphasis) জন্য উহা দ্বিত্ব হইয়া নব্বই পদ হইয়াছে। অন্যথায় নই (৯০), একানই (৯১)। ইহা এখন অপ্রচলিত।

AMARBOI.COM

ভগ্নাংশ সংখ্যা

নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলি সর্বভারতীয়। তাহাদের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—

$\frac{১}{৪}$ = পো, পোআ, পোয়া <ম. ভা. পাব. পাঅ <প্রা. ভা. আ. পাদ। আব > ও অনিয়মিত। নিয়মিতরূপে *পা হইত। তুং একপা ; কিন্তু একপোয়া। এই পরিবর্তনের অন্য কারণ আছে।

$\frac{১}{৩}$ = তেহাই <*ত্রিভাগিক। এক্ষণে অপ্রচলিত।

$১\frac{১}{৪}$ = সওয়া <ম. ভা. সবঅ <প্রা. ভা. সপাদ।

---

৩৬. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ৪৪৫
৩৭. *O. D. B. L.* p. 797
৩৮. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২২৩।
৩৯. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ২৪৫
৪০. *O. D. B. L.* p. 798

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়ে <ম. ভা. সড্ঢ প্রা. ভা. আ. সার্ধ। দেড় <*দেঢ় <দিঅঢ় < দিঅঢ় (অশোক) <ম. ভা. দিঅড্ঢ <প্রা. ভা. আ. দ্ব্যর্ধ। আড়াই <*আঢ়াই <*অঢ়াইঅ <অঢ়াতিয় পা. অড্ঢতিয়ো। <প্রা. ভা. আ. অর্ধতৃতীয়। আউট <আহুঠ, <আহুট্‌ঠ <*আধুট্‌ঠ <অদ্ধুট্‌ঠ <প্রা. ভা. আ. অর্ধচতুর্থ। এই অপ্রচলিত শব্দটি ৩ ১/২ অর্থে ব্যবহৃত হইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আহুঠ।

সিকি—ইহার সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত রূপে ইহা ব্যুৎপন্ন হইতে পারে<সেকি <*পূর্ববঙ্গে সুকি <*চুকি <*চউক্কি <আদিম প্রা. *চতুষ্কী।

আধ < ম. ভা. অদ্ধ < প্রা. ভা. আ. অর্ধ ; কিন্তু এই অর্থে 'আড়' শব্দ—যথা, আড়চোখে, সাড়ে, আড়াই ইত্যাদি শব্দে আড় শব্দ আছে। আধ শব্দ পশ্চিম হইতে আমদানী। খাঁটি বাঙ্গালা আড় < আঢ় <ম. ভা. অড্ঢ (= অশোকলিপি অঢ়) < প্রা. ভা. অর্ধ।

পৌনে—পৌন < প্রা. পাউন < প্রা. ভা. আ. পাদোন (= পাদ + ঊন)।

AMARBOI.COM

পূরণবাচক শব্দ

আধুনিক বাঙ্গালায় বিশেষতঃ সাধুভাষায় তদ্ভব পূরণবাচক শব্দের অভাব। কিন্তু মধ্য ও প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহা ছিল।

পয়লা < পহেলা < পহিলা <*পহইল্ল <পধমিল্ল = পধম (খারবেল লিপি) + স্বার্থে ইল্ল <প্রা. ভা. আ. প্রথম।

মধ্য বা. তিঅজ <*তিইজ <প্রা. ভা. আ তৃতীয়।

চউঠা <ম. বা. চউঠ <ম. ভা. চউট্‌ঠ <প্রা. ভা. আ. চতুর্থ।

তারিখ বুঝাইতে ৫ হইতে ৩২ সংখ্যার পূরণবাচক শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গের (তিথি শব্দের বিশেষণ বলিয়া) বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।

দোসরা <*দুসর <দুরস <*দুরিস <দুদিস <দ্বিদৃশ <ঈদৃশ, সদৃশ প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে ; প্রাকৃত এরিস, সরিস।

এইরূপ তেসরা <*তিসর <*তিরস <*তিরিস <*তিদিস <ত্রিদৃশ। এই 'সর' প্রত্যয় অন্য কতকগুলি শব্দে দৃষ্ট হয়, যথা—সোসর, দোসর, একসর।

পাঁচই, ছয়ই ইত্যাদি তিথিবাচক শব্দে—ই < -ইঁ <-বীঁ <-মী। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত। পাঁচুই < পাঁচঈ <*পঞ্চমিক = পঞ্চম।[৪১] পাচুঞ্ঞি, ছউঞ্ঞি ইত্যাদি শব্দ তুলনীয়। পাঁচুই < পাঁচইঁ <*পাঁচবীঁ <*পাঞ্চমী < প্রা. ভা. আ. পঞ্চমী।

---

৪১. *O. D. B. L.* p. 805

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াপদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কাল (Tense) এবং ভাব (Mood) ভেদে এক ধাতুর (root) বিভিন্ন রূপ হয়। ইহাদিগকে ক্রিয়ামূল (Base) বলা যাইতে পারে, যথা—ভূ ধাতু। ইহার বর্তমান কালের ক্রিয়ামূল (Base) 'ভব'। ক্রিয়ামূলের সহিত বিবিধ বিভক্তি (Personal endings) যুক্ত হইয়া পুরুষ (Person) ও বচন (Number) বুঝাইত, যথা,—ভব + তি = ভবতি ; ইহা প্রথম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ। বচন, কাল ও ভাবভেদে বিভক্তিগুলির কতিপয় আকার ভেদ হইত, যথা—প্রথম পুরুষের একবচনের বর্তমান কালের বিভক্তি—তি (ভবতি), অনদ্যতন কালের বিভক্তি—ৎ (অভবৎ), পরোক্ষ অতীতের বিভক্তি—অ (বভূব) ইত্যাদি। পালি ও প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই। পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ভেদে ক্রিয়ার দ্বিবিধ ধাতুরূপ ছিল। প্রাকৃতে কেবল পরস্মৈপদী। নিম্নে 'ভূ' ধাতু হইতে বিভিন্ন কালে ও ভাবে যে ক্রিয়াপদ হয়, তাহার পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ দেওয়া হইয়াছে ঃ—

১।	বর্তমানকাল নির্দেশভাব (Present Indicative)	— লট্	— ভবতি।
২।	বর্তমানকাল সংশয় ভাব (Present Subjunctive)	— লেট্ (বৈদিক)	ভবাৎ, ভবাতি।
৩।	বর্তমানকাল আদেশ ভাব (Present Imperative)	— লোট্	— ভবতু।
৪।	অনদ্যতন অতীত (Imperfect)	— লঙ্	— অভবৎ।
৫।	বিধি (Optative)	— বিধিলিঙ্	— ভবেৎ।
৬।	ক্রিয়াতিপত্তি (Conditional)	— লৃঙ্	— অভবিষ্যৎ।
৭।	ভবিষ্যৎ (Future)	— লৃট	— ভবিষ্যতি।
৮।	নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Definite future)	— লুট্	— ভবিতা।
৯।	অদ্যতন অতীত (Aorist)	— লুঙ্	— অভূৎ।
১০।	আশিস্ (Precative)	— আশীর্লিঙ্	—ভূয়াৎ।
১১।	পরোক্ষ অতীত (Preterite)	— লিট্	— বভূব।

পালিতে ইহার প্রতিরূপে নিম্নলিখিত পদ হয় ঃ—

১। ভবতি, হোতি।

২। কয়েকটি মাত্র ধাতুর পদ রক্ষিত, যথা—পটিভণাতি।

৩। ভোতু, হোতু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। অভবা, অহুবা, হুবেয়া।

৫। ভবেয়্য, (হেয়্য), ভবে।

৬। অভবিস্‌স (ভবিস্‌স), অভবিস্‌সা (ভবিস্‌সা)।

৭। হোহিতি, হেহিতি (হেতি) ভবিস্‌সতি।

৮। (লোপ)।

৯। অহোসি, অহূ, অহু, অভবী, অভবি।

১০। (লোপ বা ৫নং-এর সহিত গোলযোগ)।

১১। (কয়েকটি মাত্র ধাতুর পদ রক্ষিত, যথা—বভূব, আহ)।

প্রাকৃতে নিম্নলিখিত রূপগুলি পাওয়া যায় ঃ—

১। হোই (শৌরসেনী), ভোদি (মাগধী)।

২। (লোপ)

৩। হোউ (শৌরসেনী) ; ভোদু (মাগধী)।

৪। আসী, আসি, হূবীঅ।

৫। ভবে (অর্ধমাগধী, জৈন মাগ.), হবে (শৌরসেনী)।

৬। হোন্তো।

৭। হোইই, ভবিস্‌সই (অ. মাগ, জৈন মাগ.)।

৮। লোপ।

৯। ভূমি (অ মাগ,), আহংসি।

১০। হোজ্জা, হবেজ্জা, হোজ্জ।

১১। আহ (অ. মাগধী), হোহীঅ, হোসী, হোহী।

ধাতুরূপের গণ

বিভিন্ন রূপ ভেদে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপগুলিকে ১০ গণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। ভূ। ভবতি ; পা. হোতি ; প্রা. হোই, বা. হয়।

২। অদ্। √দুহ্ দোগ্ধি ; পা. দোহতি ; দুহতি ; প্রা. দোহই ; বা. দুহে, দোহে।

৩। হু। জুহোতি ; পা. জুহোতি ; প্রা. হুণই ; ম. বা. হুনে।

৪। দিব্। √বুধ্ বুধ্যতে ; পা. বুজ্‌ঝতি ; প্রা. বুজ্‌ঝই ; বা. বুঝে, বোঝে।

৫। সু। শৃণোতি ; পা. সুণোতি, সুণাতি ; প্রা. সুণই ; বা. শুনে, শোনে।

৬। তুদ্। √গৃগিলতি, গিরতি ; পা. গিলতি, গিরতি ; প্রা. গিলই ; বা. গিলে, গেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭। রুধ। √ছিদ্ ছিনত্তি ; পা. ছিন্দতি, ছিন্দিতি ; প্রা. ছিন্দই ; বা. ছিঁড়ে, ছেঁড়ে।

৮। তন্। √কৃ করোতি ; পা. করোতি ; প্রা. করই ; বা. করে।

৯। ক্রী। ক্রীণাতি ; পা. কিণাতি ; প্রা. কিণই ; বা. কিনে, কেনে।

১০। চুর √কথ কথয়তি ; পা. কথয়তি, কথেতি ; প্রা. কহেই, কহই ; বা. কহে।

ইহাতে দেখা যাইবে যে, প্রা. ভা. আ. ভাষার ধাতুরূপে ক্রমশঃ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া সর লীভূত (Simplified) হইয়াছে, যথা—পালিতে ভবাদি (১নং), অদাদি (২নং) এবং জুহোত্যাদি (৩নং) তুদাদিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে পালিতে সাত গণ হইয়াছে। অধিকন্তু পালিতে অনেক আত্মনেপদী পরস্মৈপদীতে পরিণত হইয়াছে।

ক্রিয়াপদ

বর্তমানকাল নির্দেশভাব

[Indicative Mood]

AMARBOI.COM

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চলতি	চলতঃ	চলন্তি
মধ্যম	চলসি	চলথঃ	চলথ
উত্তম	চলামি	চলাবঃ	চলামঃ

পালি

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চলতি	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তি
মধ্যম	চলসি	...	চলথ
উত্তম	চলামি (গাথায় চলং)	...	চলাম

প্রাকৃত

প্রথম	চলই	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তি
মধ্যম	চলসি		চলহ, (চলিত্থা)
উত্তম	চলামি (চলমি, চলিমি)		চলামো (চলম্হ, চলিমো, চলমু, চলামু, চলিমু, চলিম, চলাম)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপভ্রংশ

প্রথম	চলই	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তি (চলহিঁ)
মধ্যম	চলসি, চলহি	...	চলহু
উত্তম	চলউঁ	...	চলহুঁ

প্রাচীন বাঙ্গালা

প্রথম	চলই		চলন্তি (চলথি)
মধ্যম	চলসি		চলহ
উত্তম	চলম, চলমি	...	চলহুঁ

মধ্য বাঙ্গালা

প্রথম	চলএ, চলে		চলন্তি, চলেন্ত
মধ্যম	চলসি		চলহ
উত্তম	চলোঁ	...	চলিএ, চলি, চলহোঁ

আধুনিক বাঙ্গালা

প্রথম	চলে		চলেন
মধ্যম	চলিস	...	চল
উত্তম	চলি	...	চলি

AMARBOI.COM

প্রা. ভা. আ. ভাষা হইতে একমাত্র বর্তমান কালের নির্দেশভাবে (Indicative Mood) ক্রিয়ারূপগুলি সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালায় একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাহা ব্যুৎপত্তি হিসাবে বহুবচন, তাহা সম্মানার্থে কর্তার সহিত একবচনে ব্যবহৃত হয়। এই জন্য দৃশ্যতঃ বচনভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হয় না, যেমন—সে করে, তাহারা করে ; তিনি করেন, তাঁহারা করেন। কিন্তু ভাষার ইতিহাসে 'করে' একবচন এবং 'করেন' বহুবচন। আমরা সর্বনাম প্রকরণে দেখিয়াছি যে, তুচ্ছার্থে সর্বনামগুলির 'মুই', 'তুই', 'সে' একবচন এবং ইহাদের বহুবচন (ব্যুৎপত্তি হিসাবে) আমি, তুমি, তিনি। ইহা স্মরণ রাখিয়া আমরা ক্রিয়াবিভক্তিগুলির ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

আ. বা. চলে < ম. বা. চলএ < প্রা. বা. চলই <প্রা. চলই <প্রা. ভা. আ. চলতি। আ. বা. চলেন < ম. বা. চলন্তে <প্রা. বা. চলন্তি <ম. ভা. চলন্তি <প্রা. ভা. আ. চলন্তি। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে একবচনের 'চলে' শব্দের সহিত বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচন চিহ্ন 'ন' যোগ করিয়া এই 'চলেন' পদ উৎপন্ন হইয়াছে।[৪২] তিনি আমাদের প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি এইজন্য গ্রহণ করেন নাই যে, ন < অন্ত হয় না, বরং তঁ <অন্ত হয়,

৪২. *O. D. B. L.* p. 936

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন—দন্ত> দাঁত ; তাঁত <তন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু 'অন্তি' ক্রিয়াবিভক্তি হওয়ায় এবং তাহার বিশেষ অর্থ থাকায় ইহা সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মের বহির্ভূত। এই জন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় বা আদি মধ্য বাঙ্গালায় যেখানে দান্ত < দন্ত সেখানে চলান্ত < চলন্তি হয় নাই। অধিকন্তু সময়ভেদে ধ্বনিতত্ত্বে ভেদ হয়। যে কালে আঁত < অন্ত হইয়াছে, তাহার পরে এন <এন্ত <অন্তি হইয়াছে। এই দুই পরিবর্তন এক সময়ের নহে। চলেন হইতে চলন্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের সমস্ত শৃঙ্খলগুলি আমরা পাইতেছি। কাজেই অনুমান দ্বারা অন্য ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা সঙ্গত হইবে না।

মধ্যমপুরুষ একবচন চলিস <*চলইস্ <ম. বা., প্রা. বা., ম. ভা., প্রা. ভা. আ. <চলসি। উত্তম পুরুষ একবচন চলি < আদি মধ্য বাঙ্গালা চলিএ < প্রা. বাং চলিঅই < প্রা. চলীঅই < প্রা. ভা. আ. চল্যতে। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা ম. বা. উত্তম পুরুষের বহুবচনের সহিত ব্যবহৃত হইত। উত্তম পুরুষের একবচনের পদ চলোঁ < চলম্ <প্রা. বাং চলম < প্রা. চলমি <প্রা. ভা. আ. চলামি। এক্ষণে 'চলোঁ' উত্তরবঙ্গের কয়েকটি বুলিতে এবং আসামী ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে।

প্রা. বা. উত্তম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি হুঁ, ম. বা. দেবতার বন্দনায় প্রণমহোঁ, প্রণমহুঁ, প্রণমহো, প্রণমহ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রা. বা. হইতে রক্ষিত। যথা—'প্রণমহোঁ ব্যাস মুনি গুণের সাগর।' পাঠান্তর, 'প্রণমহো ব্যাসদেব গুণের নিধান' (কবীন্দ্রের মহাভারত)। 'প্রণমহো নারায়ণ পুরুষ প্রধান' (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বিভক্তি পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালায় হুঁ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমাদের মতে অহুঁ < অম্হুঁ < অম্হ < অস্ম। ইহা সংস্কৃতের অদ্যতন অতীতের (লুঙ্) উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি, তাহা হইতে বর্তমান কালের নির্দেশভাবে (Indicative Mood) ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ 'ইত্থা' বিভক্তি অদ্যতন অতীত হইতে বর্তমান নির্দেশভাবের বর্তমানে ব্যবহৃত হইয়াছে। পিশেল প্রাকৃতে বর্তমান কালের নির্দেশভাবে 'অম্হ' বিভক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইহা কেবল আদেশ ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রত্নাবলী ও শকুন্তলায় নির্দেশভাবে এই অম্ বিভক্তি দৃষ্ট হয়।[৪৩] ডক্টর চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে চান—চলহুঁ < *চলউঁ <*চলবুঁ < চলাম। তিনি মনে করেন মধ্যমপুরুষের বহুবচনের রূপে অবস্থিত 'হু'-কারের প্রভাবে বা সাদৃশ্যে উত্তম পুরুষেরও বহুবচনে হুঁ-কার আসিয়াছে। তিনি অহুঁ < অম্হুঁ সঙ্গত মনে করেন না।[৪৪] কিন্তু আল্সডর্ফ (Dr. Alsdorf) তাঁহার একটি প্রবন্ধে এইরূপ ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ধ্বনিতত্ত্ব সঙ্গত বলিয়া দেখাইয়াছেন। আল্সডর্ফ পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন যে, অস্ম <অম্হ> অহুঁ।[৪৫]

---

৪৩. পূর্বোল্লিখিত, অনুচ্ছেদ ৪৫৫।
৪৪. *O. D. B. L. P. 934*
৪৫. সাঃ পঃ পঃ ১৩৩৭, পৃঃ ৯২—৯৩ ও ৯৬—৯৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানকালের আদেশভাব

[Imperative Mood]

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চলতু	চলতাম্	চলন্তু
মধ্যম	চল (দেহি)	চলতম্	চলত
উত্তম	চলানি	চলাব	চলাম।

পালি

প্রথম	চলতু	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তু
মধ্যম	চল, চলাহি (চলহি, চলস্সু)		চলথ[৪৬]
উত্তম	চলামি	...	চলাম।

প্রাকৃত

প্রথম	চলউ	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তু
মধ্যম	চল, চলসু, চলেসু, চলেহি, চলাহি		চলহ
উত্তম	চলামু, চলমু		চলিমো, চলেমো, চলমো, চলামো, চলম্হ, চলেম্হ।

অপভ্রংশ

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চলউ	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তু (চলহিঁ)
মধ্যম	চলু, চলাহি, চলহি, চলসু।		চলহু, চলেহু
উত্তম	চলউঁ (?)		চলহুঁ

প্রাচীন বাঙ্গালা

প্রথম	চলউ	(চলন্তু)
মধ্যম	চল, (জাহি, হোহি)	চলহ, চলহু
উত্তম	×	চলিঅউ

---

৪৬. অশোকলিপিতে ত, থ উভয় বিভক্তি দৃষ্ট হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্য বাঙ্গালা

প্রথম	চলু, চলুক	(*চলুন্ত)
মধ্যম	চল, চলা	চলহ
উত্তম	×	চলিউ

আধুনিক বাঙ্গালা

প্রথম	চলুক	চলুন
মধ্যম	চল্	চল
উত্তম	×	×

আধুনিক বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষে 'চলুক'। ইহার 'ক' স্বার্থে বিভক্তি। ইহা প্রা. ভা. আ. ভাষার স্বার্থে 'ক' বিভক্তি হইতে আসিতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহা মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে।[৪৭]

মধ্য বাঙ্গালায় চলু, চলুক দুই রূপই দেখা যায়। চলু <প্রা. বা ও প্রা. চলউ <প্রা. ভা. আ. চলতু।

আধুনিক বাঙ্গালায় 'চলুন' সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে ইহা বাস্তবিক বহুবচনের প্রথম পুরুষের রূপ। চলুন <ম. বা. *চলুন্ত <প্রা. বা., ম. ভা. প্রা. ভা. আ. চলন্ত। চলুন্তু হইতে কিরূপে চলুন হইয়াছে, তাহা 'চলেন্ত' হইতে 'চলেন' পদের ব্যুৎপত্তিতে দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল 'দেন্ত' একটি পদ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাঙ্গালায় চল্ মধ্যম পুরুষের অবজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে ইহা একবচনের পদ। আধুনিক বাঙ্গালায় অন্ত্য অ-কার লোপের জন্য ইহা হসন্ত হইয়াছে। ম. বা. ; ম, ভা., প্রা. ভা. আ. 'চল'। ওড়িয়া ভাষায় অন্ত্য অ-কার রক্ষিত হওয়ায় বহুবচন পদ 'চল' হইতে পৃথক করণের জন্য 'চলু' এইরূপ পদ সৃষ্ট হয়। এই 'চলু' নির্দেশভাবে প্রযুক্ত হয়। আদেশভাবের জন্য আধুনিক বাঙ্গালা হইতে হসন্ত 'চল' রূপ গৃহীত হইয়াছে।

ওড়িয়া নির্দেশভাব মধ্যমপুরুষের একবচনে চলু, বহুবচনে চল।
" আদেশভাব " " চল্ " চল।

আসামীতে মধ্যম পুরুষের একবচনে নির্দেশভাবে 'চল' (স্বরান্ত), বহুবচনে 'চলা', এবং আদেশভাবে একবচনে 'চল্' (হসন্ত), বহুবচনে 'চলা'। আসামীর নির্দেশভাবের মধ্যমপুরুষের একবচনে চল (অকারান্ত) <*চলহ <ম. আসামী চলস <প্রা. আসামী, ম. ভা., প্রা. ভা. আ. 'চলসি'। বহুবচনের 'চলা' <ম. আসামী, প্রা.

৪৭. *Munda Affinities of Bengali*, A. I. Oriental Conference, 6th Patna Session, *1930 P. 7.9 by Dr. Md. Shahidullah.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসামী, প্রাকৃত চলহ <পালি ও প্রা. ভা. আ. চলথ। পালি ভাষায় প্রা. ভা. আ. নির্দেশভাবের 'চলথ' ও আদেশভাবের 'চলত'—উভয়ই 'চলথ' রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ আদেশভাবের স্থলে নির্দেশভাবের পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, (যেমন পূর্ববঙ্গের বুলিতে 'আপনি দেখুন' স্থলে 'আপনি দেখেন')। আদেশভাবের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে বস্তুতঃ নির্দেশভাবের পদ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ প্রয়োগ প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ হইতে সমস্ত আ. ভা. আ. ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছে। ('চল' রূপের ব্যুৎপত্তি পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক বাঙ্গালায় উত্তমপুরুষে আদেশভাবের কোনও রূপ নাই। ওড়িয়া এবং আসামীতে নির্দেশভাবের পদ আদেশভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মধ্য বাঙ্গালায় আদেশভাবের বহুবচনে উত্তম পুরুষের একটি রূপ ছিল। 'চলিউ' (এ স্থানে উ ব্যুৎপত্তিগত নয়) <প্রা. বা. চলিঅউ <প্রা. চলীঅউ <*প্রা. ভা. আ. চল্যতু = চল্যতাম্। ইহা কর্মবাচ্যের রূপ। ম. ভা. কর্মবাচ্যে পৃথক্ বিভক্তি না থাকায় কর্তৃবাচ্যের (পরস্মৈপদের) বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ। ইহা নির্দেশভাবের উত্তমপুরুষের বহুবচনের পদের সহিত তুলনীয়।

সামান্য অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ামূল

AMARBOI.COM

অতীত কালের ক্রিয়ামূল 'ইল' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা—দেখিল, চলিল ইত্যাদি। মধ্য বাঙ্গালা ও আধুনিক বাঙ্গালায় বর্তমান কালের ধাতুমূলের সহিত -ইল-যোগে অতীত কালের ধাতুমূল গঠিত হয়, যথা—আসিল <আস + ইল, হইল <হ + ইল, শুইল <শো + ইল। কিন্তু মধ্য বাঙ্গালায় কতকগুলি অতীত ক্রিয়ামূল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা, বর্তমান ক্রিয়ামূল হইতে উৎপন্ন নহে ; কিন্তু ভাব বা কর্মবাচ্যের (Past Passive Participle) কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত শব্দের সহিত ইল যোগে উৎপন্ন। যথা—আইল <আয় + ইল, আয় <প্রা. আঅঅ <প্রা. ভা. আ. আগত = আ-গম্ + ত ; ভইল <ভইঅ + ইল, ভইঅ < আদিম প্রাকৃত ভবিত = প্রা. ভা. আ. ভূত ; সুতিল <সূত + ইল, সূত <ম. ভা. সুত্ত <প্রা. ভা. আ. সুপ্ত।

প্রাচীন বাঙ্গালায় এইরূপেই অতীত ক্রিয়ামূল উৎপন্ন হইত। মধ্য বাঙ্গালায় তাহার কিছু রক্ষিত হয় ; কিন্তু এই সময় হইতেই বর্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত -ইল যোগে অতীত ক্রিয়ামূল গঠনের সূত্রপাত হয়। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মইল, মরিল ; ভইল, হইল প্রভৃতি যুগ্মরূপ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি প্রাচীন, দ্বিতীয়টি নব্য সৃষ্টি। এখনও আমরা কথ্য ভাষায় বলি 'এল', কিন্তু সাধুভাষায় 'আসিল'। প্রাচীন এবং মধ্য বাঙ্গালায় 'আসিল' পদ নাই। এল<ম. বা. প্রা. বা.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইল. <প্রা. আঅঅ + ইল, আঅঅ <আগত। মইল <প্রা. মঅ + ইল, মঅ <প্রা. ভা. আ. মৃত। এইরূপে কইল প্রাচীন ও করিল আধুনিক রূপ। কইল <প্রা. কঅ + ইল, কঅ <প্রা. ভা. আ. কৃত। আধুনিক বাঙ্গালায় কেবলমাত্র "গেল"—এই একটি প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে। প্রা. বা. গেল <গঅ <গত + ইল। এই -ইল প্রত্যয় অপভ্রংশে ও অর্বাচীন প্রাকৃতে -ইল্লরূপে দৃষ্ট হয়। প্রা. বাঙ্গালায় অতীত কালের তিনটি রূপ ছিল ঃ—

(১) প্রা. ভা. আ. কর্ম ও ভাববাচ্যের অতীত কালের 'ত' (ক্ত) প্রত্যয় যুক্ত শব্দ হইতে, যথা—পইঠা <প্রা. পইট্‌ঠ <প্রা. ভা. আ. প্রবিষ্ট ; দীঠা <প্রা. দিট্‌ঠ <প্রা. ভা. আ. দৃষ্ট।

(২) বর্তমান কালের ক্রিয়ামূলের সহিত ইল যোগে—যথা—দেখিল, আছিল। 'এতকাল হাঁউ আছিলোঁ' (৩৫ নং চর্যা)।

(৩) প্রা. ভা. আ. কর্ম বা ভাববাচ্যের অতীতকালে -ইত প্রত্যয়- শব্দ হইত। যথা—প্রা. বা. ভইআ <*আদিম প্রাকৃত ভবিত = ভূত। এইরূপ প্রা. বা. চলিআ <চলিত ইত্যাদি। অপভ্রংশ স্তর হইতে আগত ইউ <ইত (কর্তৃবাচ্যে) প্রাচীন বাঙ্গালায় কতিপয়স্থলে দৃষ্ট হয়, যথা,—বিআপিউ (১৭নং চর্যা) <ব্যাপিত ; বিকসিউ (২৭নং চর্যা) <বিকসিত।

বর্তমান কালের ক্রিয়ামূলের সহিত -ইব যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। প্রা. ভা. আ. ভূমিয়ি ধাতুর সহিত তব্য, ইতব্য যোগে কর্ম বা ভাববাচ্যের কর্তব্য অর্থে পদ গঠিত হইত। ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় ভবিষ্যত কালের সূচনার জন্য ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়াছে! প্রাচীন বাঙ্গালার ধাতুর -ইব <প্রা. *-ইব্ব <-ইঅব্ব <প্রা. ভা. আ. ইতব্য। প্রাচীন বাঙ্গালায় ধাতুর সহিত ইব যোগ না হইয়া বর্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত যোগ হইত। এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক সময় পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃতে ধাতু এবং বর্তমানের ক্রিয়ামূল উভয়ের সহিত অব্ব <তব্য কিংবা ইঅব্ব <ইতব্য যুক্ত হইত, যথা—প্রা. ভা. আ. শ্রোতব্যে > পা. সোতব্ব, সুণিতব্ব> প্রা. সোঅব্ব, সুণিঅব্ব> বা. শুনিব। ইহারই সাদৃশ্যে অতীত কালের ক্রিয়ামূল সর্বত্র ধাতু হইতে নিষ্পন্ন না হইয়া কমশঃ বর্তমান কালের ক্রিয়ামূল হইতে নিষ্পন্ন। প্রা. ভা. আ. ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ প্রা. ও ম. বাঙ্গালায় কয়েকটি পদে রক্ষিত ছিল, যথা—প্রা. ভা. আ. করিষ্যতি> প্রাকৃত করিস্ সই, >অপ. করিহিই <ম. বা. করিহে।[৪৮] এস্থানে মধ্য বাঙ্গালায় কেবলমাত্র প্রথম পুরুষের একবচনে এইরূপ (form) রক্ষিত ছিল। মধ্যম পুরুষের বহুবচনেও একটি রূপ ছিল। কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎসূচক আদেশ বা অনুরোধভাবে ব্যবহৃত হইত। ইহা

৪৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃঃ ১০৩।২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাঙ্গালাতেও প্রচলিত আছে, যথা—চলিও <ম. ও প্রা. বা. চলিহ্ <*অপ. চলিহিহ্ <প্রা. চলিস্সিহ <প্রা. ভা. আ. চলিষ্যথ। মধ্য বাঙ্গালার চলিহে রূপ আধুনিক বাঙ্গালায় লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় মধ্যম পুরুষের একবচনের ভবিষ্যতের রূপ ছিল, যথা—মারিহসি, হোহিসি (২৩ নং চর্যা)। আধুনিক বাঙ্গালায় মারিস, করিস প্রভৃতি পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন বাঙ্গালার বর্তমান হোসি এবং ভবিষ্যৎ হোহিসি উভয় পদ আধুনিক বাঙ্গালায় হোস <হইস হইয়াছে।

নিত্য অতীত কালের ক্রিয়ামূল বর্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত 'ইত' যোগে নিষ্পন্ন হয়। এই ইত-র ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইত <প্রা. বা. অন্ত, এন্ত < ম. ভা. অন্ত, এন্ত <প্রা. ভা. আ. অন্ত, অয়ন্ত (ব্যাকরণের শতৃপ্রত্যয়)।[৪৯] এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি আছে। (১) সংস্কৃতের শতৃপ্রত্যয় দ্বারা নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত (Habitual past) বুঝায় না, কিন্তু নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান বুঝায়। ভাষার বিবর্তনে ভাবের বিবর্তন হইতে পারে স্বীকার করিলেও অন্ত > ইত ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। অধিকন্তু বাঙ্গালায় -ইত প্রত্যয়যুক্ত পদ নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ভিন্ন অতীত কালের সংশয় ভাবেও (Subjunctive mood) ব্যবহৃত হয়, যথা—'যদি সে পরিশ্রম করিত, তবে ধনী হইত'। এখানে সংশয় ভাব (Subjunctive mood)। 'সে প্রত্যহ নিয়মিত পরিশ্রম করিত'। এখানে নির্দেশভাবে নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত। প্রাদেশিক বাঙ্গালায় ইহার অতিরিক্ত আর একটি প্রয়োগ দেখা যায়, 'আমি কি করতাম্', আমি কি করিতে পারি, এই অর্থে।

খুব সম্ভবতঃ নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও সংশয় ভাবের অতীত (Conditional past) ইহাদের জন্য যথাক্রমে 'চলিথ' ও 'চলন্ত' এই দুইটি পৃথক্‌রূপ আদি প্রাচীন বাঙ্গালায় ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহাদের সংমিশ্রণে 'চলিত' এইরূপ পদ হইয়াছে। অর্ধমাগধীতে সমস্ত পুরুষে ও বচনে অতীত কালের এত্থ, ইত্থ, (এত্থ, ইত্থা) প্রত্যয় হয়, যথা—প্রথম পুরুষ একবচন সেবিত্থ, সেবিত্থা, (সেবা করিত, অর্থে) হোত্থা (হইত), কারেত্থা (করাইত)। মধ্যম পুরুষ বহুবচন লভিত্থ (তুমি লভিতে = লাভ করিতে)। প্রথম পুরুষ বহুবচন হোত্থা। ইত্থ পিশেলের মতে সংস্কৃতের লুঙের (Aorist past) প্রথম পুরুষ একবচনে আত্মনেপদী বিভক্তি হইতে উৎপন্ন।[৫০] চলন্ত পদটি প্রাকৃত ও অপভ্রংশের রূপ হইতে আগত। হেমচন্দ্র ক্রিয়াতিপত্তি (Conditional) অর্থে প্রাকৃতে অন্ত প্রত্যয়ের বিধান দিয়াছেন (৮।৩।১৮০)—

---

৪৯. *O. D. B. L.* p. *959.*

৫০. পূর্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিণট্‌ঠাণে হরিণঙ্ক জইসি হরিণাহিবং নিবেসন্তো ॥
ন সহন্তো চ্চিঅ তো রাহুপরিহবং সে জিঅন্তস্‌স ॥[৫১]

অপভ্রংশেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ ৮ ।৪ ।৩৯৫)—
জিবঁ তিবঁ তিক্‌খা লেবি কর জই সসি ছোলিজ্জন্তু।
তো জই গোরিহে মুহ-কমলি সরিসিম কাবি লহন্তু।[৫২]

এই অন্তু প্রা. ভা. আ. ভাষার অন্ত (শতৃপ্রত্যয়) হইতে আগত।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে (লিপিকাল ৯৮৫ সাল = ১৫৭৮ খৃঃ) থাকিথ, খাইথ, করিথুঁ, আসিথে ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়।

ওড়িয়া ভাষায় 'অন্ত' রূপ পাওয়া যায়। ক্রিয়াতিপত্তিতে 'অন্ত' এবং নিত্যপ্রবৃত্তে 'ইথ' রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সে আসিথাএ = সে আসিত। তেতে বেলে সে করিথাএ = তখন সে করিত। করিথাএ = করি + থাএ, থা ধাতু হইতে অধুনা এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইলেও প্রাচীন রূপ "করিথ" ছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যেমন প্রাকৃত 'করিজ্জই' হইতে পরবর্তী কালে 'করা যায়' পদ করা হইয়াছে। এখানে 'যায়' যা ধাতু হইতে, কিন্তু পূর্বে কর্মবাচ্যের রূপ ভেদ ছিল মাত্র। ক্রিয়াতিপত্তিতে ওড়িয়ায় 'অন্ত' বিভক্তি হয়, যথা—'পাপ ছাড়িলে তুক্ষর মঙ্গল হুঅন্তা' (পাপ ছাড়িলে তোমার মঙ্গল হইত) ইহা প্রা. বা. রূপের সদৃশ। আসামীতে মিশ্র ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়াতিপত্তি প্রকাশ করা হয়, যথা—করিলোঁ হেঁতেন = বা. (যদি আমি) করিতাম। ম. আসামীতে হেঁতেন স্থলে 'হেন্তে' রূপ দেখা যায়, যথা—পাইলোঁ হেন্তে = বা. পাইতাম। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে হেন্তে < *অহেন্তহি < *অহন্তহি, √'অহ' কিংবা √'হি' শতৃ-অধিকরণে।[৫৩] এ স্থলেও আমরা মূলে অন্ত বিভক্তি দেখিতেছি।

আধুনিক বাঙ্গালার ক্রিয়াবিভক্তি

অতীত

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অ-(কারান্ত)	এন
মধ্যম	ই	এ
উত্তম	আম	আম

---

৫১. যদি হরিণাঙ্ক (চন্দ্র) হরিণস্থানে হরিণাধিপকে বসাইত, তবে জীবিত থাকিতে তাহার রাহু পরাভব সহিতে হইত না।

৫২. যদি করে তীক্ষ্ণাস্ত্র লইয়া শশীকে চাঁছা যাইত, তবে, হয়ত, গৌরীর মুখকমলে কিছু সাদৃশ্য লাভ করিত।

৫৩. *O. D. B. L.* p. *961*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ

প্রথম	এ	এ
মধ্যম	ই	এ
উত্তম	অ-(কারন্ত)	অ-(কারান্ত)

নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত

প্রথম	অ-(কারান্ত)	এন
মধ্যম	ইস্	এ
উত্তম	আম	আম

এই বিভক্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায়, কোনও স্থলে একই বিভক্তি তিন কালে ব্যবহৃত হয়, যথা—প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'এন', মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'এ'। অন্য কতিপয় স্থানে একই বিভক্তি দুই কালে ব্যবহৃত হয়, যথা—অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীতে প্রথম পুরুষের একবচনে 'অ' এবং উত্তম পুরুষের আম, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ই'। কতিপয় স্থলে বিভক্তি কেবলমাত্র একটি কালে লক্ষিত হয়, যথা—ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষ একবচনে 'এ', নিত্তপ্রবৃত্ত অতীতে মধ্যম পুরুষ একবচনে 'ইস্', ভবিষ্যৎ উত্তম পুরুষে 'অ'। এইরূপ ঐক্য ও বৈষম্যের কারণ আছে। আমরা এক্ষণে ইহাদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

AMARBOI.COM

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাঙ্গালার ন্যায় আসামী, ওড়িয়া এবং বিহারীতেও এই সমস্ত ক্রিয়ামূলের সহিত বিভক্তি যুক্ত হয় ; কিন্তু সেগুলি আকৃতিতে পৃথক্। তুলনার নিমিত্ত নিম্নে ওড়িয়া ক্রিয়া বিভক্তিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

অতীত

	একবচনে	বহুবচনে
প্রথম পুরুষ	আ	এ
মধ্যম "	উ	অ-(কারান্ত)
উত্তম "	ই	উ

ভবিষ্যৎ

প্রথম পুরুষ	অ	এ
মধ্যম "	উ	অ-(কারান্ত)
উত্তম "	ই	উঁ, আ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াতিপত্তি

প্রথম পুরুষ	আ	এ
মধ্যম "	উ	অ (-কারান্ত)
উত্তম "	ই	উ

এইরূপ মৈথিলীতেও বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি দৃষ্ট হয়। আসামী ক্রিয়াবিভক্তি বাঙ্গালার অতি নিকটবর্তী বিধায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

আসামী ক্রিয়াবিভক্তি

	অতীত		ভবিষ্যৎ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	এ (সকর্মক), অ	এ	অ	অ
মধ্যম	ই	আ	ই	আ
উত্তম	ওঁ	ওঁ	ইম্ (ইব স্থানে)	ইম্ (ইব স্থানে)

আসামী বিভক্তিগুলি বাঙ্গালা বিভক্তির সহিত আদি মধ্য বাঙ্গালা যুগে একই ছিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিলে অনায়াসে বুঝা যায়। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষাগুলির অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীতের ক্রিয়ামূল এক হইলেও বিভক্তিগুলির পৃথক্ হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, ওড়িয়া ও বিহারী (মৈথিলী, মাগধী ও ভোজপুরিয়া) ভাষায় তাহাদের ভাষা-জননী হইতে পৃথক হইবার পর এই সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলি যুক্ত হইয়াছে। অবশ্য বাঙ্গালায় ক্রিয়াবিভক্তিগুলি উৎপন্ন হইবার পর আসামী ভাষায় সেগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়াছে। তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারি এই সমস্ত সহোদরা ভাষায় মূলভাষার কোনও ক্রিয়াবিভক্তি ছিল না। কেবলমাত্র ক্রিয়ামূলের দ্বারা সমস্ত পুরুষ ও বচন প্রকাশিত হইত। এইরূপ প্রয়োগ ম. ভা. ও প্রা. ভা. আ. ভাষার বাগ্‌ধারা (Idioms) অনুযায়ী হইয়াছে, যথা—প্রা. ভা. আ. তেন চলিতম্,— তৈঃ চলিতম্, ত্বয়া চলিতম্, যুষ্মাভিঃ চলিতম্, ময়া চলিতম্—অস্মাভিঃ চলিতম্ এইরূপ হইত।

ইহা হইতে প্রাক্ বাঙ্গালা ভাষায় (Proto-Bengali) সে চলিল, তানি চলিল, তই চলিল, তুহ্মে চলিল, মই চলিল, আহ্মে চলিল, এইরূপ পদ আমরা অনুমান করিতে পারি। এইরূপ স্থলে অবশ্য ভবিষ্যৎকালে অকর্মক ক্রিয়ার কর্তার লিঙ্গ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত এবং সকর্মক ক্রিয়ার কর্মের লিঙ্গ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, যেমন—প্রা. ভা. আ. সা আগতা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায়—রাহী গেলী, বড়াই চলিলী ইত্যাদি। সকর্মক ক্রিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা 'মোএ ঘালিলী হাড়েরি মালী' (১০নং চর্যা), প্রা. ভা. আ. ময়া অস্থিমালা ধৃতা। প্রাচীন বাঙ্গালা 'মুই দিবি পিরিচ্ছা' (৩০ নং চর্যা), > প্রা.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভা. ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা। অন্যত্র 'কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস (৭নং চর্যা)।' অতীত কালে সম্ভবতঃ প্রাচীন বাঙ্গালায় বিভক্তি যোগ ইচ্ছাধীন ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় আমরা তিন পুরুষেই অতীত ক্রিয়াপদে বিভক্তিশূন্য দেখিতে পাই। প্রথম পুরুষ—'কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে' (৬৪।১ পৃঃ), মধ্যমপুরুষ—'তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী' (১২৬।২ পৃঃ) উত্তম পুরুষ—'খণ্ডব্রত কইলআহ্মে' (১৩১।২ পৃঃ)।

ভবিষ্যৎ কালেও আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় উত্তম ও প্রথম পুরুষে বিভক্তিশূন্য রূপ দেখিতে পাই, যেমন,—আহ্মে করিব, সে করিব। প্রাচীন বাঙ্গালায় তিন পুরুষেই এবং সকল বচনে ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়ার রূপ অপরিবর্তিত থাকিত। পূর্ব বাঙ্গালায় সে করব।

ক্রিয়াবিভক্তিগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রিয়ারসনের মত এই যে, এগুলি সর্বনাম হইতে উৎপন্ন, যথা—দেখিলি = দেখিল + ই, এখানে ই = তুই। কাশ্মিরী প্রভৃতি ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আছে।[৫৪] অন্যমত এই যে বর্তমানকালে হইতে সাদৃশ্যহেতু (by analogy) ক্রিয়াবিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই গ্রহণীয়। আমরা এক্ষণে এই সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

উত্তম পুরুষ—উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকালে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু অন্যত্র (অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত এবং সংশয় ভাব) 'আমি' বিভক্তি হয়, যথা—আমি বলিলাম, আমি চলিতাম কিন্তু আমি চলিব। মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষের একবচনে 'ওঁ' বিভক্তি হয়, যথা—মোএঁ দেখিলোঁ, দেখিবোঁ, দেখিতোঁ। কিন্তু উত্তম পুরুষের বহুবচনে কোন বিভক্তি ছিল না, যথা—আহ্মে দেখিল, দেখিত, দেখিব। অকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে বহুবচনে 'আহোঁ' বিভক্তি হইত, যেমন হইলাহোঁ, "আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ৭৯।২)। এই 'আহোঁ বিভক্তি হইতে ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে নিম্নলিখিতরূপে 'আম' বিভক্তি ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, যেমন—ইলাহোঁ > ইলাবোঁ > ইলাঙ > ইলাম।[৫৫] কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিতে ইলাবোঁ আনুমানিক। ইলাহোঁ > ইলাওঁ > ইলাম অনায়াসে হইতে পারে। মধ্য বাঙ্গালায় ইলাওঁ ইলাঙ্ রূপে লিখিত হইত, যথা—রাখিলাঙ, থাকিতাঙ্। এইরূপ মধ্য বাঙ্গালা ইতাহোঁ > অর্বাচীন মধ্য বাঙ্গালা ইতাওঁ> ইতাম। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে আসলে এই আহোঁ < প্রা. বা. হাঁউ > অপ. হউঁ <হকম্ < অহকম্ = সং অহম্।[৫৬] কিন্তু এই ব্যুৎপত্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহাতে ক্রিয়াপদটি একবচনের হয় ; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি উহা বহুবচনের রূপ।

---

৫৪. JASB, 1895, Radical & Participial Tenses in the Modern Indo-Aryan Languages.
৫৫. *O. D. B. L.* p. 976
৫৬. *O. D. B. L.* p. 975.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইজন্য আমরা মনে করি, আহোঁ বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা প্রণমহুঁ > মধ্য বাঙ্গালা প্রণামহোঁ। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে বর্তমান বিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছে এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। কিংবা আহোঁ' <*আহহোঁ <প্রা. বা. *আহহুঁ। √আহ <সং √অস্। ইহাতে দেখিলাহোঁ = দেখিল + আহোঁ = দৃষ্টং স্মঃ। দেখিল + আমি > দেখিলাম > দেখিলাম, এইরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভবপর, কিন্তু অর্বাচীন মধ্য বাঙ্গালায় 'দেখিলাঙ' এবং প্রাচীন মধ্য বাঙ্গালায় 'দেখিলাহোঁ' রূপ থাকায় এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না। ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'দেখিলাম' উত্তম পুরুষের বহুবচনের পদ। বর্তমান কালের ন্যায় অন্যত্র উত্তম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদটি বাঙ্গালা ভাষায় লোপ হইয়াছে ; কিন্তু আসামী ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। অন্যপক্ষে আসামী ভাষায় বহুবচনের রূপ লুপ্ত হওয়ায় উত্তম পুরুষ মাত্রেই একবচনের রূপ ব্যবহৃত হইতেছে, যেমন—মই দেখিলোঁ, আমি দেখিলোঁ। প্রাচীন রূপ ছিল, মই দেখিলোঁ, আহ্মি দেখিলাহোঁ।

দেখিল + আমি < দেখিলামি < দেখিলাম, এই ব্যুৎপত্তি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরা প্রাচীন বাঙ্গালায় বাহতু (৮নং চর্যা), বুঝতু (৩২নং চর্যা), পুচ্ছতু (৪১নং চর্যা) প্রয়োগে ক্রিয়ার সহিত সর্বনাম কর্তার ব্যবহার দেখি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে (ব. সা. প. সংস্করণে উত্তরকাণ্ড ৯ কলম) উত্তম পুরুষে 'পাইলাম' পদ আছে। ইহাতে অধিকাংশ স্থলে আহোঁ-যুক্ত পদও আছে। তবে আমি-যুক্ত পদের প্রাচীন রূপ ছিল আহ্মে। আমরা তাহা পাই নাই। চলিলাহোঁ <চলিতাঃ স্মঃ ; চলিলাম<চলিলামি<চলিলাহ্মে <চলিতাঃ অস্মে = বয়ম্।

প্রাদেশিক বাঙ্গালার চলিমু, চলুম, চলিম ক্রিয়ারূপগুলি মূলে চলিবোঁ উত্তম পুরুষের একবচন হইতে আসিয়াছে। প্রাদেশিক বাঙ্গালার 'চলিবাম' অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত এবং সংশয়ভাবের সহিত সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছে। তুং 'আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে' (চৈতন্য ভাগবত, ৫ম অধ্যায়)।

মধ্যম পুরুষ

মধ্যম পুরুষের বিভক্তি অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালে এক, যেমন—তুই চলিলি, তুই চলিবি, তুমি চলিলে, তুমি চলিবে। কিন্তু নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত এবং সংশয়ভাবে মধ্যম পুরুষের একবচনের বিভক্তিটি বিভিন্ন—তুই চলিতিস্। বহুবচনের বিভক্তির পূর্বরূপ 'আ' ছিল, যথা—গেলা, হইবা, প্রাদেশিক ভাষায় রক্ষিত আছে। স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে 'ই'-কারের পরস্থিত 'আ'-কার 'এ'-কার হইয়াছে। করিলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

<করিলে, করিবা > করিবে। নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত (Habitual past) ও সংশয়ভাবে (Subjunctive mood) মধ্যম পুরুষের একবচনে ইস বিভক্তি বর্তমান কাল হইতে আসিয়াছে। চলিস্ <*চলইস <চলসি, ইহার সাদৃশ্যে চলিতিস পদ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু চলিলি, চলিবি ইত্যাদি পদের ই-কার বিভক্তির উৎপত্তি কি? ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এই 'ই' বিভক্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহার উৎপত্তি অজ্ঞাত। তিনি অগত্যা ইহাকে অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের একবচনের 'হি' হইতে 'হ' লোপে 'ই' হইয়াছে মনে করেন।[৫৭] কিন্তু অনুজ্ঞা হইতে ক্রিয়াবিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি সন্দেহজনক। অধিকন্তু মধ্য বাঙ্গালায় অনুজ্ঞার বিভক্তি 'হি' ছিল না। সুতরাং বর্তমান অনুজ্ঞা হইতে অন্য কালে এই বিভক্তি আনিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। ইহার ব্যুৎপত্তি আমরা নিম্নলিখিত রূপে করিতে পারি। ই < অর্বাচীন মধ্য বাঙ্গালা ইস <প্রা. এবং মধ্য বাঙ্গালা ইসি < অসি। 'জইসনে আছিলেস (আছিলেসি) তইসন আছ' (৩৭নং চর্যা) 'কেম্‌নে মৈলিসি সোআলী' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ১১৩।২) 'ব্রহ্ম বধ করিঞা তুমি (তুই শুদ্ধ) লুকাইলিস ডরে।[৫৮] কথ্য বাঙ্গালায় 'ছিলিস' এখনও পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে প্রাদেশিক বাঙ্গালায় চলতি <চলতিস্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সাধারণ নিয়মানুসারে বর্তমান কালের ক্রিয়াবিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছে। তবে ই <ইস্ অসাধারণ বটে। বোধ হয় ই-কারের পরবর্তী হওয়ায় স> হ এবং পরে লোপ হইয়াছে। লুকাইলি < *লুকাইলিহ্ < লুকাইলিস < *লুকাইলিসি < *লুকাইলসি। এইরূপ আইলিস।

এক্ষণে বহুবচনের এ < আ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিব। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহার দুইটি ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন। (১) যেমন চলিলা <চলিলাআ <চলিলাহা <চলিলাহ্। এখানে বর্তমান কাল হইতে এই 'হ' বিভক্তি আসিয়াছে ; যেমন চলহ (মধ্য ও প্রাচীন বাঙ্গালা)। (২) তাঁহার মতে 'আ' নির্দেশবাচক বিভক্তি হইতে পারে।[৫৯] মধ্য বাঙ্গালায় চলিলা, চলিলাহা দুই রূপই ছিল। অর্বাচীন মধ্যম বাঙ্গালায় এই দুই রূপ হইতেই চলিলা পদ আসিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে স্বরসঙ্গতির (Vowel Harmony) জন্য চলিলে হইয়াছে ; এইরূপ চলিবে < চলিবা। আমার মনে হয়, এই 'আ' বিভক্তি বহুবচনের চিহ্ন। তুমি চলিলা < প্রা. ভা. আ. যূয়ং চলিতাঃ, চলিলাহা, < চলিতাঃ স্থ ; এখানে আহা বাঙ্গালা আহ্ = সং অস্-ধাতুর বহুবচনের রূপ আহহ হইতে উৎপন্ন। (দ্রঃ আহোঁ বিভক্তি)।

---

৫৭. *O. D. B. L. P. 978*

৫৮. রামায়ণ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, উত্তরকাণ্ড, পৃঃ ৬২।

৫৯. *O. D. B. L. p. 981*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পুরুষ

প্রথম পুরুষের একবচনে অতীত নিত্য-প্রবৃত্ত অতীত এবং সংশয়ভাবে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। যথা সে চলিল, সে চলিত ; কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে 'এ' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন,—সে চলিবে ; কিন্তু কথ্য ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে 'এ' বিভক্তি হয়, যেমন,—সে বল্লে, দেখ্‌লে। এই 'এ'কার বর্তমান হইতে আসিয়াছে। পূর্ববঙ্গে এখনও ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষের একবচনে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। মধ্য বাঙ্গালাতেও এইরূপ ছিল। সুতরাং 'এ'কার যোগ আধুনিক। অতীত কালের কথ্য ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ায় এই 'এ'কার যোগ হইলেও লেখ্য ভাষার প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম পুরুষের বহুবচনে গৌরবে-'এন' বিভক্তি নিঃসন্দেহে বর্তমান কাল হইতে আসিয়াছে—তিনি চলেন, তিনি চলিতেন, তিনি চলিবেন। এন <এন্ত <অন্তি। মধ্য বাঙ্গালা কহিলান্ত, কহিলেন্ত।

কয়েকটি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ

হ ধাতু

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন, দুইটি প্রাচীন বাঙ্গালা ধাতু ছিল একটি 'হো' <সং ভব √ভূ এবং আর একটী 'অহ্‌' বা 'হ' <সং অস্‌। এই দুইটি ধাতুর গোলযোগে আধুনিক বাঙ্গালায় 'হ' ধাতুর বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ হইয়াছে। তাঁহার মতে হইব<হোইব। এই জন্য কথ্য বাঙ্গালায় ইহা হবো। যদি হইব<হোইব হইত তবে কথ্য ভাষায় হোবো<হোইব। অন্যপক্ষে কথ্য হোলুম <*হোইলুম। ইহা *অহিলুম হইতে আসিতে পারে না ; তাহা হইলে কথ্য ভাষায় হইলুম হইত। যেমন, কহিলুম> কৈলুম, সেইরূপ অহিলুম>হৈলুম হইত। মোট কথা কথ্য ভাষার প্রমাণে ভবিষ্যৎ কাল √অহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। এইরূপ অতীত কাল 'হো' ধাতু হইতে উৎপন্ন।[৬০] আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় আহ্‌ < আস্‌ ধাতু ছিল। মানভূম জেলার খাড়িয়া ঠার বুলিতে 'আহয়', 'হয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৬১] মধ্য আসামীতে 'আহন্তে' ক্রিয়াপদ পাওয়া গিয়াছে।[৬২] কিন্তু অনুমান ভিন্ন 'আহ্‌' বা 'হ্‌' ধাতুর কোনও দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'হো' ধাতু হইতে 'ও'-কার লোপে 'হ' ধাতু হওয়ায় যেরূপ ধ্বনিতত্ত্বের ব্যতিক্রম প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালার 'বৈল্‌' ধাতু হইতে আধুনিক বাঙ্গালার 'বল্‌' ধাতু হইয়াছে। বুলি হরিবোল ইত্যাদি শব্দে বোল্‌ ধাতু রক্ষিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কথ্য বাঙ্গালার 'হবো' উচ্চারণ কোনও স্থানীয়

৬০. *O. D. B. L.* p. *1038*
৬১. *L. S. I.* Vol. 5, 1-997
৬২. দেবানন্দ ভরালি—অসমীয়া ভাষার মৌলিক বিচার, ১১২ পৃঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে কথ্য ভাষায় করবো, ক'রাবো নয় ; ধরবো, ধ'রবো নয় ; চলবো, চ'লবো নয় ; বলবো, ব'লবো নয়। সংক্ষেপে আমাদের মতে আধুনিক হয় < ম. বা. হএ < প্রা. বা. এবং পালি হোই < প্রা. ভা. আ. ভবতি, যেমন আধুনিক বল্ < প্রা. ও ম. বা. বোল্ < প্রা. বোল্ল।

আছ্ ধাতু

ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ ছিল। কেহ আছে < অচ্ছতি মনে করিতেন, কেহ আছে < আস্তে মনে করিতেন। কিন্তু বর্তমান ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, আছে < প্রা. অচ্ছই <পা. অচ্ছতি = আস্ + ছ + তি। ইহা প্রা. ভা. আ. ভাষার কথ্যরূপ বা আদিম প্রাকৃতে ছিল। বাঙ্গালায় 'আছে' ধাতু অঙ্গহীন। একমাত্র বর্তমান ও অতীত ভিন্ন অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। সে স্থলে 'থাক্' ধাতুর ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মধ্য বাঙ্গালায় 'আছ্' ধাতুর আরও কয়েকটি ক্রিয়াপদ ছিল, যেমন অনুজ্ঞার প্রথম পুরুষ 'আছুক' কিংবা 'ছুক', অসমাপিকা ক্রিয়া -ছিতে ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় অতীত কালে আছ্ ধাতুর 'আ' লোপ হইয়াছে ; কিন্তু মধ্য বাঙ্গালায় এবং বর্তমানে প্রাদেশিক ভাষায় অবিকৃত রূপ দেখা যায়, যেমন—আছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যদিও ছিতে < আছিতে, ছুক < আছুক ক্রিয়ারূপ দেখা যায়, অতীতকালে সর্বত্র √আছ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পশ্চিম বাঙ্গালায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময় হইতেই এই আ-কার লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

AMARBOI.COM

বট্ ধাতু

মধ্য বাঙ্গালায় বর্তমান কালের নির্দেশভাবে (Indicative Mood) বট্ ধাতুর সমস্ত রূপগুলিই ছিল, যথা—আমি বটি, তুমি বট, সে বটে, কিনি বটেন ; কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় 'বটে' অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। বটে <প্রা. বট্টই <প্রা. ভা. আ. বর্ততে। এখানে ধ্বনিপরিবর্তন অসাধারণ। সাধারণ নিয়মে 'বাটে' হইত।

রহ্ ধাতু

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইহার ব্যুৎপত্তি লইয়া প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। আমাদের মতে রহে < রহই <*রাখই <প্রা. রক্‌খই < সং রক্ষিত। নিয়মিত ধ্বনিতত্ত্ব অনুযায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাহ্' ধাতু হওয়া প্রয়োজন ছিল। ইহার অনুরূপ ধ্বনি পরিবর্তন 'বটে'। হ < ক্ষ — যথা, প্রা. দাহিণ < সং দক্ষিণ। এই অনুযায়ী 'রক্ষিত' হইতে 'রাহে' হওয়া উচিত ছিল। বাঙ্গালায় রহ্ ধাতুর প্রয়োজক (causative) রূপ 'রহা', যেমন— 'কিবা চাহে কাহ্ন বাটে রহাএ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃঃ ১৫ ।২), 'মন পবন গগনে রহাই' (ঐ পৃঃ ১৭১ ।২)। 'রাখ' ধাতু সকর্মক, রহ্ ধাতু অকর্মক। হিন্দিতে এইরূপ রখ্ এবং রহ ধাতু উভয়েই প্রা. ভা. আ. রক্ষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় 'রহে'র নিম্নলিখিত ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, যদিও তিনি ইহা সন্তোষজনক মনে করেন নাই ; রহে < রহই < *রহিঅই < রাহিঅই < রাখিঅই < প্রা. রাখ্খিঅই < প্রা. ভা. আ. রক্ষ্যতে।[৬৩] এখানে বক্তব্য এই যে রহই < রহিঅই হয় না, হইবে রহিএ।

যা ধাতু

ইহা প্রা. ভা. 'যা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় 'যা' ধাতু অঙ্গহীন। অতীত কালে যা ধাতুর প্রয়োগ নাই, যাইল ইত্যাদি রূপ অশুদ্ধ। গেল < *গইল <*গঅ + ইল ; <প্রা. ভা. আ. গত + স্বার্থে ইল্ল প্রত্যয়। কোনও কোনও ধাতুর অতীত কালে একটি প্রাচীন ও একটি আধুনিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রূপটি সংস্কৃতের ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সহিত স্বার্থে 'ইল' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন। 'আসিল' আধুনিক রূপ, ইহার প্রাচীন রূপ আইল > 'এল' কথ্য ভাষা। যদি 'আসিল' শুদ্ধ হয়, 'যাইল'ও শুদ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু সাধু ভাষায় ইহা গৃহীত হয় নাই। হিন্দীতেও এইরূপ বর্তমানে 'জাএ', কিন্তু অতীতে 'গয়া'। সমস্ত আধুনিক ভা. আ. ভাষায় এইরূপ।

লে ধাতু

প্রাকৃতে 'ল' ধাতু আছে। হিন্দীতেও এইরূপ। ইহা 'দে' ধাতুর সাদৃশ্যে। কিন্তু বাস্তবিক প্রা. ভা. আ. ভাষায় দা ও দয় দুইটি ধাতু ছিল। পালি ও প্রাকৃতে 'দা' ধাতুর স্থানে দে> √দয় ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য পালি দেতি> প্রা. দেই। ভুলবশতঃ দে <√দা সাদৃশ্যে লে <√লা। কথ্য ভাষায় এই 'লে' ধাতু রক্ষিত আছে, সাহিত্যিক কথ্য ভাষায় 'নে' হইয়াছে। কিন্তু সাধু ভাষায় 'লে' স্থানে 'ল' ধাতু হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'লই' ধাতু আছে, লে ধাতু নাই ; কিন্তু সাধু ভাষায় অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লে'। ইহাতে বুঝিতে পারি মূলে ধাতুটি 'লে',

৬৩. *O. D. B. L.* p. *934*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লই', এবং 'ল' তাহার বিকারমাত্র। এই 'লে' হইতে 'ল', অসমাপিকা ক্রিয়ার 'লই', 'লইয়া' দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় লেহুঁ, লেমি, লেলী ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া 'লই', 'লইঅ'। কথ্য ভাষায় লও স্থানে নেও (ন্যাও), লেও (ল্যাও)। সাহিত্যিক কথ্য ভাষায় 'ল' স্থানে 'ন' হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নি ও লই দুই ধাতু আছে, যথা—নিল, নেহ, অন্য পক্ষে লইল, লহ, লৈহ ইত্যাদি।

দে ধাতু

ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। সন্ধিবশতঃ ধাতুরূপ মধ্যে 'দি'রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন—দিল<*দেইল ; দিব<*দেইব<পা. প্রা. ; প্রা. ও ম. বা. দেসি। আ. বা. দাও < দ্যাও (কথ্য) <*দেও <পা ; প্রা. ; প্রা. ; ও ম. বা. দেহ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তম পুরুষে 'দি' ব্যবহার করিয়াছেন।

আস্ ধাতু

ইহা অতীত কালের কথ্য ভাষায় 'এল' হয়। অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের একবচনে 'আয়' হয়। <প্রা. ও প্রা. বা. আইসই <প্রা. ভা. আ. আবিশতি। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে এল <আইল <*আইল্ল <*আআইল্ল <আয়ত + ইল, য়া ধাতু।[৬৪] কিন্তু আগত + ইল হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া অধিক সঙ্গত। আয় <*আআহি <প্রা. ভা. আ আয়াহি।

কর্মবাচ্য

আর্য ভাষায় তথা প্রা. ভা. আ. ভাষায় ধাতুর সহিত 'য', প্রত্যয়-যোগে কর্মবাচ্যের ধাতুমূল গঠিত হইত, যথা √গম্, গম্যতে ; √দৃশ্, দৃশ্যতে ; √বুধ, বুধ্যতে ইত্যাদি। ম. ভা. আ. ভাষায় প্রথম স্তর পালিতে আমরা দেখি যে, তিন প্রকারে কর্মবাচ্য গঠিত হইত। (১) প্রা. ভা. আ. ভাষা হইতে ধ্বনি পরিবর্তনে আগত, যথা √গম্, পালি গম্মতি < প্রা. ভা. আ. গম্যতে ; √দৃশ, পালি দিস্‌সতি < প্রা. ভা. আ. দৃশ্যতে ; (২) বর্তমান কালের ধাতুমূলের সহিত -ঈয়, -ইয় যোগে গঠিত, যথা— √গম্ বর্তমান ধাতুমূল গচ্ছ পা. গচ্ছীয়তী। √দৃশ্ পা. ধাতমূল পস্‌স, দক্‌খ ;

৬৪. *O. D. B. L.* p. *1046*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পস্‌সীয়তি, দক্‌খীয়তি। (৩) ধাতুর সহিত ঈয়, -ইয়, -ইয্য যোগে গঠিত, যথা—√গম্, পা. গমীয়তী ; √কৃ, পা. করীয়তী, করিয্যতি, করিয্যতে, করিয়তি।

ম. ভা. আ. ভাষার দ্বিতীয় স্তর প্রাকৃতে আমরা প্রথম স্তরেরই ধ্বনি পরিবর্তনজনিত কর্মবাচ্যের রূপ দেখি, যথা—√গম্ মাহারাষ্ট্রী প্রা. গম্মই. গমিজ্জই ; শৌরসেনী, মাগধী, গমীয়দি ; শৌরসেনী গচ্ছীঅদি। √কৃ, মাহা, প্রা. কীরই, করিজ্জই ; শৌরসেনী করিঅদি ; মাগধী করীঅদি।

ম. ভা. আ. ভাষার তৃতীয় স্তর অপভ্রংশে আমরা পূর্বতন স্তরের ধ্বনি পরিবর্তনজনিত কর্মবাচ্যের রূপ পাই, যথা—√কৃ, অপ, করীজে, করিজ্জই, করিঅই ; কীঅই (সরহ দোহা)। বি-√ খ্যা অপ, বক্‌খাণিজ্জই (ঐ) ; √কথ্, অপ. কহিজ্জই (ঐ) ; দৃশ্, অপ. দীসই (ঐ)।

প্রা. বা. ভাষায় আমরা কর্মবাচ্যের দুইটি রূপ দেখি, যথা—(১) √দৃশ্, প্রা. বা. দীসই (চর্যা-১৫, ২৬, ৪৭) ; √ছিদ্, প্রা. বা. ছীজই (ঐ ৪৫)। (২) √কৃ, করিঅই (ঐ-১) ; √মৃ, প্রা. বা. মরিঅই (ঐ ১)।

মধ্য বাঙ্গালায় আমরা পূর্বস্তরের দ্বিতীয় রূপের পরিণতি দেখি, যদিও এইরূপ প্রয়োগ অল্প মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে, যথা—'উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল হেন কাম না করিএ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ৮), 'প্রভু হয়িআঁ হেন নাহি করী' (ঐ পৃঃ ৯৩), 'কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ' (ঐ পৃঃ ৫৭)। কিন্তু সাধারণতঃ বিশ্লেষণমূলক কর্মবাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গালার প্রাচীন যুগ হইতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। প্রধানতঃ বিশেষ্যবাচক ক্রিয়াপদের সহিত √হ, √যা যোগে কর্মবাচ্য গঠিত হয়, যথা—'ধরণ ন জাই' (২নং চর্যা)। এখনও পূর্ব-বাঙ্গালার উপভাষায়—করণ যায় না, দেখন যায় না—প্রচলিত। সাধু ভাষায় দেখা যায়, করা হয় ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। বর্তমান বাঙ্গালায় 'কী চাই' এখানে 'চাই' কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত এবং ইহা প্রাচীন যুগের চিহ্ন। এইরূপ ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে আছে ঃ—

এক দেয় বর দেখা। আর দেয় ঘর দেখা ॥

'রবিবার দিন মন্দ যায় না।'৬৫

কতিপয় উপভাষায় এই প্রাচীন প্রয়োগ রক্ষিত হইয়াছে। যথা—বীরভূমে—হোথা যেয়ে না ভাইকে না, দিয়ে খেয়ে না।

আধুনিক বাঙ্গালায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের রূপ মূলতঃ কর্ম বা ভাববাচ্যের রূপ, যথা—করি < ম. বা. করিএ < প্রা. বা. করিঅই < আদিম প্রাকৃত কর্যতে = প্রা. ভা. আ. ক্রিয়তে ; চলি < ম. বা. চলিএ > প্রা. বা. চলিঅই <প্রা. ভা. আ. চল্যতে।

---

৬৫. *O. D. B. L.* p. *918*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযোজক ক্রিয়া
[Causative Verb]

আধুনিক বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত তিন প্রকারে প্রযোজক ক্রিয়া সাধিত হয়। (১) পড়, চল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর আদ্যস্বর অকার স্থলে আকার হয়, যথা—পড়ে, প্রযোজক পাড়ে ; চলে, প্রা. চালে ; মরে প্রা. মারে। (২) বল, কর প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণে আকারযুক্ত হয়, যথা—বলে, প্রা. বলায় ; করে, প্র. করায়। প্রথম প্রকারের প্রযোজক ধাতুর পুনরায় প্রযোজক রূপ ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণে আকার যোগ করিয়া হয় ; যথা—পাড়ায় চালায়, মারায়। (৩) অল্প কয়েক সংখ্যক ট কারান্ত ধাতুর ট স্থানে ড় হইয়া প্রযোজক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, যথা ফাটে, প্র. ফাড়ে ; ছুটে, প্র. ছুড়ে ছোড়ে ; টুটে, প্র. তুড়ে, তোড়ে।

প্রা. বাঙ্গালায় আমরা প্রযোজক ক্রিয়ার তিনটি রূপ দেখি—মারই, তোড়ই, বন্ধাবএ। প্রাকৃতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে এইরূপ হইবে—মারেই, তুট্টেই, বন্ধাবই। পালিতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে মারেতি, তুট্টেতি, বন্ধাপেতি। এইগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মারয়তি, ত্রোটয়তি এবং বন্ধাপয়তি রূপ হইতে আগত।

AMARBOI.COM

প্রা. ভা. আ. ভাষায় কেবল আকারান্ত ধাতুর উত্তর 'প' প্রত্যয় করিয়া প্রযোজক ক্রিয়ামূল গঠিত হয়, যথা—জ্ঞা-জ্ঞাপয়তি ; স্থা স্থাপয়তি ; দা দাপয়তি। প্রাকৃত যুগে এই 'প'-এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়, যথা—লেখ্ —প্রা. ভা. আ. লেখয়তি ; অশোকলিপি লেখাপয়তি কিংবা লিখাপয়তি। ইহা হইতে পালি লেখাপয়তি, লেখাপেতি ; প্রাকৃত লেহাবেই ; অপ. লেহাবই ; প্রা. বা. লেহাবএ ; আধুনিক বা. লেখায়। প্রাকৃতে প্রযোজক ক্রিয়ার বিভক্তি ধাতু কিংবা বর্তমানের ক্রিয়ামূল উভয়ের সহিত যুক্ত হইত, যথা—√শ্রু, পা. সাবয়তি, সাবেতি, সুণাপয়তি, সুণাপেতি = প্রা. ভা. আ. শ্রাবয়তি ; √গম্, পা. গময়তি, গাময়তি, গামেতি, গচ্ছাপয়তি গচ্ছাপেতি = প্রা. ভা. আ. গময়তি।

অসমাপিকা ক্রিয়া

প্রাচীন বাঙ্গালায় অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাইতে তিনটি প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত—ই, ইঅ, ইআ। 'তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী' (১০নং চর্যা), 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ' (১নং চর্যা), 'অবশ করিআ ভব বল জিতা' (১২নং চর্যা), মধ্য বাঙ্গালায় ই, ইআঁ প্রত্যয় হয়। 'তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃঃ ১)। চিন্তিআঁ (ঐ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাঙ্গালায় কেবল 'ইয়া' প্রত্যয় হয়, যথা—করিয়া, দেখিয়া ইত্যাদি। প্রা. ভা. আ. ভাষায় উপসর্গহীন ধাতুর সহিত 'ত্বা' এবং উপসর্গযুক্ত ধাতুর সহিত 'য' প্রত্যয় হয়, যথা—√কৃ হইতে কৃত্বা এবং বি+√কৃ হইতে বিকার্য হয়। প্রাকৃতে সকল ধাতুর সহিত -য প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালার তিন যুগে প্রা. ভা. আ. ভাষার য প্রত্যয় এই অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপগুলির মূল। প্রাকৃতে এই অর্থে -ইঅ -ইআ প্রত্যয় লক্ষিত হয়। অপভ্রংশে 'ই' প্রত্যয় আছে।

সে গেলে আমি যাইব এইরূপ বাক্যে "গেলে" সংস্কৃত ব্যাকরণে ভাবে সপ্তমী—তস্মিন্ গতে অহং যাস্যামি। বাঙ্গালায় -লে, সংস্কৃতের ন্যায় অতীতের রূপে অধিকরণে 'এ' বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন। প্রাচীন এবং মধ্য বাঙ্গালায় এইরূপ প্রয়োগ আছে। 'রাতি ভইলে কামরু জাই' (২নং চর্যা), রাত্রি হইতে কামরূপ যায়। 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী' (৫নং চর্যা) সাঁকোয় চড়িলে ডাইন বাঁ হইও না।

দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইল, এইরূপ স্থলে 'দেখিতে' প্রাচীন বাঙ্গালায় হইবে দেখন্তে। আমরা চর্যাপদে পাই 'চাহন্তে চাহন্তে সূন বিআর' (৩১নং চর্যা), চাহিতে চাহিতে (দেখিতে দেখিতে) শূন্য বিকরি। মধ্য বাঙ্গালায় এইরূপ প্রয়োগ আছে—"পাএত নূপুর চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃঃ ৬।২)। ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের শতৃ (=অন্ত্) প্রত্যয়ান্ত পদে অধিকরণের 'এ' বিভক্তি। চলিতে <চলিতেঁ <চলন্তে <চলন্ত্ + এ বিভক্তি। কিন্তু আমি চলিতে পারি না ইত্যাদি পদে 'চলিতে' পদের ব্যুৎপত্তি অন্য রূপ। ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের তুম্ প্রত্যয়ান্ত পদ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে ই-কারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত অধিকরণের 'তে' বিভক্তি যোগে ইহার উৎপত্তি, যথা—চলি + তে।[৬৬] কিন্তু আমরা প্রাচীন বাঙ্গালায় পাই "ভান্তি ন বাসসি জানন্তে' (পাঠ জান্তে) (১৫নং চর্যা), ভ্রান্তিবশে জানিতে চাহিস না। আমাদের মনে হয়, যেমন নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ইত্যাদিতে জানিত < জানন্ত হইতে ব্যুৎপন্ন, এখানেও সেইরূপ জানিতে < জানন্তে।

যুগ্ম ক্রিয়া

'করিতে' পদের সহিত যোগে অসম্পন্ন বর্তমান, যথা, করিতেছে ইত্যাদি এবং অসম্পন্ন অতীত, যথা, করিতেছিল ইত্যাদি পদ গঠিত হয়। করিতে + আছে = করিতেছে ; করিতে + আছিল = করিতেছিল। এখানে করিতে ইত্যাদি পদ সংস্কৃত

৬৬. *O. D. B. L. p. 1014.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাকরণের শতৃ (অন্ত্) প্রত্যয়ান্ত পদ। করিতেছে < করিতে + আছে < প্রা. করন্ত অচ্ছই = সং কুর্বন্ অস্তি।

'করিয়া' পদের সহিত যোগে সম্পন্ন বর্তমান, যথা, করিয়াছে ইত্যাদি এবং সম্পন্ন অতীত, যথা, করিয়াছিল ইত্যাদি পদ গঠিত হয়। করিয়া + আছে = করিয়াছে, করিয়া + আছিল = করিয়াছিল। এখানে 'করিয়া' সংস্কৃতের ক্ত (ত, ইত) প্রত্যয়ান্ত অতীত কালের পদ। করিয়াছে < করিয়া + আছে < প্রা. করিআ + অচ্ছই = সং কৃতঃ অস্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আলিছিল (পৃঃ ১৩১।১), ফুটিলছে (পৃঃ ৮০।১) পদ আছে। বীরভূম অঞ্চলের উপভাষায় গেল্'ছিল, হ'ল্ছিল, আ'ল্ছিল এইরূপ পদ আছে।

বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয়

ধাতুর উত্তরে যে প্রত্যয় হয়, তাহা কৃৎ প্রত্যয়ে। ইহার অনেকগুলি প্রা. ভা. আ. ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহারা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি প্রত্যয় আদিম প্রাকৃত হইতে আগত।

AMARBOI.COM

ভাববাচ্যে

-অ—বাঁধ, বশ, ডর। < সং অ- (ঘঞ্, অচ্, অপ্, প্রত্যয়) বন্ধ, বশ, দর।

-অত—বসত, ফেরত। < অত < সং অন্ত। বসত < বসন্ত্ (বসন্ শতৃ প্রত্যয়)

-আ—বাঁধন, কাঁদন। < সং বন্ধন, ক্রন্দন (অনট্ প্রত্যয়)

-অনি—কাঁপুনি, নাচনি। < সং অনট্ + স্ত্রী ইকা। কম্পনিকা > কাঁপুনি।

-উনি—নাচুনি, গাঁথুনি। উকার স্বরসাম্য হেতু।

-আ—পড়া, ধরা, খাওয়া। <সং ইত + স্বার্থে *আক—*পঠিতাক > পড়া (ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে)।[৬৭] আমি মনে করি আ < প্রা. বা. অব, অবা, যথা—বাহব, বোলবা। কইসেঁ সহজ বোলবা জায় (৪নং চর্যা)। বোলবা > বোলা > বলা। অব < প্র. ইঅব্ব < সং -ইতব্য। ইহা কর্মবাচ্যে 'আ' হইতে পৃথক্।

-আই—বাঁধাই, বাছাই। < আঈ < প্র. আবি আ < সং আপিকা (আপ + ইকা)। বাঁধাই < বান্ধাই < প্রা. বন্ধাবিআ < সং *বন্ধাপিকা স্ত্রীলিঙ্গে। প্রযোজক ক্রিয়া মূল হইতে।

---

৬৭. *O. D. B. L. pp. 658, 660*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-আও—ঘেরাও, চড়াও। < -আউ < প্র. আবুআ < সং আপুকা = (আপ + উ + ক + আ)। প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে।

-আন্—চালান্, যোগান্। < প্রা. আবণ <সং আপন। প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে। চালান <প্রা. *চালাবণ<আদিম প্রা. *চলাপন।

-আন—জানান, লেখান। প্রা. আবণঅ < সং আপনক। প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে। জানান <প্রা. জানাবণঅ <সং জ্ঞাপনক।

-আনি—লাফানি, শুনানি। <প্রা. বা. আবনি <প্রা. আবণিআ <সং আপনিকা। প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে, স্ত্রীপ্রত্যয় হ্রস্বার্থে।

-ই—ডুবি, বুলি। <প্রা. ইঅ <সং ই + ক স্বার্থে, যথা—সন্ধিক, গ্রন্থিক।

-ইবা—চলিবা, দেখিবা। <*ইব্ব <প্রা. ইঅব্ব <সং ইতব্য।

-ওয়া—বাঁচোয়া। <আউআ <প্রা. আবুঅ <আদিম প্রা. আপুক [আপ + উক]।

-তা—পড়তা। <প্রা. অন্তঅ <সং অন্ত (শতৃ) + ক স্বার্থে।

-তি—গণতি, পড়তি, ধরতি। <প্রা. অন্তিআ <সং অন্ত (শতৃ) + ইক স্বার্থে + আ স্ত্রীলিঙ্গে।

-না—কান্না, রান্না। <অনঅ <সং অন + ক স্বার্থে। কান্না <কাঁদনা <প্রা. কন্দণঅ <সং ক্রন্দনক।

AMARBOI.COM

কর্তৃবাচ্য

-অ—মরমর, কাঁদকাঁদ, পড়পড়, ডুবুডুবু, নিবুনিবু। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে[৬৮] এই অ < ও < প্রা. উঅ <সং উক যথা—ঘাতুক, কামুক ভাবুক। আমাদের মতে ডুবুডুবু প্রভৃতি স্থানে স্বরসঙ্গতির জন্য উ, যথা—উঁচু <সং উচ্চ, নীচু < সং নীচ। অ <প্রা. অঅ <সং অক, যথা—খাদক, পালক, দায়ক।

-অন্ত—চলন্ত, জ্বলন্ত। <প্রা. অন্ত <সং অন্ত্ (শতৃ প্রত্যয়)।

-ঈয়ে, ইয়ে—গাঈয়ে গাইয়ে ; খাঈয়ে, খাইয়ে। <প্রা. অইঅঅ <আদিম প্রা. অক + ইক + ক স্বার্থে। খাইয়ে < খাঅইঅঅ < আদিম প্রা. খাদকিকক = সং খাদক।

-উক—মিশুক, লাজুক। <সং উক তৎসম।

-তা, -তি—পূর্বে দ্রষ্টব্য।

---

৬৮. *O. D. B. L.* p. *678*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মবাচ্যে

-আ—প্রাচীন বাঙ্গালা দীঠা, পইঠা, নিবিতা, জিতা ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের 'আ' হইতে বর্তমানের ক্রিয়ামূলের সহিত 'আ' যোগে 'দেখা' ইত্যাদি পদ উৎপন্ন হইয়াছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে[৬৯] আ <ইআ <ইআঅ<সং ইত + আক স্বার্থে। কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না, যেহেতু আ <ইআ ধ্বনিতত্ত্বে সম্ভব নয় মূলে অন্ত উদাত্তের কারণে প্রাচীন বাঙ্গালায় দীঠা ইত্যাদি শব্দের অন্তে আ।

-আন',-আনি,-আ—পূর্বে দ্রষ্টব্য।

করণ বাচ্যে

-অনি, -উনি, -অন, -আনি, না— পূর্বে দ্রষ্টব্য।

অধিকরণ বাচ্যে

AMARBOI.COM

-আ, না— পূর্বে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়
(Secondary Suffixes)

শব্দের উত্তরে যে প্রত্যয় হয়, তাহা তদ্ধিত প্রত্যয়। ইহার অনেকগুলি প্রা. ভা. আ. ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন। তাহার কয়েকটি বৈদিক ভাষায় দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে আদিম প্রাকৃতও বলা যায়। অনেকগুলি সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়।

আ—স্বার্থে, অবজ্ঞায়, কিংবা সদৃশ অর্থে। <প্রাচীন বাঙ্গালা আ <প্রা. অ <সং ক। হরে < প্রাচীন বাঙ্গালা হরিআ <হরিঅ <সং হরিক। রামা <প্র. রামঅ <সং রামক। পাত <পাতা <প্রা. পত্তঅ <সং পত্রক। কাঁচা <প্রা. কাচঅ <সং কাচক —কাচের সদৃশ কাঁচা।

-আ—আছে অর্থে। <প্রাচীন বাঙ্গালা আ <প্রা. বা. <সং বৎ। জলা <প্রাচীন বাঙ্গালা *জলআ <প্রা. জলবা <সং জলবৎ। প্রাচীন বাঙ্গালা বলআ (৩৮নং চর্যা)। নোনা, রোগা।

-অই—তারিখ বুঝাইতে। <ম. বা. অইঁ, অঞি <প্রাচীন বাঙ্গালা অবী <প্রা. এবং সং অমী। সাতই <সাতইঁ, সাতঞি <সাতবীঁ <প্রা. সত্তমী <সং

৬৯. *O. D. B. L. p. 658, 660*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তমী। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাতুই <*সাতঈ <ম. ভা. সত্তমিক = সং সপ্তম।[৭০]

-আই—(১) মনুষ্য নামের সহিত। <আয় <সং আয়ুঃ। কানাই <কন্‌হায় <সং কৃষ্ণায়ুঃ। তুং হিন্দুস্থানী—জী<জীব। ই<য় <য়ুঃ। তুং বায়ূ>বাই।

(২) স্বামী অর্থে। অই <সং পতি। বোনাই <*বহিনাই <বহিন + অই <বহিনী + বই <ভগিনীপতি।

(৩) ভাবার্থে <প্রা. আই <বৈদিক তাতি প্রত্যয়। লম্বাই <প্রা. লম্বআই বৈদিক লম্বতাতি = সং লম্বতা। তুং আসামী করাই, মুনিষাই।

(৪) সম্বন্ধীয় অর্থে। <প্রা. ঈঅ<সং কীয় = ক + ঈয়। চোরাই <প্রা. চোরঈঅ <সং চোরকীয়। পারসীর সম্বন্ধবাচক ঈ ইহার সহিত মিশিয়াছে। পারসী—বাদশাহী > বা. বাদশাই।

-আচি—(১) শাবক অর্থে। <*আছিআ <*প্রা *আচ্ছিআ <*আদিম প্রা. *বৎসিকা। বেঙ্গাচি <বেঙ্গঅচ্ছিঅ <আ প্রাকৃত ব্যঙ্গবৎসিকা।

(২) সদৃশ অর্থে। ঘামাচি <*ঘাম মাছি <ঘম্ম মুচ্ছিআ <ঘর্ম মক্ষিকা। তুং মেছেতা।

-আনা—ভাবার্থে। পারসী হইতে সাহেবিয়ানা।

-আনি—জল অর্থে। <প্রা. আণিঅ <সং পানীয়। নাকানি = নাক + পানী, ধারানি, = ধারা + পানি।

-আনি—ভাবার্থে। পারসীয় আনা + ঈ সম্বন্ধবাচক। বাবুয়ানি।

-আম—ভাবার্থে। <প্রা. অম্মঅ <সং কর্মক। পাকাম <প্রা. পক্কঅম্মঅ <সং পক্বকর্মক।

-আমি—(১) ভাবার্থে। আম + ই ভাববাচক। বুড়ামি = বুড়াম + ই। (২) নির্মাণকারী অর্থে। প্রা. অম্মী <সং কর্মী। ঘরামি <ঘরঅম্মি <গৃহকর্মী। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে[৭১] ঘর + কাম <আম + ঈ।

-আরি, আরী—ব্যবসায়ী অর্থে। <প্রা. আরী <সং কারী। ভিখারি <ভিক্‌খাআরী <ভিক্ষাকারী।

-আল'—আছে অর্থে। <সং ল অস্তি অর্থে। ধারাল <ধারাল ; দুধাল <সং দুগ্ধল।

আল'—আছে অর্থে। <সং আলু শীলার্থে ; দাঁতাল <*দন্তাল, কৃপাল শ্রদ্ধাল প্রভৃতির সাদৃশ্যে। কিংবা <সং বল প্রত্যয় ; যথা—দন্তাবল, কৃষীবল। তুং আসামী খঙাল, খঙ্গাল, কাঁটোবাল।

৭০. *O. D. B. L.* pp. *805-806*
৭১. *O. D. B. L.* p. *667*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-আল—পালক অর্থে। <প্রা. বাল <সং পাল। রাখাল > < রাখোয়াল < রক্‌খবাল < সং রক্ষপাল। মৈষাল <মহিষাল = < সং মহিষপাল, প্রাদেশিক শব্দ।

-আল—স্বার্থে। প্রা. অল্ল < সং ল। মাতাল < প্রা. মত্তল্ল <সং মত্তল কিংবা সং মত্ত + বল অস্তি অর্থে, মত্ত = মত্ততা।

-আলি—কার্য ও ভাব অর্থে < প্রা. বা. আলি < *অলিঅ <পালি করিঅ < সং কার্য। মিতালি < *মিত্ত অলিঅ < *মিত্ত-গলিঅ < মিত্তকরিয় < মিত্র কার্য। তুং আসামী চতুরালি। প্রা. বা. ভাভরি আলী (১৮নং চর্যা)।

-ই, -ঈ—(১) ভাব, কার্য, উৎপন্ন, প্রস্তুত, নিবাস, সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে। < পারসী ঈ। ই, ঈ <সং ঈয় ইহার সহিত মিশিয়াছে। নবাবি, রাখালি, দালালি, চুরি, পশমি, দেশী, পাঞ্জাবী, গোলাপী। তুং আসামী তামী, কপাটি, পাঞ্জাবী।

(২) জীবিকা অর্থে। < প্র. ইঅ < সং ইক। তেলী < প্র. তেল্লিঅ < সং তৈলিক। দাঁড়ি < প্র. দণ্ডিঅ < সং দণ্ডিক।

(৩) ক্ষুদ্র অর্থে। স্ত্রীলিঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র অর্থে আসিয়াছে। <প্রা. ইআ < সং ইকা। ছুরি < প্রা. ছুরিআ < সং ক্ষুরিকা। ঘড়ি < প্রা. ঘড়িআ < সং ঘটিকা। মাদুলি < প্রা. মদ্দলিআ < সং মর্দলিকা। কাঠি < প্রা. কট্‌ঠিআ < সং কাষ্ঠিকা।

(৪) আছে অর্থে। ঈ < সং ইন্‌। দাগী, কালি।

-ইয়া, এ—(১) সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে। < প্রা. ইঅঅ < সং ইক + ক স্বার্থে। মেটে < মাটিয়া < মাটি + ইআ < প্রা. মাট্টিআ + ইঅঅ < সং মৃত্তিকা + ইকক। আসামী মটীয়া, বলিয়া।

(২) জীবিকা অর্থে। < প্রা. ইঅঅ < সং ইক + ক স্বার্থে। জেলে < জালিয়া < প্রা. জালিঅঅ < সং জালিক + ক স্বার্থে। তুং আসামী জালোবা, ঢুলিয়া।

(৩) অবজ্ঞা বা আদর অর্থে। <প্রা. ইঅঅ <সং ইক + ক স্বার্থে। ছেলে < ছালিয়া <প্রা. ছাঅলিঅঅ < আদিম প্রা. *শাবলিকক = শাবক। [মেয়ে < মাইয়া <মাতৃকা ; য়া < কা বিভক্তি।]

-ইত—করে যে অর্থে। < প্রা. ইত্ত < সং ইত, সং বন্ত্‌ বিভক্তির সাদৃশ্যে শব্দের অন্ত্য স্বরের পর। প্রা. ফলইত্ত < সং ফলিত, ফলবন্ত্‌ শব্দের সাদৃশ্যে। অন্ত্য উদাত্তের জন্য দ্বিত্ব। সেবাইত < প্রা. সেবইত্ত < সং সেবিত + সেবাবন্ত ; ডাকাইত। পোয়াতী < পুআইতী < *পুঅইত্তী < প্রা. পুত্তইত্তী < সং পুত্রিতা = পুত্রবতী। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতে[৭২] ইত < মধ্য বা. < আইত < প্রা. আবন্ত, আয়ন্ত < প্রা. বা. আবন্ত, আঅন্ত < প্রা. ভা. আ. আপন্ত্, আয়ন্ত্ অর্থাৎ প্রযোজক এবং নামধাতুর সহিত অন্ত্ (শতৃ) বিভক্তি।

-এল,-ইয়াল—আছে অর্থে। < -ইআ + ল স্বার্থে < সং ইক + ল। সি'দেল < সন্ধিঅল < সন্ধিকল। এইরূপ গেঁজেল, ঘায়েল, ফুলেল, লাঠিয়াল।

-ইল—আছে অর্থে। <প্রা. ইল্ল <সং -ইল, যথা—জটিল, ফেনিল। বিষাইল (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) = বিষাক্ত।

-উ—আছে অর্থে। <প্রা. উঅ < সং উক, যথা—ঢালু, চালু।

-উক—আছে (নিন্দিত) অর্থে। তৎসম বিভক্তি, যথা—পেটুক, লাজুক।

উড়িয়া,-উড়ে—সম্বন্ধীয়, জীবিকা ইত্যাদি অর্থে। <প্রা. লিঅ <আদিম প্রা. লিক = ল + ইক স্বার্থে। সাপুড়ে <*সাপুড়িয়া <*সাপলিয়া < প্রা. *সপ্পলিঅ < সং সর্পর্লিক = সর্পল।

-উয়া, ও—সম্বন্ধীয়, জীবিকা, শীল প্রভৃতি অর্থে।<প্রা. উঅ < আদিম প্রা. উক = উ + ক স্বার্থে। কেঠো<কাঠুয়া<প্রা. *কট্‌ঠুঅ <আদিম প্রা. *কাষ্ঠুক। তুং আসামী ঘরুবা, কাজুবা, ভতুবা।

-উরিয়া,-উরে—জীবিকা প্রভৃতি অর্থে। < প্রা. *উরিঅ <আদিম প্রা. *উরিক = উ + রিক। কাঠুরে < কাঠুরিয়া < প্রা. *কট্‌ঠুরিঅ <আদিম প্রা. কাষ্ঠুরিক।

-উলি—ক্ষুদ্রার্থে। <প্রা. অলী < সং ল + ঈ স্ত্রীপ্রত্যয় ক্ষুদ্রার্থে। খাটুলি < *খট্টুলি < আদিম প্রা. খট্টলী।

-ওয়া—সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে। <প্রা. আ. < সং বৎ। চাঁদোয়া <চন্দব <সং চন্দ্রবৎ ; এইরূপ ঘরোয়া।

-করা—প্রতি অর্থে। 'করা' ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Past Participle) = করআ বিভক্তি। কৃৎপ্রত্যয় আ দ্রষ্টব্য। মণকরা, শতকরা।

-কিয়া,-কে—গণনা অর্থে। <প্রা. কিঅঅ <সং কৃত + ক স্বার্থে। পণকে <পণকিয়া < পণকিঅঅ <পণকৃতক।

-খান,-খানা,খনি—বস্তুবাচক শব্দের সহিত নির্দেশ অর্থে। খান <খাণ্ড<সং খণ্ড। খান+আ অবজ্ঞায়=খানা। খান + ই স্ত্রীলিঙ্গ হ্রস্বার্থে বা আদরে। বইখান, কাপড়খানা, ঘরখানি। নাতিনীখানী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। ডালীখান, চালনীখানা, গামছাখানি। তুঃ আসামী লরাকনি, ছোবলীকনী।

---

৭২. *O. D. B. L*, p. 663

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-খানা—স্থানে অর্থে। পারসী—খানা خانه গৃহ। ডাক্তারখানা, জেলখানা, মুদিখানা।

-খোর—নিন্দিত সেবনকারী অর্থে। পারসী—খোর خور পানকারী, ভক্ষণকারী। গুলিখোর, গাঁজাখোর, চুগলিখোর, সুদখোর।

-গাছ, গাছা, গাছি—দীর্ঘ সরু বস্তুবাচক শব্দের সহিত নির্দেশ অর্থে। গাছ<প্রা. গচ্ছ। গাছ+আ অবজ্ঞায় = গাছা। গাছি = গাছ + ই স্ত্রীলিঙ্গে হ্রস্বার্থে বা আদরে। বেতগাছা, দড়িগাছা, চারগাছি চুড়ি। তুং আসামী গছ, গাছ।

-গিরি—জীবিকা ও কার্য অর্থে। পারসী বিভক্তি গরী گری = গর + ঈ সম্বন্ধে, জাদুগর (যাদুকর), তাহার কার্য যাদুকরী। মুটেগিরি, কেরানিগিরি, বাবুগিরি।

-গুলা, গুলি—নির্দেশ অর্থে বহুবচনে। গুল <কুল। এই বিভক্তি মধ্য বাঙ্গালার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গোকুল = গোসমূহ আছে ; গুলা, গুলি নাই। গুলা+স্ত্রীপ্রত্যয় ঈ হ্রস্ব অর্থে বা আদরে।

-চি—আধার অর্থে। পারসী—চি چی বিভক্তি মশ্‌'আলচী (মশালচী), বাবুরচী (বাবুর্চি)। বা. ধূনচি, ধুঁধচি।

-চি—ক্ষুদ্র অর্থে। পারসী—চা چه বিভক্তি, নরচা, দেগচা (ডেকচি), বুক্‌চা (বোচকা)। বা, চি<চা + স্ত্রী প্রত্যয় ই হ্রস্বার্থে, নলচি।

-ছড়া—নির্দেশ অর্থে। <প্রা. সড়আ<সং সটকা = সটা, সিংহের স্কন্ধের চুল, এখানে অর্থের প্রসার। হারছড়া প্রথমে শব্দ, পরে বাঙ্গালা প্রত্যয়।

-জন —মনুষ্য বাচক। একজন মানুষ, তিনজন নারী।

-টা,-টী—নির্দেশ অর্থে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে টা<বট্ট<বৃত্ত।[৭৩] টা + ঈ স্ত্রীপ্রত্যয় ক্ষুদ্র বা আদর অর্থে। সংস্কৃতে স্বার্থে। 'ত' প্রত্যয় আছে—একত, দ্বিত, ত্রিত। ত> টা হইতে পারে। সম্ভবতঃ কোল ভাষা হইতে আগত। তুং আসামী টো, টী (টি), টা, যথা—লরাটো, ঘরটো, ঘর'টি, লরাটি, ধারটা, বা'রটি। বিহারী ভাষায় ঠো, যথা—একঠো দোঠো।

-টিয়া, টে—ঈষৎ অর্থে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে টে<টিয়া<প্রা. *বট্টিআ<সং *বৃত্তিকাক = বৃত্ত+ইক+স্বার্থে আক।[৭৪] লম্বাটিয়া <লম্ববট্টিআঅ <*লম্ববৃত্তিকাক। স্বার্থে *আক প্রত্যয় না বলিয়া 'ক' প্রত্যয় বলাই সঙ্গত।

---

৭৩. *O. D. B. L.* p. 686

৭৪. ঐ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টু, টুক, টুকু—অল্প অর্থে। প্রা. বট্টুঅ < সং বৃত্তুক = বৃত্ত + উ + ক। একটু—এক্কবট্টুঅ <একবৃত্তুক। টু + ক স্বার্থে (যথা—কিত্তুক, করিবেক) = টুক। টুক + উ হ্রস্বার্থে বা আদরে (তুং শিবু, হরু প্রভৃতি শব্দের উ প্রত্যয়)।

-ড়—আসক্ত অর্থে। <প্রা. ড় <সং ল। ভাঙ্গড়।

-ড়া—ক্ষুদ্র প্রভৃতি অর্থে। <প্র. ড়অ <সং তক। আমড়া <প্রা. অম্বড়অ <প্রা. ভা. আ. আম্রতক। পা. অম্বাটক। চামড়া, গাছড়া।

-ড়ী—স্বার্থে স্ত্রীলিঙ্গে। <প্রা. ড়ী <সং লী = ল + স্বার্থে ঈ স্ত্রীলিঙ্গে। শাশুড়ী <সস্সুড়ী <শ্বশ্রূলী।

-ত, তুত—সম্পর্কীয় অর্থে। <প্রা. উত্ত <প্রা. ভা. আ পুত্র। ত + উত (Double) প্রত্যয়। পূর্ববঙ্গে তুত প্রত্যয় নাই।

-তা—(১) আছে অর্থে। <প্রা. অত্ত<প্রা. ভা. আ. আক্ত। নোনতা, <লোণত্ত <লবণাক্ত। এইরূপ পানতা <পানিতা প্রা.<পানিঅত্ত <প্রা. ভা. আ. পানীয়াক্ত।

(২) সদৃশ অর্থে। <প্রা. অত্ত<প্রা. ভা. আ. পত্র। মেছতা <মাছিঅতা <মচ্ছিআঅত্ত <প্রা. ভা. আ. মক্ষিকাপত্র। পত্র শব্দ হইতে প্রত্যয়টি আগত। তুং সংস্কৃত কল্প, দেশ্য, দেশীয়, চল, পাশ, ধ্রুব ইত্যাদি প্রত্যয়।

-তি—ক্ষুদ্র অর্থে। চালতি, চাকতি।

-দান, দানি—রাখে যে অর্থে। পারসী—দান دان প্রত্যয়। দান + ঈ প্রত্যয়। ফুলদান, ফুলদানি, পানদানি।

-দার, দানি—রাখে যে অর্থে। পারসী—দার دار প্রতয়। দোকানদার, খরিদদার।

-দারি—ব্যবসায়, কার্য অর্থে। পারসী—দারী داری। প্রকৃত পক্ষে দারি = দার + ই। তবিলদারি, দোকানদারি, আড়তদারি।

-ন—স্বার্থে। মতন, নানান। <সং না স্বার্থে (বিনা, নানা) কিংবা <বৈদিক ন স্বার্থে।

-পনা—ভাবার্থে। <প্রা. প্পণ <বৈদিক ত্বন = সং ত্ব। <গুণপনা <প্রা. গুণপ্পণ <বৈদিক গুণত্বন। এইরূপ বীরপনা, গিন্নিপনা।

-পারা—সদৃশ অর্থে। *পরাঅ <প্রায়ঃ। পাগলপারা। পানা <পারা (প্রাদেশিক)। চাঁদপানা।

-বাজ—চতুর অর্থে নিন্দায়। পারসী—বায باز ক্রীড়াকারী, প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত খোর, দার ইত্যাদির ন্যায়। ফন্দিবাজ, দাগাবাজ, মোকদ্দমাবাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-রি—ক্ষুদ্র অর্থে। প্রা. র < প্রা. ভা. আ. র+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষুদ্র অর্থে। (পাণিনি 'র' প্রত্যয় ৫।৩।৮৮)। কুঠরি, বাঁশরি, গাঁঠরি।

-রু—স্বার্থে <প্রা. রূঅ <রূপ প্রা. ভা. আ. রূপ (রূপ প্রত্যয় পাণিনি ৪।৩।৬৬) গোরু < গোরূঅ < গোরূপ। বাছুর < বাছরু <বচ্ছরূঅ<বৎসরূপ। ম. বা. শশারু, ঘোড়ারু। রু প্রত্যয় এখন মৃত।

-লা—যুক্ত, সদৃশ প্রভৃতি অর্থে। < প্রা. ল < সং ল। শামলা < শামল < শ্যামল। আধলা, পাতলা, মেঘলা।

-লিয়া,-লে —স্বার্থে। < প্রা. *লিঅঅ < আদিম প্রা. *লিকক = ল+ইক+ক। আগালে < আগালিয়া < *অগ্গলিঅঅ <অগ্রলিকক = অগ্রল।

-সই—১) পরিমাণ প্রভৃতি অর্থে। < প্রা. সহিঅ < সং সহিত। বুকসই < বুক্কসহিঅ < বুক্কসহিত।

২) উপযোগী অর্থে। আরবী—সহীহ্ صحیح (শুদ্ধ) শব্দ হইতে প্রত্যয়। সই করা = স্বাক্ষর করা। আভিধানিক অর্থ শুদ্ধ করা, তৎপরে শুদ্ধতার প্রমাণ স্বরূপ স্বাক্ষর করা। মানানসই, চলনসই।

-সা—সদৃশ অর্থে। < প্রা. এস্‌স < প্রা. ভা. আ. দেশ্য। (দেশ্য প্রত্যয় পাণিনি ৫।৩।৬৭) কালসা < কালএস্‌স < কালদেশ্য। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে সা < সং শ।[৭৫]

ওয়ালা—আছে অর্থে হিন্দী হইতে। < প্রা. ভা. আ. বল (পাণিনি ৫।২।১১২)। বাড়ীওয়ালা, পয়সাওয়ালা, [গোয়ালা < গোবালঅ < গোপালক ; গোয়াল < গোহাল < গোশাল < গোশালা। এখানে ওয়ালা, ওয়াল্ বিভক্তি নহে।]

সর্বনামের সহিত

-খন—কালার্থে। < প্রা. খণ < সং ক্ষণ। তখন < *তক্খণ < প্রা. ভা. আ. তৎক্ষণ। এখন, কখন, যখন।

-খান—স্থানার্থে। খান < খণ্ড = বাসস্থান। এখানে, ওখানে। খান < স্থান সম্ভব।

-ত—পরিমাণার্থে < প্রা. বন্ত, অন্ত < প্রা. ভা. আ. বৎ, অৎ। কত < কিঅন্ত, < কিয়ৎ। তত < তাবন্ত < তাবৎ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে এত <

৭৫. *O. D. B. L*, p. 699

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রা. বা. এত < প্রা. এত্তঅ < প্রা. এত্তক < সং ইয়ত্ত্যক = ইয়ৎ + ত্য + ক।[৭৬] ইহাও সমীচীন।

-থা—স্থানার্থে। < প্রা. ত্থ < প্রা. বা. আ. ত্র। কোথা < কুত্থ < কুত্র। হেথা < *হেত্থ < *এত্র = অত্র। সেথা, যেথা।

-ন—তুলনার্থে। যেন < ম. বা. যেহ্ন, যেহেন < প্রা. বা. জইসন <প্রা. জইস + ন <সং যাদৃশ + ন স্বার্থে। হেন < *এহেন।

-বে—কালার্থে। এবে শব্দের সাদৃশ্যে (by analogy) তবে, কবে, যবে। ব + এ অধিকরণে। এব < প্রা. এবং < বৈদিক এব, এবম্। প্রা. বা. এবেঁ, তবেঁ ; মা. বা. এবেঁ, তবেঁ, যবেঁ, কবেঁ। কভু < ম. বা. কভোঁ = কব্ + হোঁ তবু <*তভু < ম. বা. তভোঁ = তব + হোঁ (চন্দ্রবিন্দু স্বতঃ উৎপন্ন)।

-মৎ—সদৃশ অর্থে। এমৎ < প্রা. বা. এমন্ত < বৈদিক ঈবন্ত্। কিংবা এমৎ < এমন্ত < *ইমন্ত < সং ইয়ৎ ; তুল্যার্থে বৎ প্রত্যয় এবং তৎপরে মৎ (মতুপ্) প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্যে, *ইমন্ত < *ইমন্ত্ < *ঈবন্ত < সং ইয়ৎ।

-মন—সদৃশ অর্থে। যেমন < যেমন্ত < বৈদিক য়াবন্ত্।

AMARBOI.COM

স্ত্রী প্রত্যয়

-ইনী, নী<প্রা. বা. জোইনী, মুণ্ডিনি, করিণি। ম. বা. চুরিণী, নাতিনী, কালিনী। আধুনিক বা. সতীন, গাভি, গোয়ালিনী, পেতনী < পেতিনী, ডাইনী, <ডাকিনী। <প্রা. ভা. আ. ইনী = ইন্ + ঈ।

-আনী,-নী— ধোপানী, চাকরানী, মেথরানী, বেদেনী। <প্রা. ভা, আ, আনী (মাতুলানী, ইন্দ্রানী, ইত্যাদি)। ম. বা. মাউলানী।

-ঈ — প্রা. বা. বঙ্গালী, শবরী, ডোম্বী, ভলি, মালী (মালিকা) বাপুড়ী, শালী, নারী, নঅরী। ম. বা. বড়ী, ভালী, খিনী (<ক্ষীণা), আন্ধারী, গোয়ালী, মাউসী, পিসী। এইরূপ মামী, কাকী, খুড়ী, দিদি, চাচী, নানী, বুড়ী, পাঁঠী, হাঁসী, গাভী, মুরগী।

(১) প্রা. ঈ = সং আ। বুড়ী <ম. বা. বুঢ়ী <বুড্‌ঢী <*বৃদ্ধী = বৃদ্ধা। ভলী<ভল্লী<আদিম প্রা. ভদী=ভদ্রা।

(২) <প্রা. ইআ <সং ইকা। মাসী <ম. বা. মাউসী <পা. মাউসিআ <প্রা. ভা. আ. মাতৃ স্বসৃকা।

---

৭৬. *O. D. B. L.* p. 855

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩) <প্রা. ঈ. <প্রা. ভা. আ. ঈ। প্রা. বা. ডোম্বী, সবরী। হাঁসী <প্রা. ভা. আ. হংসী।

প্রাচীন, ভারতীয় আর্য ভাষার ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালায় শব্দ অনুযায়ী (Grammatical) লিঙ্গ ছিল। উদাহরণ ঃ—

ভলি দাহ	(১২নং চর্যা, কাহ্ন)
তোহোরি ভাভরিআলী	(১৮নং চর্যা, ঐ)
তোহোরি কুড়িআ	(১০নং চর্যা, ঐ)
কাহেরি নাবে	(৩৭নং চর্যা, ঐ)
হাড়েরি মালী	(১০নং চর্যা, ঐ)
লাগেলি তান্তী	(১৭ং চর্যা, বীণাপাদ)
নিসিত আন্ধারী	(২১নং চর্যা, ভুসুক)
গুঞ্জরী মালী	(২৮নং চর্যা, শবর)
লাগেলি ডালী	(২৮নং চর্যা ঃ—ঐ)

মধ্যযুগের বাঙ্গালায় ইহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় ঃ—

মাঝা খিনী	(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৫ পৃঃ)
আন্ধারী নিশী	(ঐ, ১৩৮ পৃঃ)
নিশি আন্ধিআরী	(ঐ ১৪৭ পৃঃ)

AMARBOI.COM

বর্তমান বাঙ্গালায় ছোট, বড়, ভাল প্রভৃতি বিশেষণগুলির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নাই, কিন্তু প্রাচীন মধ্য বাঙ্গালায় ছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালা	—ভালি দাহ	(কাহ্ন, ১২ পৃঃ)
মধ্য বাঙ্গালা	—বড়ি মা	(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১১৭পৃঃ)
...	তোঁ আবালী বড়ী	(ঐ, ১৫পৃঃ)
...	সেহি সে নাগরী ভালী	(ঐ, ২১পৃঃ)
...	জগতের ভালী রাধা এখানে মৈলী	(ঐ, ১১পৃঃ)

লিঙ্গ প্রকরণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় শব্দের স্ত্রী, পুরুষ এবং ক্লীব এই তিন লিঙ্গ ভেদ আছে। ইহা শব্দগত। পুরুষ হইলে যে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী হইলে যে স্ত্রীলিঙ্গ হইবে, তাহা নহে, যেমন স্ত্রী অর্থে দার শব্দ পুংলিঙ্গ এবং কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। লিঙ্গ ভেদে কারক বিভক্তি বিভিন্ন হয়। প্রাকৃত যুগে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অনেক শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন হইয়াছে, যেমন—, অঞ্জলি, কুক্ষি, গ্রন্থি, নিধি, রশ্মি, বলি, বিধি শব্দগুলি পুংলিঙ্গ ; কিন্তু তাহাদের প্রাকৃত রূপ অঞ্জলী, কুচ্ছী, গঠী, নিহী, রস্মী, বলী, বিহী শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। শিরঃ, নভঃ ভিন্ন অস্‌ভাগান্ত শব্দ সংস্কৃতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু প্রাকৃতে এগুলি পুংলিঙ্গ, যথা—যশঃ> জসো, তেজঃ> তেও। অক্ষি সংস্কৃতে ক্লীব, কিন্তু প্রাকৃতে স্ত্রী এবং পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। শব্দরূপেও এইরূপ বিভক্তিতে গোলযোগ দেখা যায়। অর্ধ মাগধী প্রাকৃতে কর্তৃকারকের ক্লীবলিঙ্গের 'আনি' বিভক্তি স্ত্রী ও পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, যথা—, ইথীণি (= স্ত্রিয়ঃ), পুরিসাণি, (= পুরুষাঃ)।[৭৭] তিন লিঙ্গ স্থানে কেবল এক ক্লীবলিঙ্গ রূপ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সংখ্যাবাচক দুই, তিন ও চারি শব্দে দেখা যায়, যথা—, অশোকলিপিতে দুবে মজুলা, (কালসি, জৌগড়-১ম শিলালিপি), চতালি লজানে (= চত্বারঃ রাজানঃ, কালসি ১৩শ শিলালিপি)। পালি ভাষায় দ্বে (দুবে), তীণি, চত্তারি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ প্রাকৃতেরও দুবে, তিণ্ণ, চত্তারি তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় এইগুলির তিন লিঙ্গে তিন রূপ ছিল (কেবল দ্বে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একরূপ ছিল)। সংখ্যাবাচক শব্দের সাদৃশ্যে ক্রমে বিশেষ্য পদে এইরূপ তিন লিঙ্গের রূপ এক হইয়া গিয়াছে।

শব্দাবলী
[Vocabulary]

AMARBOI.COM

বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলী নিম্নলিখিত বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ঃ

১। **হিন্দ-য়ুরোপায়ণ** (Indo-European) মা < মাতা, ভাই, <ভাইআ <ভ্রাতৃক, সাত<সপ্ত, পা<পাদ, ভরে<ভরতি।

২। **হিন্দ-ঈরাণীয় বা আর্য**—পো < পুত্র,ন হাত<হস্ত, মাছ<মৎস্য, উট<উষ্ট্র।

৩। **ভারতীয় আর্য** ঃ—

(ক) তদ্ভব—বোন<ভগিনী, নুন<লবন, ঘি<ঘৃত, পানি<পানীয়, মা<মাতা, দই<দধি ইত্যাদি।

(খ) প্রাকৃতভব—গাছ <পালি গচ্ছ ; আছে <পা. অচ্ছতি, পেট < *পেট্ট ; বাপ <প্রা. বপ্প ; বড় <প্রা. বড্ড ইত্যাদি।

(গ) দেশী—বোঁচা, খাঁদা, ঝুড়ি, ঝিনুক, খড়, ইত্যাদি।

১, ২, ৩ পর্যায়ের শব্দাবলী বাঙ্গালা ভাষার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ (heritage)। ইহার অতিরিক্ত শব্দগুলি কৃতঋণ (borrowed বা loan) শব্দ। তাহার কয়েকটি শ্রেণী আছে ঃ—

(ক) **সংস্কৃত হইতে গৃহীত**—মধু, মিষ্ট, জল, মুখ, সিংহ, দিন, পর, কাল ইত্যাদি (তৎসম শব্দ)।

---

৭৭. Pischel, অনুচ্ছেদ ৩৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(খ) **ভারতীয় অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত**—যথা,—কোল ভাষা হইতে ঃ— কুড়ি, ঢেঁকি, চাউল, গণ্ডা ইত্যাদি।

(গ) **বৈদেশিক ভাষা হইতে ঃ**—

পারসী—হাজার, মোরগ, খরগোশ, কমর, কাগজ, খোদা। কতকগুলি আরবী ও তুর্কী শব্দ পারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

আরবী—কলম, দোয়াত, জুলুম, আসল, জাল (কৃত্রিম), হাকিম, মুনসিফ, উকিল, মোক্তার ইত্যাদি।

তুর্কী—কঞ্চি, খান, খাতুন, বেগ, বেগম, তোপ, বন্দুক, কামান ইত্যাদি।

পর্তুগীজ—কামরা, বালতি, গামলা, আনারস, আতা, পেরেক, ইংরেজ ইত্যাদি।

ওলন্দাজ—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ ইত্যাদি।

ফরাসী—ওলন্দাজ, তোয়ালে, কার্তুজ ইত্যাদি।

ইংরেজী—টেবিল, চেয়ার, লাট, হাসপাতাল, বেঞ্চি ইত্যাদি।

ইংরেজীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যথা—

জাপানী —রিক্‌শ ;
আরবী —জিরাফ ;
কঙ্গো —জেব্রা ;
মালয়ী —সাগু ;
তিব্বতী —লামা ;
অস্ট্রেলিয়ান —কাঙ্গারু ;
আমেরিকান —তামাক, আলপাকা, কুইনাইন, টোমাটো, চকলেট ;
চীন —লিচু, চা।

তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে কতক প্রাচ্য গোষ্ঠীর নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিশিষ্ট শব্দ, যথা—চোখ < চক্ষুঃ (হিন্দী ইত্যাদি আঁখি <অক্ষি) ; চুল<চূড়া, (হিন্দী ইত্যাদি বাল <বার) ; মাথা < মস্তক, (হিন্দী ইত্যাদি সির, সর, < শিরঃ)।

বাক্যরীতি
(Syntax)

অন্যান্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেও বাক্য মধ্যে প্রথমে কর্তা তৎপরে কর্ম এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বাঙ্গালার বাক্যরীতির বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১। নিষেধার্থ 'না' অব্যয় ক্রিয়ার শেষে ব্যবহৃত হয়। বিহারী, উড়িয়া এবং আসামী ভাষাগুলি বাঙ্গালার সহোদরা শ্রেণীর হইলেও সেগুলিতে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির ন্যায় নিষেধার্থক অব্যয় ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষার এই রীতি আধুনিক। চট্টগ্রামী প্রভৃতি কয়েকটি উপভাষায় প্রাচীন ব্যবহার রক্ষিত হইয়াছে। আধুনিক প্রয়োগ, যথা—নয় = না হয়, নই = না হই প্রভৃতি স্থলে এবং নারি = না পারি ইত্যাদি কতিপয় প্রয়োগে প্রাচীন রীতির নিদর্শন অবশিষ্ট রহিয়াছে।

২। সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে তাহা তদ্ভব শব্দ হইলে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না, যথা—ভাল মেয়ে, ছোট খুকী, বড় বোন ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালার আদি স্তরে এইরূপ স্থলে স্ত্রী প্রত্যয় ছিল (পূর্বে দেখ)

৩। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরাস্থানীয়া ভাষাগুলিতে বর্তমানে সম্বন্ধ পদে সম্বন্ধীয় পদের সহিত অন্বয়ের স্ত্রী প্রত্যয় হয় না, যথা—আমার মা, রাজার মেয়ে ইত্যাদি। তুং হিন্দী-উর্দু—মেরী মা, রাজাকী লড়কী। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় এরূপ স্থলে স্ত্রী প্রত্যয় হইত, যথা, গুঞ্জরী মালী (২৮নং চর্যা, শবরপাদ) ; তোহোরি কুড়িআ (১০ নং চর্যা, কাহ্ন) ; হাড়েরি মালী (১০ নং চর্যা, কাহ্ন)।

৪। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভাষায় অপ্রাণীবাচক শব্দেও পূর্বে স্ত্রীলিঙ্গ হইত, যথা—'কাহেরি নাবেঁ' (১০ নং চর্যা, নাব স্ত্রীলিঙ্গ)। তোহোরি কুড়িআ (ঐ)।

৫। অতীত কালে প্রথম পুরুষে অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বাঙ্গালা তথা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীতে ক্রিয়ার স্ত্রী প্রত্যয় হয় না, যথা,—মেয়ে চলিল। তুং হিন্দী, উর্দূ—লড়কী চলী। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় হিন্দীর ন্যায় স্ত্রী প্রত্যয় হইত, যথা,—'গঅণত লাগেলী ডালী' (২৮ নং চর্যা, শবরপাদ)। 'রাতি পোহাইলী' (ঐ)। 'বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেইখানে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ১১৫)। 'তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের দাসী' (ঐ)।

৬। অতীতকালে সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে প্রাচীন বাঙ্গালায় হিন্দী ইত্যাদির ন্যায় ক্রিয়ার স্ত্রী প্রত্যয় হইত, যথা—'মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী' (১০ নং চর্যা, কাহ্ন)। 'দহ দিহে দিধলী বলী' (৫০ নং চর্যা, শবর)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দ-আর্য মূলভাষা বা আদিম প্রাকৃত

যখন আর্যভাষাভাষী জাতি মধ্যপ্রাচ্য হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ঈরান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া আনুমানিক ১৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে, তখন তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা ছিল ঈরানীয়, দারদীয় এবং হিন্দ-আর্য ভাষাগুলির জননী। ইহাকে হিন্দ-ঈরানীয় বা আর্য (Indo-Iranian or Arayn) ভাষা বলা হইয়াছে। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, পদক্রম এবং শব্দাবলীতে ইহা হিন্দ-য়ুরোপায়ন মূল ভাষার শতম্ গোষ্ঠী হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহার পরবর্তী বিবর্তন ইহাতে দেখা দিয়াছিল।

কালক্রমে এই হিন্দ-ঈরানীয় মূল ভাষায় এক বিশেষ বিবর্তন ঘটে এবং আনুমানিক ১২০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে যখন বৈদিক সূক্ত প্রথম বিরচিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন হিন্দ-আর্য (Indo-Aryan) ভাষায় পরিণত হয়। আনুমানিক ৮০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে যখন বৈদিক সূক্তাবলী সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, তখন লিখিত ভাষায় আদি রচনাকালের অপেক্ষা ব্যাকরণ ও শব্দগত পরবর্তী রূপ দেখা দেয় ; কিন্তু জনসাধারণের ভাষায়, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেতর আর্য জনগণের বা ব্রাত্যদের ভাষায়, কিছু কিছু প্রাচীন হিন্দ-ঈরানীয় ভাষায় রূপ অববিষ্ট ছিল এবং কিছু কিছু নূতন রূপও তাহাতে দেখা গিয়াছিল। এইরূপে ইহা আনুমানিক ৬০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন হিন্দ-আর্য মূল ভাষা সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়। প্রাচীন হিন্দ-আর্য ভাষার সমকালে জনসাধারণের মধ্যে যে ভাষা কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, আমরা তাহাকে আদিম প্রাকৃত বলিতে পারি। পাক-ভারত উপমহাদেশে বর্তমান হিন্দ-আর্য দেশীভাষাগুলি, পশ্চিম সিন্ধী হইতে পূর্বে আসামী পর্যন্ত এবং সিংহলী, মালদ্বীপী এবং বেদিয়া ভাষাগুলিও, এই আদিম প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন ; সংস্কৃত হইতে নহে। যখন সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি পুরোহিত তন্ত্রের ভাষা, তখন আদিম প্রাকৃত ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত আর্য জনসাধারণের ভাষা। আমরা রামায়ণের বিখ্যাত ইল্বল এবং বাতাপি উপাখ্যানে দেখি ইল্বল অসুর ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত ভাষা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিত ঃ

> ধাররন্ ব্রাহ্মণংরূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্
> আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ। [৭৮]
> [নিষ্ঠুর ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া
> ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করিত।]

৭৮. রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃত সাহিত্যে আরও অনেক উল্লেখ আছে, যাহা হইতে আমরা মনে করিতে পারি, এই সংস্কৃত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ সমাজও আর্য জনসাধারণের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্য আমরা সংস্কৃতে প্রাকৃত হইতে গৃহীত রূপ দেখিতে পাই। সংস্কৃতে এমন বহু শব্দ আছে যাহা আদিম প্রাকৃত হইতে কিংবা তাহার সংস্রবে আগত অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত। ময়ূর, তাম্বুল, কদলী প্রভৃতি শব্দ অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত।

আদিম প্রাকৃত ভাষা তিনটি প্রধান স্তরের মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়া আধুনিক হিন্দ-আর্য ভাষাতে পরিণত হয়। বাংলায় 'তুমি এক বড় ঘোড়া দেখ' কিংবা হিন্দুস্তানী 'তুম এক বড়া ঘোড়া দেখো' বৈদিক 'যুয়মেকং বৃহন্তমশ্বং পশ্যত' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আদিম প্রাকৃতে ইহার রূপ ছিল 'তুম্মে একং বড্রং ঘোটকং দৃক্ষথ'। ইহা হইতে বাংলা, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য ইহার আঞ্চলিক ভাষাভেদও ছিল। আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বের কাছাকাছি সময়ে প্রথম মধ্য হিন্দ-আর্য বা প্রাচীন প্রাকৃত স্তরে আদিম প্রাকৃত যে রূপ গ্রহণ করে, তাহা 'তুম্হে একং বড্‌ডং ঘোট্টকং দেক্‌খথ'। এই রূপ ভাষা আমরা অশোকের অনুশাসনে এবং পালিতে দেখিতে পাই। আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় মধ্য হিন্দ-আর্য বা মধ্য প্রাকৃত ভাষা আবির্ভূত হয় ; যথা—'তুম্হে এক্কং বড্‌ডং ঘোড্ডং দেক্‌খহ'। ইহা আমরা নাটকে দেখিতে পাই। আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তৃতীয় মধ্য হিন্দ-আর্য বা অর্বাচীন প্রাকৃত আবির্ভূত হয় ; যথা—'তুম্হে এক্ক বড্ড ঘোড়অ দেক্‌খহ।' এই রূপ অপভ্রংশে দেখা যায়। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রাচীন বাংলা ভাষা আবির্ভূত হয় ; যথা—'তুম্হে এক্ক বড় ঘোড়াঅ দেখহ'। আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মধ্যযুগীয় বাংলায় ইহার রূপ হয়—'তুম্হি এক বড় ঘোড়া দেখহ'। আনুমানিক ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমরা আধুনিক বাংলা ভাষার রূপ দেখি' 'তুমি অ্যাক বড়ো ঘোড়া দ্যাখো'। আধুনিক হিন্দুস্তানী (উর্দূ-হিন্দী) ভাষাও আদিম প্রাকৃত হইতে এই রূপ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষার উৎপত্তির ধারাও এই।

নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে আদিম প্রাকৃতে মূল হিন্দ-ঈরানীয় বা আর্য ভাষার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হইয়াছিল, যাহা বৈদিক বা সংস্কৃতে রক্ষিত হয় নাই। বৈদিক এবং সংস্কৃতের যুক্তাক্ষর ক্ষ স্থলে প্রাচীন আবেস্তান ভাষায় তিনটি রূপ দেখা যায় ; যথা—শ, খ্ শ এবং গ্ z। এই ধ্বনিগুলি যথাক্রমে মূল হিন্দ-ঈরানীয় বা আর্য খ্‌শ, ক্‌শ এবং গ্ zh হইতে উৎপন্ন। পালি এবং প্রাকৃত ভাষাতেও আমরা বৈদিক ও সংস্কৃত 'ক্ষ' স্থানে তিনটি রূপ দেখি ; যথা—ছ, খ, ঝ। এইগুলি মূল হিন্দ-ঈরানীয় বা আর্যের পূর্বোক্ত তিনটি ধ্বনির অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপে ; যথা—হিন্দ-ঈরানীয় 'কখ্‌শ',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেস্তান 'কশ', পালি ও প্রাকৃত 'কচ্ছ' ; কিন্তু বৈদিক এবং সংস্কৃত 'কক্ষ'। হিন্দ-ঈরানীয় 'ক্শীর', আবেস্তান 'খ্শীর', পালি ও প্রাকৃতে খীর ; কিন্তু বৈদিক ও সংস্কৃতে ক্ষীর। হিন্দ-ঈরানীয় গ্ zh অরতি, আবেস্তান গ্ z 'অরইতি', প্রাকৃত 'ঝরই' ; কিন্তু বৈদিক এবং সংস্কৃতে 'ক্ষরতি'। বাংলায় এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষাতেও আমরা এই রূপ সংস্কৃত 'ক্ষ' স্থলে ছ, খ, এবং ঝ দেখিতে পাই ; যথা— সং. 'কক্ষ', বাং. কাছ ; সং. ক্ষীর, বাং. খীর ; সং. ক্ষরতি, বাং. ঝরে।

বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষা যে সর্বস্থানে প্রাচীন হিন্দ-আর্য ভাষার ধ্বনি রক্ষা করে নাই, তাহার আর একটি স্পষ্ট প্রমাণ এই যে মূল হিন্দ-ঈরানীয় জ এবং z ধ্বনি, ইহাতে কেবল 'জ', এবং মূল হিন্দ-ঈরানীয় zh ধ্বনি ইহাতে 'হ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে এই z ধ্বনি ঈরানীয় এবং কতকগুলি দারদীয় ভাষাতে বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু প্রাচীন হিন্দ-আর্য ভাষার z zh ধ্বনি বৈদিক ও সংস্কৃত লিখিত ভাষায় রক্ষিত না হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব বিশেষ সন্ধি রূপের দ্বারা প্রমাণিত হয়। দষ্টান্তস্বরূপে সং. মৃজ্ + ত = মৃষ্ট, যজ্ + ত = ইষ্ট, সৃজ্ + ত = সৃষ্ট, এই তিনটি ধাতুতে সংস্কৃতের জ = মূল হিন্দ-ঈরানীয় z ; তুং আবেস্তান marez, yaz, harez. কিন্তু সং. যুজ, + ত = যুক্ত, নহে যুষ্ট নহে। ভজ্ + ত = ভক্ত, ভষ্ট নহে। কারণ এই দুই স্থলে জ = জ হিন্দ-ঈরানীয় গ-এর তালব্যীকৃত (palatalized রূপ। আমরা দেখি, সং. বহ্ + ত = ঊঢ, সহ্ + ত + সোঢ়' কারণ এইরূপ স্থলে হ = হিন্দ-ঈরানীয় zh। তুং আবেস্থান vaz (হিন্দ-ঈরানীয় vazh,) আবেস্তান vaz, (হিন্দ-ঈরানীয় vazh)। অন্য পক্ষে সং দুহ্ + ত = দুগ্ধ, এখানে হ = হিন্দ-ঈরানীয় ঘ। সং নহ্ + ত = নদ্ধ, এখানে হ = হিন্দ-ঈরানীয় ধ (তুং ইং needle)। আমরা যে আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশীয় ভাষায় z এবং zh ধ্বনি দেখিতে পাই না, ইহা ব্রাহ্মণগণের সাধু ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবের ফল। সাধু ভাষার প্রভাব যে কথ্য ভাষার উপর হয়, তাহার আধুনিক দৃষ্টান্ত আছে যথা, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ কথ্য ভাষায় শ, ষ, স স্থানে হ ব্যবহৃত হইলেও শিক্ষিত সমাজে ঐ সমস্ত উচ্চারণে 'শ'কারই শোনা যায়। সংস্কৃত ভাষা যেমন সাধারণ ভাষাকেও প্রভাবিত করিয়াছিল, প্রাকৃত ভাষাও তেমনি সংস্কৃত এমন কি বৈদিক ভাষাকেও প্রভাবিত করিয়াছে। আমরা প্রাকৃত ভাষায় প্রাচীন হিন্দ-আর্য ঘ, ধ, ভ, স্থানে 'হ' পাই, যেমন—মেঘ, বধু, নাভি স্থানে যথাক্রমে—মেহ, বহূ, নাহি। এই ধ্বনি পরিবর্তন আমরা সংস্কৃত এবং বৈদিক ভাষাতেও দেখি যথা <দুহ্ √মূল দুঘ্ (এই জন্য দুগ্ধ) √দহ্ <মূল দঘ্ (এই জন্য দগ্ধ), <রুহ্ √—মূল ruzh (এই জন্য রূঢ়), গাহ্ <মূল গাধ্ (এই জন্য অগাধ) সং. √গ্রহ্ কিন্তু বৈদিক <গ্রভ্, সং. গৃহ্লাতি <বৈদিক গৃভ্ণাতি।

কেবল ধ্বনিতত্ত্বে নহে, শব্দাবলীতেও সংস্কৃত আদিম প্রাকৃত হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ঘোটক, ভগিনী, ইন্দুর প্রভৃতি শব্দ আদিম প্রাকৃত হইতে গৃহীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহাদের প্রতিশব্দ প্রাচীন হিন্দু-আর্য ভাষায় অশ্ব, স্বসা, মূষিক ; এই রূপ বৈদিক ভাষাতেও আছে। যদিও সংস্কৃতে সেগুলির প্রয়োগ প্রতিশব্দ রূপে দেখা যায়, আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষায় ইহাদের ব্যুৎপন্ন শব্দ নাই ; কিন্তু পারসী ভাষাতে ইহাদের সজাতীয় শব্দ ; যথা—অস্প, খ্বাহর এবং মূশ দেখা যায়।

আমি নিম্নে কতকগুলি আদিম প্রাকৃত শব্দ এবং আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষায় তাহাদের ব্যুৎপন্ন শব্দগুলি দেখাইতেছি ঃ

১। অস্মে 'আমরা' (বেদে সম্প্রদান ও অধিকরণে অস্মদ্ শব্দের বহুবচনের রূপ)—বাঙ্গালা আমি (প্রাচীন আহ্মে, আহ্মি) ; আসামী—আমি ; হিন্দুস্তানী (উর্দূ-হিন্দী)—হম্ ; সিন্ধী এবং পঞ্জাবী—অসীঁ ; পশ্চিম পঞ্জাবী—অস্সাঁ ; গুজরাতী—অমে ; মারাঠী—আম্হ ; নেপালী এবং উত্তর বাঙ্গালা—হামি ; উড়িয়া—আম্হে ; কাশ্মীরী—অসি ; সিংহলী—এপ (প্রাচীন অপে) ; বেদিয়া—আমেন ; পালী এবং প্রাকৃত—আম্হে, প্রাচ্য অশোক—অফে। (আধুনিক বাঙ্গালা ভিন্ন সমস্ত দেশী ভাষায় বহুবচন = আমরা। [কিন্তু বৈদিক এবং সংস্কৃত—বয়ম্ ; তুং ইংরাজী we]।

২। ঘর (পা. প্রা.)—বাং. হি. গু. প. ঘর্ ; সি. ঘরু ; কা. গর ; বে. খর্ (কিন্তু বৈ. এবং সং. গৃহ। ভাষাতত্ত্বে গৃহ হইতে ঘর ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না)।

৩। গল্দ—বাং. হি. গু. গাল্ ; পা. গাল্হ্ ; প. গালহ্ ; সি. গলু ; প্রা. গল্ল (কিন্তু সং. গণ্ড)।

৪। গাবী (পা), বাং. গাই ; হি. গাঈ ; গু. গায় ; সি. গাঁ ; সিং. গা (কিন্তু বৈ. এবং সং. গো. গৌঃ)।

৫। √চট্—বা চড়্ হি. উ. সি. প. চঢ় ; গু. চড়ু, চঢ় ; সিং. সাড়ু (কিন্তু বৈ. সং √রুহ্)।

৬। তুষ্মে 'তোমরা'—বাং. তুমি (প্রাচীন বাং. তুম্হে, তুম্হি) ; মা. তুম্হী ; উ. তুম্হে ; গু, তমে ; সি. তাউইহি ; প. সাঁ ; কা. তোহি, হি. তুম্ ; সিং. তোপি; বে. তুমেন্ ; পা প্রা. তুম্হে, প্রাচ্য আশোক তুফে (কিন্তু বৈ. সং য়ুয়ম্ ; তুং. ইং. you)।

৭। √দৃক্ষ্—বাং. হি. মা. উ. দেখ্ ; সি. ডেখ্ ; প. দেখ্, ডেখ্ ; সিং. দিক্ ; বে. দিখ্ ; পা. প্রা. দেক্খ (কিন্তু বৈ. সং. বর্তমান কালে পশ্যতি, ধাতু দৃশ্ ; সদৃক্ষ শব্দে দৃক্ষ পাওয়া যায়)।

৮। ধীতা (পা)—হি. প. গু. ধী, ধীয়া ; সি. ধিউ. ধিয় ; মা. ধুব্ ; বাং. ঝি ; উ. ঝিঅ ; সিং. দুব (প্রাচীন জিতা) ; প্রা. ধীআ (কিন্তু বৈ. সং. দুহিতা)।

৯। নক্ক—বাং. হি. গু. নাক্ ; সি. নক ; প. নক্ক ; বেন. নখ ; প্রা. নক্ক (কিন্তু বৈ. সং. নস্. নাসা, নাসিকা)।

১০। নন্না (বৈ = মাতা)—বা. হি. মা. নানী ; প. নানী ; 'মাতামহী'। (সং. মাতামহী)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১। বপ্র—বাং. হি. মা. গু. প. বাপ্ ; সি. বাবু ; প্রা. বপ্প। (কিন্তু বৈ. সং. পিতা)।

১২। √বুড্ড—বা. মা. গু. সি. বুড় ; হি. বুড় ; কা. বোড় ; বে. বোল। (কিন্তু বৈ. সং. মর্জ্জ্)।

১৩। √বোল্ল—হি. মা. গু. সি. প. কা. বোল্ ঃ বা. বল্ (প্রাচীন বোল্) ; প্রা. বোল্ল, (বৈ সং. বদ্)।

১৪। ভদ্‌ল—হি. প. মা. ভলা গু. ভলুঁ ; সিং. ভলো, বা. ভাল, ভলো প্র ; ভল্ল (কিন্তু বৈ. সং. ভদ্র)।

১৫। প্রথমিল—প. উ. মা. পহিলা ; হি. পহ্‌লা ; পইলা, বা. পহেলা, পয়লা ; গু, পেহলুঁ ; সি. পহর্‌য়ো ; প্রা. পঢ়মিল্ল ; *পহমিল্ল। (কিন্তু বৈ. সং. প্রথম)।

১৬। ব্‌দ্র—বা. বড়, বড়ো ; হি. বড়া ; কা. বোড় ; মা. ব্‌ড়, গু. ব্‌ড়ুঁ ; সি. ব্‌ড়ো ; প. ব্‌ড্ড ; সি. ব্‌েডি ; বে. বরো ; প্রা. ব্‌ড্ড। (কিন্তু বৈ. সং বৃহৎ)।

পাক-ভারতের ন্যায় বিস্তৃত দেশে যে আদিম প্রাকৃতের আঞ্চলিক উপভাষা বিদ্যমান ছিল, তাহা আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষাগুলির বাক্যাবলী তুলনা করিলে প্রমাণিত হয়। আমি এখানে পূর্ব অঞ্চলের প্রতিনিধি রূপে বাঙ্গালা এবং মধ্য অঞ্চলের প্রতিনিধি রূপে হিন্দুস্তানী (উর্দূ-হিন্দী) লইতেছি।

AMARBOI.COM

১। বা. মাথা < মস্তক ; হি. সর্, সির্ < শিরঃ।

২। বা. চোখ < চক্ষুঃ ; হি. আঁখ্ < অক্ষি।

৩। বা. চুল < চূড়া ; হি. বাল্ < বার।

৪। বা. √ফেল্ <প্রা. পেল্ল < সং. প্রেরয়— ; হি. √ ফেক্ < *খেপ্ < সং. ক্ষিপ্য।

য়াস্ক (আনুমানিক ৬০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ,) এবং পাণিনি (আনুমানিক ৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ) সংস্কৃতের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

সিন্ধী এবং পাঞ্জাবী অসীঁ, পশ্চিমা পাঞ্জাবী 'অসসাঁ', কাশ্মীরী 'অসি' হইতে আদিম প্রাকৃত 'অস্‌মে' অনুমিত হয়। অপর পক্ষে বাংলা 'আমি', প্রাচীন বা. 'আম্‌হি', হিন্দী 'হাম', প্রাচীন হিন্দী, 'হমে', মারাঠী 'আম্‌হী', নেপালী এবং বারেন্দ্রী 'হামি', উড়িয়া 'আম্‌হে', বেদিয়া 'অমেন', হইতে প্রাচীন প্রাকৃত রূপ 'অম্‌হে' প্রমাণিত হয়। ইহা পালি এবং প্রাকৃতে দৃষ্ট হয়। সিংহলী ভাষার আদিরূপ প্রাচীন প্রাকৃত *'অস্সে', ইহা হইতে অশোকের প্রাচ্যলিপির ভাষায় 'অফে' (অপ্‌ফে) ; ইহা হইতে আদিম প্রাকৃতের রূপ 'অস্মে' নির্ণীত হয়। এই রূপে কতকগুলি আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষার শব্দ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাচীন প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহাদের আদিম প্রাকৃত রূপ একই।

ধ্বনিতত্ত্বে অনেকগুলি আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষার শব্দের আদিতে ড, ঢ এবং মধ্যে ও অন্তে ড়, ঢ়, দেখা যায়। যেমন বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি বড় এবং ঢোল ; কিন্তু বা. 'বড়', হিন্দী 'বড়া', বাংলা আধুনিক উচ্চারণে আশাড়, (সং. আষাঢ়'),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দী প্রভৃতি 'আসাঢ়'। সংস্কৃতে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য ড ঢ-এর উচ্চারণে কোনও প্রার্থক্য নাই। পার্থক্য থাকিলে অবশ্য সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ তাহা নির্দেশ করিতেন। বর্তমানে আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ বস্তুতঃ আমাদের আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশীয় ভাষার উচ্চারণ। সংস্কৃতে 'ডিম্ব' এবং 'জড', 'ঢক্কা', এবং 'আষাঢ়' এই রূপ উচ্চারণ ছিল ; কিন্তু বেদে, অশোক লিপিতে এবং পালিতে ড-এর ড়, ঢ-এর ঢ় উচ্চারণ ভেদ লিপিতে প্রদর্শিত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ধ্বনিতত্ত্বের দিক্ হইতেও আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে।

কতকগুলি আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষার তদ্ধিত প্রত্যয় বৈদিক ভাষার দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সংস্কৃতে নহে। যাহা বাঙ্গালা 'পনা', হিন্দী 'পন' যথা—বাঙ্গালা বুড়াপনা, হিন্দী 'বুঢ়াপন' সংস্কৃতের বৃদ্ধত্ব হইতে ব্যুৎপন্ন নহে ; ইহা 'বৃদ্ধত্বন' হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহা আদিম প্রাকৃত রূপ এবং বৈদিক ভাষায় দৃষ্ট হয়। এই রূপ বাঙ্গালা হিন্দী তদ্ধিত প্রত্যয় 'আই', বৈদিক এবং আদিম প্রাকৃত 'তাতি' হইতে উৎপন্ন ; সংস্কৃত 'তা' হইতে নহে। 'বড়াই' আদিম প্রাকৃত 'বড্রতাতি' হইতে উৎপন্ন। ইহার মূল সংস্কৃতে বা বৈদিক ভাষায় নাই। শব্দরূপে কয়েকটি বিভক্তি আদিম প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন। যেমন—সম্প্রদানের বিভক্তি বাঙ্গালা 'কে', হিন্দী 'কো', সিন্ধী 'খে' প্রভৃতি আদিম প্রাকৃত কর্মপ্রবচনীয় 'কৃতে' হইতে উৎপন্ন। বৈদিক বা সংস্কৃত দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

AMARBOI.COM

আর একটি ভাষাতাত্ত্বিক রূপ হইতে আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষা তথা সিংহলী এবং বেদিয়া ভাষা যে এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন হিন্দ-আর্য ভাষায় গমনার্থে 'য়া' এবং 'গম্' দুই ধাতুরই প্রয়োগ আছে এবং উভয় ধাতুর সম্পূর্ণ ধাতুরূপও আছে ; কিন্তু সিংহলী এবং বেদিয়া সমেত সমস্ত আধুনিক হিন্দ-আর্য দেশী ভাষায় বর্তমান কালের রূপ 'য়া' ধাতু হইতে এবং অতীত কালের রূপ 'গম্' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন যথা—বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, বেদিয়া প্রভৃতিতে বর্তমান কালে √'জা', সিংহলী ভাষায় √'য়া',; কিন্তু অতীত কালের রূপ বাংলা—গেল, গেলা, উড়িয়া—গল, মারাঠী—গেলা, গুজরাটী—গাও, বেদিয়া—গেলো, সিংহলী—গিয়। এই অতীত রূপগুলি মূল 'গত' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য ভাষাতাত্ত্বিকগণ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে হিন্দ-য়ুরোপায়ন মূল ভাষার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এক্ষণে পাক-ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকগণের কর্তব্য আদিম প্রাকৃত ভাষার পুনর্গঠন করা। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকগণকে এই দিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে রচিত ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কোনও বিভাগ নাই। আমি নিম্নে একটি পীঠিকার দ্বারা হিন্দ-ঈরানীয় বা আর্য ভাষার শাখা প্রশাখাগুলির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষার কুলজী

হিন্দ য়ুরোপায়ণ (Indo-European)

(আনুমানিক ৫০০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ)

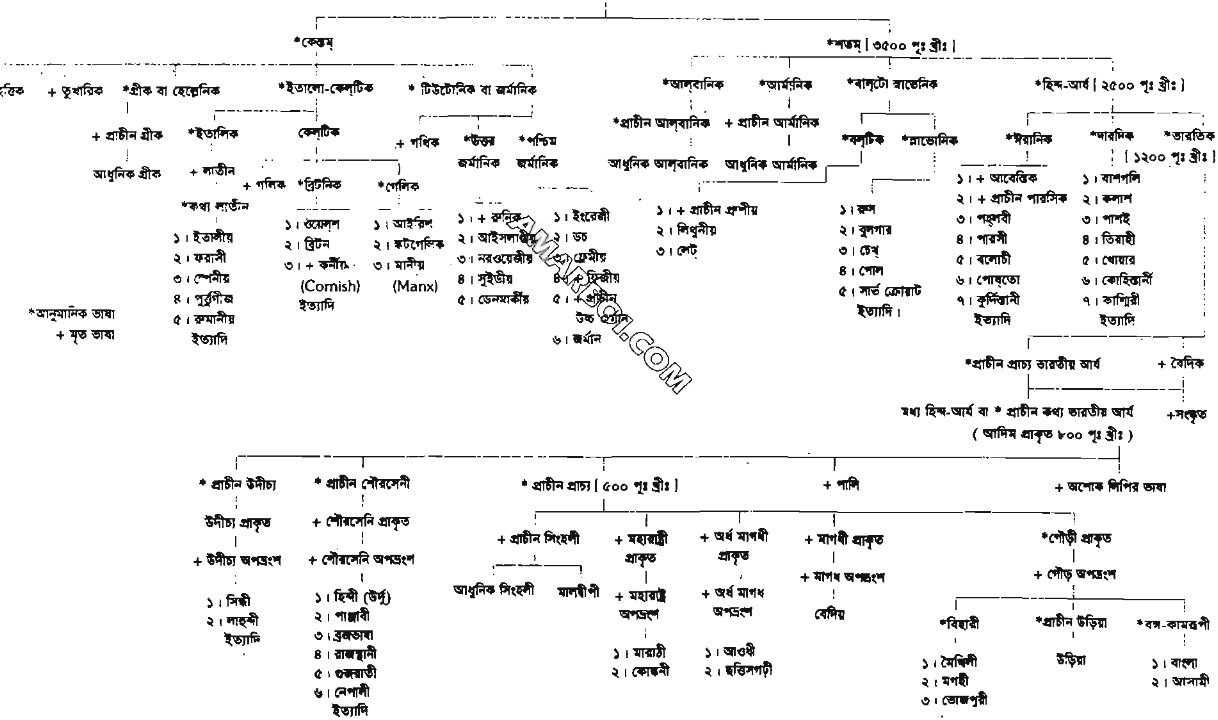

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জী

A History of Sanskrit Literature
by A. B. Keith, Oxford, 1928
A Simplified Grammar of the Pali Language
by E. Muller, Trubner & Co., London, 1884
Buddhist Mystic Songs
by Dr. Muhammad Shahidullah,
Bengali Acadamy, 1967
Grammatik der Prakrit-Sprachen
by R. Pischel, Karl J. Trubner, Straassburg, 1900
Hemchandra's Prakrit Grammar
Nirnaya Sagara Press, Bombay, 1900
The History of Bengali Language
by Bijay Chandra Mazumdar, Calcutta University, 1920
Indo-Aryan and Hindi
by Dr. Suniti Kumar Chatterji.
Gujarat Vernacular Society, Ahmedabad, 1942
Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I—The Inscriptions of Asoka
by E. Hultzsh, Oxford, 1926
La Farmation de la Langue Marathe
by Jules Bloch, Edward Champion, Paris 1920
Le Nepal, Vol, I, 1905
by Sylvain Levi, Ernest Leroux, Editeur, Paris
Linguistic Survey of India, Vol. V. Part I
Edited by Sir George Grierson, Calcutta, 1903
The Origin and Development of the Bengali Language
by Dr. Suniti Kumar Chatterji,
Calcutta University Press, 1926.
Pali Literatur Und Sprache
by Wilhem Geiger. Karl J. Trubner, Straassburg, 1916
Pre-Aryens dans le Pandjab,
by J. Przyluski, Journal Asiatique, Paris, 1926
Lecturers on the Science of Language, 7th Edition, 1873
by F. Max Muller, Longmans, Green & Co., London.
Siddhanta Kaumudi
by Bhattoji Dikshit, Nirnaya Sagara Press, Bombay

অসমীয়া ভাষায় মৌলিক বিচার, ২য় সংস্করণ
দেবানন্দ ভারলী, যোরহাট, ১৯৩২
পালি প্রকাশ,
বিধুশেখর শাস্ত্রী, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৮
বৌদ্ধ গান ও দোহা,
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৬।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের রচিত সহায়ক প্রবন্ধাবলী

"বাংলা ভাষার অনুজ্ঞা"

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৬-১০০

"বাংলা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ"

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৭, ২য় সংখ্যা; পৃঃ ৮২-৯৪

"বাংলা ও তাহার সহোদরা ভাষা"

—মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃঃ ৬১৬-২২

"বাংলা ভাষার জাতি"

—ইমরোজ, পৌষ-মাঘ, ১৩৫৮, পৃঃ ৭৫-৮১

"বাংলা ও উর্দু"

—মাহেনও, ভাদ্র, ১৩৬১, পৃঃ ৯৭-৯৯

"প্রাকৃত ও বাংলা"

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৩

"বৌদ্ধগানের ভাষা"

—সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, ১৩৬৪, পৃঃ ১-৪

"বাঙ্গলা ভাষায় পারসীর প্রভাব"

—সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, ১৩৬৫, পৃঃ ৯৩-৯৬

"হিন্দ-আর্য মূলভাষা বা আদিম প্রাকৃত"

—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃঃ ১-৮

"বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে উর্দু-হিন্দী প্রভাব"

—মাহেনও, শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃঃ ১-১৩

"বাঙ্গলা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার"

—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৭, পৃঃ ১-৭

"ভূমিকা, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান"

—বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭২ (১৯৬৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~